পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1539, Saturday, 19 August 2023 FREE www.parichoy.com

৭০০ বছরের জেল হতে পারে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

বিস্তারিত ০৮ পাতায়

আরো আছে...

- প্রথম পাতায় বামের কলাম যুক্তরাষ্ট্রে দুই বছরব্যাপী স্কলারশিপ পেলেন বাংলাদেশের ২০০ শিক্ষার্থী - ৫ম পাতায়
- ১৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া শিক্ষার্থী বেড়েছে ৩ গুণ-৫ম পাতায়
- নিউ ইয়র্ক, চেন্নাই গুয়াংজুসহ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ রুটে ফ্লাইট চালু করছে বিমান- ৫ম পাতায়
- ট্রাম্পের মামলার বিচারককে হত্যার হুমকি, নারী আটক-৬ষ্ঠ পাতায়
- তাইওয়ান প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের হুঁশিয়ারি-৭ম পাতায়
- হাওয়াইতে ভয়াবহ দাবানলের জন্য দাহ্য প্রজাতির ঘাসকে দায়ী বিশেষজ্ঞদের-৭ম পাতায়
- ইতিহাসের ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে কানাডা,ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় জরুরি অবস্থা-৭ম পাতায়
- পাঁচ বছরে জুয়ায় সাড়ে ২৪ হাজার কোটি ডলার খুইয়েছেন আমেরিকানরা -৭ম পাতায়
- বাংলাদেশের পটভূমিতে বঙ্গোপসাগরের সামরিক গুরুত্ব কতটুকু?-৮ম পাতায়
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে এত ভয় কেন : চরমোনাই পীর-৮ম পাতায়
- বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এত উতলা কেন, প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার -৯ম পাতায়
- ব্রহ্মপুত্রের পানি নিয়ে চীনের কাছে তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ-৯ম পাতায়

বাংলাদেশে র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা অনেক জীবন বাঁচাতে সহায়ক হয়েছে

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

হাসিনার পক্ষ নিয়ে অ্যামেরিকাকে বার্তা ভারতের

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

ফ্রি ফোনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC Buildings MASTER ELECTRICIAN LICENSED # 012637
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric15@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372 Email: kashem2003@gmail.com

MOINUL ISLAM
Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MLS REBNY

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্‌স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে আলোচনা

বাংলাদেশে র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা অনেক জীবন বাঁচাতে সহায়ক হয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ও ভিসানীতির ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা অনেক জীবন বাঁচাতে সহায়ক হয়েছে। বিশেষ করে র‍্যাব ও এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার একটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব দেখা গেছে। র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কমেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের ওপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের (হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস) টম ল্যানটস হিউম্যান রাইটস কমিশনের প্যানেল বক্তারা এমনটিই মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের (হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস) এই সংস্থাটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রচার, সুরক্ষা ও সমর্থনে কাজ করে।

১৫ আগস্ট কমিশনের এক ব্রিফিংয়ে প্যানেল

বক্তারা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, মানবাধিকারকর্মীসহ বিরোধীদের ওপর দমন পীড়নের অভিযোগ এবং আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন। এসব বিষয়ে তারা ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের আরও জোরালো ভূমিকা প্রত্যাশা করেন।

'হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ: অ্যান আপডেট' শীর্ষক ভার্চুয়াল এই ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব ঘটনা তদন্ত করে সরকার নিরপেক্ষ ও কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের চলমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা উচিত হবে না।

ব্রিফিংয়ের আয়োজক কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সদস্য জেমস পি ম্যাকগভর্ন ও রিপাবলিকান সদস্য ক্রিস্টোফার এইচ স্মিথ। তারা এই কমিশনের কো-চেয়ারম্যান। ব্রিফিংয়ের সঞ্চালনায় ছিলেন লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের বিদেশি আইন বিশেষজ্ঞ তারিক আহমেদ। শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন ও এশিয়ান লিগ্যাল রিসোর্স সেন্টারের লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান, রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটসের ক্রিস্টি উয়েদা, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

১৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া শিক্ষার্থী বেড়েছে ৩ গুণ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও গত ১৫ বছরে বিদেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ গুণ বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ১৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অভাব, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং দেশে কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগসহ বেশ কয়েকটি কারণে শিক্ষার্থীদের দেশ ছাড়ার প্রবণতা কমানো যাচ্ছে না।

ইউনেস্কোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে অন্তত ৪৯ হাজার ১৫১ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ৫৮টি দেশে পড়াশোনার জন্য গিয়েছেন।

২০১৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার ১১২ এবং ২০০৮ সালে ছিল ১৬ হাজার ৬০৯।

২০০৮ সাল থেকে উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সরকার ২৫টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বছরব্যাপী স্কলারশিপ পেলেন বাংলাদেশের ২০০ শিক্ষার্থী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে দুই বছরব্যাপী ইংলিশ অ্যাক্সেস মাইক্রো-স্কলারশিপ পেয়েছেন বাংলাদেশের ২০০জন শিক্ষার্থী। দেশটির ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট-এর অর্থায়নে পরিচালিত এই স্কলারশিপ। ২০০৪ সালে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমে এবার নতুন ব্যাচে অংশ নিবেন এই শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার (১৫ আগস্ট) বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এই ২০০ শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের স্থানীয় মাদ্রাসা, পাবলিক ও কারিগরি বিদ্যালয়ের ১০০ তরুণী এবং ১০০ যুবক এই জীবন পরিবর্তনকারী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন।

এতে সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ভাষা, বিশ্লেষণী চিন্তার সামর্থ্য এবং নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পাবে। এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি সেন্টার এবং জিইআইএসটি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন পিটার হাস।

দুই বছরের এই নিবিড় কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি আমেরিকার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবে এবং বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যামূলক চিন্তা ও নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পাবে। এতে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক, চেন্নাই গুয়াংজুসহ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ রুটে ফ্লাইট চালু করছে বিমান

পরিচয় ডেস্ক: চেন্নাই এবং গুয়াংজুসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে ফ্লাইট পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। রাষ্ট্রীয় এই প্রতিষ্ঠানে এয়ারবাসের নতুন ১০টি উড়োজাহাজ যুক্ত হলে রুট সম্প্রসারণ সহজ হবে এবং এতে করে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমন্বিতভাবে ফ্লাইট পরিচালনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে, এমনটিই জানিয়েছেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শফিউল আজিম। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্র জানায়, বিশ্বের ১৯টি গন্তব্যস্থলে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করছে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

'হিন্দু থেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে ভারতে এসেছেন মুসলিমরা,' নয়া 'কাশ্মীর ফাইলস' খুললেন গুলাম নবি আজাদ

পরিচয় ডেস্ক: এবার মুসলিমদের উৎপত্তি নিয়ে বিস্ফোরক গুলাম নবি আজাদ। নয়া কাশ্মীর ফাইলস খুলে দিলেন গুলাম নবি আজাদ। প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ। তাঁর একটা ভিডিয়ো ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে তিনি মূলত ভারতের ইতিহাসে হিন্দু বা মুসলিম ধর্মের এই যে ধারাবাহিকতা সেটা তুলে ধরেছেন। অনেকের মতে কার্যত বিজেপি ও আরএসএস যে সুরে কথা বলেন অনেকটা তেমন সুরই শোনা গিয়েছে ওই প্রাক্তন কংগ্রেস নেতার গলায়। তাঁর মতে সকলেই এই দেশে হিন্দু হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ১৫০০ বছর আগে ইসলাম ধর্ম উঠে এসেছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম আরও প্রাচীন। কিছু মুসলিম হয়তো বাইরে থেকে এসে

মুঘল সেনাতে কাজ করতেন। তারপর অনেকেই হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।

তবে যে ভিডিয়োটি ছড়িয়েছে তার সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। সেই ভিডিয়োতে শোনা গিয়েছে তিনি বলছেন, কাশ্মীরে একটা স্পষ্ট ছবি দেখা যাচ্ছে। সেখানে ৬০০ বছর আগে মূলত কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ছিলেন। পরে অনেকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। এই দিক থেকে আমার মনে হয়েছে যে সকলেই প্রাথমিকভাবে হিন্দুত্বের মধ্যেই ছিলেন। তবে এটা মানতেই হবে যে হিন্দু, মুসলিম, রাজপুত, ব্রাহ্মণ, দলিত, কাশ্মিরী অথবা গুজ্জর আমরা সকলেই এই ভূমিরই অংশ। এই মাটিতেই আমাদের শিকড় রয়েছে। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

"কে কি বললেন"

নিষেধাজ্ঞা-ভিসানীতি কার ওপর প্রয়োগ হয় দেখার অপেক্ষায় আছি - আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশ নিয়ে দিল্লির কূটনৈতিক বার্তা 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক' - বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

দেশটাকে জেলখানা বানাচ্ছে সরকার - জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা জি এম কাদের

দেশের জন্য হাজার বছর জেলে থাকতে রাজি - পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

বাংলাদেশের পটভূমিতে বঙ্গোপসাগরের সামরিক গুরুত্ব কতটুকু?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার এক বক্তৃতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, গণতন্ত্র ও নির্বাচনের নাম করে তারা চায় যাতে করে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে আক্রমণ চালানো যায় এবং তার ভাষায়, 'এই অঞ্চলের দেশগুলোকে ধ্বংস করাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য।' কিন্তু বঙ্গোপসাগর আসলেই সামরিক কৌশলগত দিক থেকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কিনা তা নিয়েই রয়েছে বড় প্রশ্ন এবং বিতর্ক।

তবে প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের পর বঙ্গোপসাগর ইস্যুটি আবারো নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

কিছুদিন আগে সেন্টমার্টিন দ্বীপ যুক্তরাষ্ট্র চায়- এমন আলোচনায় সরগরম ছিলো বাংলাদেশের রাজনীতি।

যদিও যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর পরে বলেছে যে সেন্ট মার্টিন নিয়ে বাংলাদেশে যা বলা হয়েছে তা সঠিক নয় এবং এ দ্বীপটি নেয়ার বিষয়ে দেশটি কখনো কোনো আলোচনা করেনি।

বঙ্গোপসাগরে ভারতের একটি সামরিক মহড়ার দৃশ্য - ছবি : সংগৃহীত

এখন আবার বঙ্গোপসাগর ইস্যুটি আলোচনায় এলেও যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে কখনো এমন কোনো পরিকল্পনা বা আগ্রহের কথা প্রকাশ্যে শোনা যায়নি। কোনো কোনো বিশ্লেষক বলছেন, এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত, কারণ ওই প্রণালী দিয়েই চীনের ৯০ শতাংশ বাণিজ্য হয়ে থাকে।

আবার কেউ বলছেন, এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের মালাক্কা পর্যন্ত আগ্রহ থাকলেও এখন চীনের স্বার্থ ও আগ্রহের কারণে বঙ্গোপসাগরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরেই এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে যুক্তরাষ্ট্র সেন্টমার্টিন বা বঙ্গোপসাগরে একটি সামরিক ঘাঁটি করতে চায়। যদিও এর কোনো দৃশ্যমান তৎপরতা কখনোই দেখা যায়নি। এমনকি কূটনৈতিক পর্যায়েও এমন কোনো চেষ্টা দেখা যায়নি।

এমনকি ১৯৯১ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশের অনুরোধে উদ্ধার অভিযান ও মানবিক সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী 'অপারেশন সি এঞ্জেল' পরিচালনা করতে এলে তখনও এ নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক দেখা দিয়েছিলো।

শেখ হাসিনা যা বলেছেন

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন, ভৌগলিক দিক থেকে ভারত মহাসাগর আর অপরদিকে প্রশান্ত মহাসাগর। এই ভারত মহাসাগরই আমাদের বে অফ বেঙ্গল। এর গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রাচীন যুগ থেকে এই জায়গা দিয়ে সব ব্যবসা বাণিজ্য চলে।

'আমাদের ভারত মহাসাগরে যত দেশ আছে কারো সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক একটা যোগাযোগ পথ। এই জলপথে আন্তর্জাতিকভাবে

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

পান থেকে চুন খসলে ওয়াশিংটন ভিসা নীতির কথা বলে-ওবায়দুল কাদের

পরিচয় ডেস্ক: আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, পৃথিবীর কোনো দেশেই ওয়াশিংটন হস্তক্ষেপ করতে পারে না। শুধুমাত্র বাংলাদেশেই পান থেকে চুন খসলেই আমাদের নিষেধাজ্ঞা দেবে, ভিসা নীতি দেবে- এমন হুমকি ধামকি দেয়। গত ১২ আগষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)। ওবায়দুল কাদের বলেন, গণতন্ত্র আছে বলেই উন্নয়নের মুখ দেখছে বাংলাদেশ।

বিএনপি এর সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করে। দেশের উন্নয়নে তারা প্রশংসা করতে পারে না। সব ক্ষমতার মালিক যেখানে আল্লাহ সেখানে বিএনপি কীভাবে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে নামাবে। আওয়ামী লীগের উন্নয়নে বিএনপি'র অন্তর্জ্বালা। পরাজয়ের ভয়ে বিএনপি একদফা খাদে পড়ে মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বিএনপি'র সমাবেশে নেতাকর্মীদের সংখ্যা কমে গেছে, তাদের মিছিল সমাবেশে দৈর্ঘ্য বেড়েছে, প্রস্থ কমেছে।

তিনি বলেন, মির্জা ফখরুল আর বিএনপি লাফালাফি করে এটার (নিষেধাজ্ঞা) সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করে। দেশের উন্নয়নে তারা প্রশংসা করতে পারে না।

তিনি বলেন, কোথাও প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে না, কী অপরাধ আওয়ামী লীগের, কী অপরাধ গণতন্ত্রের। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ বিএনপিকে

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের লেবাস পরে আছে বললেন মঈন খান

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে আটকে রাখার মাধ্যমে সরকার প্রমাণ করেছে তারা দেশে একদলীয় সরকার কায়েম করেছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের লেবাস পরে আছে। এরা মুখে বলে একটা, কাজ করে আরেকটা।

গত বৃহস্পতিবার (১৭ আগষ্ট) বিএনপির নয়াপল্টন কার্যালয়ের নিচতলায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এক দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।

মঈন খান বলেন, যে মামলায় খালেদা জিয়াকে বন্দী রাখা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কাগজে-কলমে কোনো প্রমাণ নেই। তা শুধু দেশের মানুষই নয়, বিদেশিরাও জানে। আজকে দেশের গণতন্ত্রহীনতা, হাজার হাজার কোটি টাকার লুটপাট ও বিরোধীমতের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের কারণে আজ সারাবিশ্ব বলছে দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে হবে। জনগণের অধিকার জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

তিনি বলেন, সরকার নাকি দেশকে উন্নয়নের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে। তাহলে সরকারের এত ভয় কেনো! উন্নয়ন করে থাকলে তো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগই জয়ী হবার কথা। আসলে তারা উন্নয়নের নামে জনগণের অর্থ লুট করেছে। জনগণের সকল অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, বাঙালির জাতির শত বছরের ইতিহাস বলে গণতন্ত্রকামী মানুষ কখনও মাথা নত করে না। এদেশের মানুষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবে। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং জনগণের সরকার গঠিত হবে।

তিনি বলেন, শহীদ

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে এত ভয় কেন - চরমোনাই পীর

পরিচয় ডেস্ক: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর মুফতি সৈয়দ রেজাউল করিম (চরমোনাই পীর) বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার যদি গত ১৫ বছরে দেশের এত উন্নয়ন করে থাকে তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে এত ভয় কেন? বর্তমানে দেশে ভোটের হিসেবে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন তৃতীয় অবস্থানে আছে। আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে হাতপাখা একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রকাশ পাবে। গত বৃহস্পতিবার (১৭ আগষ্ট) দুপুরে টাঙ্গাইল শহরের সোনার বাংলা কমিউনিটি সেন্টারে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ টাঙ্গাইল সদর উপজেলা শাখার তৃণমূল প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

চরমোনাই পীর বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি বিএনপির। এটা

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

সজীব ওয়াজেদ জয়কে হত্যাচেষ্টা : মাহমুদুর রহমান - শফিক রেহমানসহ ৫ জনের কারাদণ্ড

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় হত্যার ষড়যন্ত্র মামলায় সাংবাদিক শফিক রেহমান ও আমার দেশ পত্রিকার সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুরসহ পাঁচজনকে পৃথক দুই ধারায় ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (১৭ আগস্ট) ঢাকার অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নূরের আদালত এ রায় দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত অন্য আসামিরা হলেন- জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) সহ-সভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ মামুন, তার ছেলে রিজভী আহাম্মেদ ওরফে সিজার এবং যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান ভূঁইয়া। দণ্ডপ্রাপ্তদের এক ধারায় ৫ বছর এবং আরেক ধারায় দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড করা হয়েছে। অনাদায়ে তাদের আরো এক মাস কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। আসামিরা পলাতক রয়েছেন। আদালত তাদের বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। আদালত সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। জানা যায়, ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের আগে যেকোনো সময় থেকে এ পর্যন্ত বিএনপির সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাসের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ মামুনসহ বিএনপি ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটভুক্ত অন্যান্য দলের উচ্চপর্যায়ের নেতারা রাজধানীর পল্টনের জাসাস কার্যালয়ে, আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে, যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার আসামিরা একত্রিত হয়ে যোগসাজশে প্রধানমন্ত্রীর ছেলে ও তার প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে যুক্তরাষ্ট্রে অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। ওই ঘটনায় ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ফজলুর রহমান ২০১৫ সালের ৩ আগস্ট পল্টন মডেল থানায় মামলাটি করেন। ২০১৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক শফিক রেহমানসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ।- নয়াদিগন্ত

পিরোজপুরে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর দাফন

পরিচয় ডেস্ক: দণ্ডপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে পিরোজপুরে দাফন করা হয়েছে।গত মঙ্গলবার (১৫ আগষ্ট) পিরোজপুর শহরে সাঈদী ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে বিকেল ৩টার দিকে বড় ছেলে রফিক বিন সাঈদীর কবরের পাশে সাঈদীকে দাফন করা হয়। এর আগে সকাল ১০টার দিকে সাঈদীর মরদেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স পিরোজপুর পৌঁছায়। তার দুই ছেলে শামীম সাঈদী ও মাসুদ সাঈদী পিরোজপুরে পৌঁছানোর পর দুপুর সোয়া ১টার দিকে সাঈদীর জানাজা হয়।

এদিকে, দণ্ডপ্রাপ্ত

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

হাসিনার পক্ষ নিয়ে অ্যামেরিকাকে বার্তা ভারতের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে শেখ হাসিনার পাশে ভারত। অ্যামেরিকাকে পাঠানো এক কূটনৈতিক বার্তায় অবস্থান স্পষ্ট করেছে ভারত বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সম্প্রতি একাধিক মন্তব্য করেছে অ্যামেরিকা। কিন্তু অ্যামেরিকার অবস্থানের সঙ্গে সহমত নয় ভারত। জি২০ বৈঠকের আগে এক কূটনৈতিক বার্তায় বাংলাদেশ নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে দিল্লি। ভারতের বক্তব্যে কয়েকটি ভাগ আছে।

কূটনৈতিক নোটে ভারত জানিয়েছে, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে ভূরাজনৈতিক দিক থেকে তা ভারত এবং অ্যামেরিকা কারও পক্ষেই সুখকর হবে না। কারণহাসিনার সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে জামাতের মতো সংগঠনের ক্ষমতা বাড়বে বলে মনে করে ভারত। অ্যামেরিকা জামাতকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দেখে। মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে তুলনা করে। কিন্তু ভারত মনে করে জামাত একটি উগ্র মৌলবাদী সংগঠন। ভারতের বার্তায় একথা স্পষ্ট করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের

দীর্ঘ স্থলসীমান্ত আছে। বাংলাদেশে জামাতের মতো সংগঠন শক্তিশালী হলে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা সমস্যার মুখে পড়বে। জামাতের মতো সংগঠনের সঙ্গে পাকিস্তানের নিবিড় যোগ আছে বলেই মনে করে ভারত।

ভারত জানিয়েছে, অ্যামেরিকার মতো ভারতও চায় বাংলাদেশে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক। কিন্তু অ্যামেরিকা সম্প্রতি যে মন্তব্যগুলি করেছে তা বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করে ভারত।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্তা ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল দিল্লি ঘুরে যাওয়ার পরেই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল ভারত। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা হয়েছে ভারতীয় প্রশাসনের।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে জি২০-র বৈঠক শুরু হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও সেখানে আসবেন। এই বৈঠকে বাংলাদেশের নির্বাচন এবং উপমহাদেশের ভূরাজনীতি নিয়ে সমান্তরাল বৈঠক হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। ভারত জি২০-র মঞ্চকে এবিষয়ে আলোচনার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে।

আফগানিস্তানের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছে ভারত। অ্যামেরিকাকে জানানো হয়েছে, যেভাবে আফগানিস্তান থেকে অ্যামেরিকা তাদের ঘাঁটি সরিয়ে নিয়েছে, ভারত তাতে সন্তুষ্ট নয়। এর ফলে উপমহাদেশ অঞ্চলে অস্থিরতার আশঙ্কা বেড়েছে। তালেবান উপমহাদেশের ভূরাজনীতিতে একটি বড়ওথ্রেট হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে ভারত। বস্তুত, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এত উতলা কেন, প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা বিদেশিদের পছন্দ নয়, এত উন্নয়ন তারা নিতে পারছে না বলেই আজ মানবাধিকার-নির্বাচন নিয়ে আমাদের সবক দিতে আসছে। এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী হত্যায় উদ্বেগ দেখিনি, খালেদা জিয়ার ভোট চুরিতে উদ্বেগ দেখিনি; আর এখন নির্বাচন নিয়ে তারা খুব উতলা হয়ে উঠেছে।

বঙ্গবন্ধুর ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে বুধবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) আয়োজিত আওয়ামী লীগের স্মরণসভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০০১ সালে যখন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হত্যা করেছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সেসবের কোনো বিচার হয়নি। তখন তাদের সেই মানবাধিকারের চেতনা কই ছিল। তারাই বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আশ্রয় দিয়েছে। আজ তারা মানবাধিকার-নির্বাচনের সবক নিয়ে আসছে; আমাদের কথা শোনাচ্ছে।

এরশাদ ৪৮ ঘণ্টা ভোটের ফলাফল স্থগিত করেছিল; তখন তো তাদের উদ্বেগ দেখিনি। '৯৬ সালে খালেদা জিয়ার ভুয়া ভোটার নিয়েও তো তাদের কোনো উদ্বেগ দেখিনি। আর এখন নির্বাচন নিয়ে তারা খুব উতলা হয়ে উঠল।'

কারণ হলো, এই বিএনপি তাদের চোখের মণি। এই বিএনপি মানুষ খুন করেছে, গাড়িতে আগুন দিয়েছে, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। এ দেশে যারা ধ্বংসযজ্ঞ চালাল, তাদের সঙ্গে বসতে হবে কেন? আমার মনে হয়, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা তাদের পছন্দ নয়।

এদের উদ্দেশ্য নির্বাচন বা গণতন্ত্র নয়, এরা উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়,' যোগ করেন তিনি। এ সময় অনেক আগে তার যুক্তরাষ্ট্র সফরের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আজ তারা গণতন্ত্রের কথা বলে।

আমি তাদের ওখানে (যুক্তরাষ্ট্র) দেখেছি, গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল। তাদের বলেছি, আমি এমন দেশ (বাংলাদেশ) থেকে এসেছি, যেখানে গভর্নমেন্ট অব দ্য আর্মি, বাই দ্য আর্মি, ফর দ্য আর্মি। আপনারা কীভাবে ওই দলকে সাপোর্ট দেন, যে দল সামরিক সরকারের হাতে তৈরি? আপনাদের চেতনা কি ওই আটলান্টিকের পাড় পর্যন্তই?'

দেশের স্বার্থ বিক্রি করে ক্ষমতায় আসতে চান না দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে নানা রকম চক্রান্ত আছে।

অনেকে এটিকে ব্যবহার করতে চায়। আর এখানে বসে আশপাশে আক্রমণ করবে। আমাদের কিছু আঁতেল আছে। তারা এসব চিন্তা করে কি না জানি না। কিছু উপলব্ধি না করেই দুটো পয়সা পাওয়ার আশায় এদের সঙ্গে সুর মেলায়।

এ বিষয়ে আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। আর আগেও গ্যাস বিক্রির কথা আসছিল, আমি বলেছিলাম, দেশের স্বার্থ বেচে ক্ষমতায় আসতে হবে, এত ক্ষমতালোভী আমি না। আমার বাবাও এমন ছিলেন না।'- সময়নিউজ

ব্রহ্মপুত্রের পানি নিয়ে চীনের কাছে তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: ব্রহ্মপুত্র নদের নিচের অংশে আটটি হাইড্রোইলেকট্রিক বাঁধ তৈরি করেছে এশিয়ার বৃহৎ দেশ চীন। আর এই নদে তৈরি বাঁধগুলো বাংলাদেশের জন্য বিপর্যয়কর হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। আটটি বাঁধের মধ্যে কয়েকটি ইতোমধ্যে চালু হয়ে গেছে। আর বাকিগুলোর কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, এই নদের ওপর চীনের নিয়ন্ত্রণ, লাখ লাখ বাংলাদেশির জন্য ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। এরকম পরিস্থিতিতে পুরো বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ চীনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাবরীন।

বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি ও নদীর ওপর চীনের তৈরি বাঁধ নির্মাণ নিয়ে বাংলাদেশ চীনের কাছ থেকে পর্যাপ্ত তথ্য জানার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশি এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যখন বাংলাদেশের পানির প্রয়োজন হবে না তখন এই নদ দিয়ে অতিরিক্ত পানি চলে আসতে পারে। আর যখন পানির প্রয়োজন হবে তখন এটি শুষ্ক থাকতে পারে। কারণ চীন তাদের সুবিধা অনুযায়ী পানি আটকে রাখা ও ছাড়ার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জানা যায়, চীনের ১৪তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২৫) তথ্য অনুযায়ী, তিব্বতের লিঞ্জাইয়ে অবস্থিত নদের বাঁকে নবম বাঁধটি তৈরি করা হতে পারে। বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় নদীমাতৃক দেশ এবং অর্থনীতিসহ সবদিক দিয়ে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। বাংলাদেশের নদী পাড়ের মানুষ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ভারতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে যা বললেন মমতাজ

টাকা নিয়েও অনুষ্ঠান করতে না যাওয়ায় বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণাসহ একাধিক অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় গত ৯ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে বাংলাদেশি ফোক সম্রাজ্ঞী ও সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমের বিরুদ্ধে। দেশটির মুর্শিদাবাদের অনুষ্ঠান আয়োজক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা শক্তি শঙ্কর বাগচীর দায়ের করা এক মামলায় গায়িকার বিরুদ্ধে এ রায় দেন আদালত।

দেশিয় সংগীতের জনপ্রিয় এ সংগীতশিল্পীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর বেশ আলোচনা শুরু হয় নানা মাধ্যমে। ওই সময় গায়িকা কানাডায় অবস্থান করায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে দেশে ফেরার পর বুধবার (১৬ আগস্ট) ভারতের আদালতের দেয়া সেই রায় নিয়ে কথা বলেছেন মমতাজ।

এ সংগীতশিল্পী ফেসবুক ভেরিফায়েড পেজে এক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, 'আমার প্রিয় এলাকাবাসী ও সারাদেশে আমার গানের ভক্ত আশেকান এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী যারা রয়েছেন, তারা কয়দিন যাবত একটা নিউজের পরিপেক্ষিতে খুব মন খারাপ করে আছেন এবং এটার সত্যতা কতটুকু জানতে চাচ্ছেন। আমি বিদেশ ছিলাম, গত ১৪ আগস্ট দেশে ফিরেই ১৫ আগস্টের জাতীয় শোক দিবস নিয়ে খুব ব্যস্ত সময় কাটাই বলে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার সুযোগ হয়ে উঠেনি।'

ভারতে মামলা থাকার সত্যতা জানিয়ে মমতাজ বলেন, 'হ্যাঁ এ কথা সত্য যে অনেক বছর আগে ভারতে বহরমপুর কোর্টে আমার বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি একটি মিথ্যা বানোয়াট মামলা দায়ের করেন। যার মূল লক্ষ্য ছিল আমাকে ভয় দেখিয়ে কিছু টাকা হাতিয়ে নেয়া। আর ওই ব্যক্তি ছাড়া আমি যেন কারো মাধ্যমে ভারতে কোনো কনসার্ট করতে না পারি। কোনো ডকুমেন্ট ছাড়া ১৪ লাখ টাকা নেয়ার একটি মিথ্যা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের নিরাপত্তা সংলাপ ঢাকায়

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নবম নিরাপত্তা সংলাপ এবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তবে এটি কবে অনুষ্ঠিত হবে তা এখনো ঠিক হয়নি। আসছে নির্বাচনের আগে এই সংলাপে বসতে যাচ্ছেন দুই দেশের কর্মকর্তারা।

গত ১৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র সেহেলী সাবরীন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রতি বছর সেক্টরভিত্তিক বিভিন্ন সংলাপ আয়োজিত হয়ে থাকে। এই নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে উভয় দেশের রাজধানীতে পর্যায়ক্রমে প্রতিবছর নিরাপত্তা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ২০২২ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে অষ্টম যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ নিরাপত্তা সংলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় এর ধারাবাহিকতায় সংলাপের নবম আসর এ বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বলে আমরা আশা করছি।

কবে নাগাদ এই সংলাপ হবে, তার দিনক্ষণ মুখপাত্র না জানালেও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে তা হতে পারে।

ঢাকা-ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক বৈঠকগুলো নিয়মিত নাকি বিশেষ পর্যায়ের-এমন প্রশ্নে মুখপাত্র বলেন, সাম্প্রতিক বৈঠক, সংলাপ কিংবা উভয় দেশের উচ্চপর্যায়ের সফর বিদ্যমান বহুমাত্রিক সম্পর্কের নিয়মিত প্রক্রিয়ারই একটি অংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা তুলে ধরে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ একক রপ্তানি বাজার এবং বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী দেশ। এছাড়া রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রেও তারা সর্বাগ্রে অবস্থান করছে। ফলে একটি গতিশীল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অংশ হিসাবে ঢাকা-ওয়াশিংটনের মধ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আলোচনা হয়ে থাকে।

ব্রহ্মপুত্র নদে চীনের আটটি হাইড্রোইলেকট্রিক বাঁধ নির্মাণের খবরের বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে সেহেলী সাবরীন বলেন, সরকারের কাছে এই বিষয়ক পর্যাপ্ত তথ্য নেই। তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, ব্রহ্মপুত্র নদে চীন ৮টি হাইড্রোইলেকট্রিক বাঁধ দিচ্ছে। বলা হচ্ছে, এতে পানির সুষম বণ্টন হবে না। পর্যাপ্ত পানি না পেলে বাংলাদেশ বিপর্যস্ত হবে। এ নিয়ে বাংলাদেশ চীনের কাছে জানতে চেয়েছে কি? যদি জানতে চায় তাহলে চীনের উত্তর কী?

এ প্রশ্নে সেহেলী বলেন, আমরা এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি, যা পরে জানানো হবে।

পানি বণ্টন নিয়ে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি হওয়ার কোনো আলোচনা শুরু হয়েছে কি না-জানতে চাইলে তিনি বলেন, না, এ বিষয়ে কোনো আলোচনা শুরু হয়নি।

আগামী ডিসেম্বরে বাংলাদেশে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

৭০০ বছরের জেল হতে পারে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বর্তমানে চার মামলায় ৯১টি ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ প্রমাণিত হলে ৭১৭ বছরের বেশি জেল হতে পারে সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্টের।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রথম মামলা হয় নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে। এই মামলায় তার বিরুদ্ধে ৩৪টি অভিযোগ আনা হয়েছে। মূল অভিযোগ ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে অবৈধ সম্পর্কের তথ্য লুকিয়ে রাখতে এক পর্নস্টারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। দীর্ঘ তদন্ত শেষে এই মামলায় ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করেছেন গ্র্যান্ড জুরি। সব অভিযোগের রায় দেওয়া হলে ম্যানহাটন মামলায় ট্রাম্পের জেল হতে পারে সর্বোচ্চ ১৩৬ বছর।

আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম সাবেক কোনো প্রেসিডেন্টের বাড়িতে অপরাধ তদন্তে অভিযান চালানো হয়। আর সেই প্রেসিডেন্টও ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় নথি নিজের কাছে রাখার অভিযোগসহ মোট ৪১টি অভিযোগ গঠন করা হয়েছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। মামলার মূল অভিযোগ হলো গুপ্তচর আইন লঙ্ঘন। এসব অভিযোগ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ সাড়ে চারশ বছর জেলে থাকতে হতে পারে ট্রাম্পকে। ফ্লোরিডার ফেডারেল নথি মামলায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সর্বমোট ৪০টি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। এসব অভিযোগে ট্রাম্পের সর্বোচ্চ ৫৫ বছরের জেল হতে পারে। সবশেষ যুক্তরাষ্ট্রের ২০২০ সালের নির্বাচনে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে পরাজয়ের ফল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। জর্জিয়ার একটি গ্র্যান্ড জুরি গত সোমবার ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করে একটি অভিযোগপত্র জারি করেন।

জর্জিয়ার ফুলটন কাউন্টি গ্র্যান্ড জুরির জারি করা অভিযোগপত্রে ট্রাম্পসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ৪১টি ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলায় সর্বোচ্চ সাড়ে ৭৬ বছর জেল হতে পারে ট্রাম্পের।

ট্রাম্পের নির্বাচনি মামলার শুনানি ৩ বছর পেছানোর অনুরোধ

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচনী ফল পালটে দেওয়ার প্রচেষ্টার অভিযোগ এনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলার শুনানি অন্তত তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন ট্রাম্পের আইনজীবীরা। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনের ফেডারেল আদালতে এ অনুরোধ জানান তারা। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে দায়ের করা ওই মামলায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৪৫ পৃষ্ঠার অভিযোগনামায় মোট ৪টি অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোভুমিথ্যা তথ্য দিয়ে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে জয়ী ঘোষণা করা থেকে কংগ্রেসকে বাধা দেওয়া এবং ভোটের দেওয়া রায় থেকে তাদের বঞ্চিত করা।

মামলার কৌঁসুলিরা বলেছেন, সেই সময় নির্বাচনের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ইচ্ছা করেই নিজের মিথ্যা দাবিকে সত্য বলে প্রচার করতে তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সসহ শীর্ষ ফেডারেল কর্মকর্তাদের চাপ দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ক্যাপিটল হিলে সহিংস হামলা চালাতে সমর্থকদের উসকে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং এভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করেছেন।

মঙ্গলবার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়েছে- 'নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরও পরাজিত প্রার্থী (ট্রাম্প) ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই ২০২০ সালের ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের দুই মাসের বেশি সময় পর তিনি এই বলে মিথ্যা ছড়িয়েছিলেন যে, নির্বাচনের ফলাফলে জালিয়াতি হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই জিতেছেন।'

এ মামলার বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন তানিয়া চুটকান। বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে তার আদালতে হাজির হয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আইনজীবীরা আবেদন জানান, যেন ট্রাম্পের এ মামলার শুনানি তিন বছর পিছিয়ে ২০২৬ সালের এপ্রিলে নির্ধারণ করা হয়। এ আবেদন গৃহীত হলে ট্রাম্পের এ মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে ২০২৪ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচনেরও প্রায় দুই বছর পর।

আদালতে আবেদনের পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ট্রাম্পের অ্যাটর্নি বলেন, 'জনগণের ইচ্ছা হলো ন্যায্য এবং সুষ্ঠু বিচার, তাড়াহুড়োর মধ্যে কোনো রায় নয়।'

তবে এর আগে, এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথ একই দিনে আদালতের কাছে আরজি জানান- এ মামলার শুনানি ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে নির্ধারণ করার আবেদন করেন। এ তারিখ আবার রিপাবলিকান দলের প্রার্থী নির্বাচনের প্রথম দফা ভোটের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে।

২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন জয়ী *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের মামলার বিচারককে হত্যার হুমকি, নারী আটক

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চলমান মামলার বিচারককে হত্যার হুমকি দেওয়ায় গ্রেফতার হয়েছেন তার এক নারী সমর্থক। ২০২০ সালের নির্বাচনে হস্তক্ষেপের চেষ্টার অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে বিচার চলছে সেই বিচারকে সাজানো এবং বানোয়াট উল্লেখ করে ঐ নারী দাবি করেছিলেন যে প্রতিহিংসা থেকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই মামলা করা হয়েছে। ঐ নারীর নাম আবিগেইল জো শেরাই। তার বাড়ি টেক্সাসে। জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট তিনি ওয়াশিংটন ডিসির ডিস্ট্রিক্ট জজ তানিয়া চুটকানের ফোনে একটি ভয়েস মেইল পাঠান। ভয়েস মেইলেও ঐ নারী কৃষ্ণাঙ্গ বিচারক তানিয়াকে বর্ণবাদী নানা কটুক্তি করেন। এরপর তিনি বলেন, আমরা তোমার ওপর নজর রাখছি। আমরা তোমাকে হত্যা করব। তিনি আরো বলেন, কেবল বিচারকরা নয়, যে বা যারাই ট্রাম্পের পথের কাঁটা হবে, তাদেরকেই কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে। তিনি বেশ কয়েক জন কংগ্রেসম্যানকে উদ্দেশ করেও হুমকি দেন।

ঐ নারী তার বার্তায় বিচারকের প্রতি আরো বলেন, আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যদি ট্রাম্প নির্বাচিত না হতে পারেন তবে আপনি বাঁচতে পারবেন না। তাই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিচার বুঝেশুনে করবেন। আমরা আপনাকে শুধু নয়, আপনার পরিবারের সদস্যদেরও হামলার টার্গেট করব।

ধারণা করা হচ্ছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো চলছে তাতে তাকে কারাগারে যেতেই হবে। এসব মামলায় তার সাজা নিশ্চিত। কিন্তু তার সমর্থকরা দাবি করছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তার বিরুদ্ধে এসব বানোয়াট মামলা দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্পকে বিষ মেশানো চিঠি পাঠানোয় নারীর ২২ বছরের কারাদণ্ড

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিষের প্রলেপ দেওয়া চিঠি লেখার অভিযোগে এক নারীকে ২২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তাকে হত্যার চেষ্টায় রিকিন নামের একটি প্রাণঘাতী বিষের প্রলেপ দেওয়া চিঠি পাঠান ওই নারী। শুক্রবার (১৮ আগস্ট) বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অভিযুক্ত ওই নারীর নাম প্যাস্কেল ফেরিয়ার (৫৬)। তিনি কানাডা ও ফ্রান্সের দ্বৈত নাগরিক। তার বিরুদ্ধে চলতি বছরের জানুয়ারিতে জৈব অস্ত্রের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউস ছাড়ার আগে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ট্রাম্পকে হত্যার জন্য বিষাক্ত চিঠি পাঠান প্যাস্কেল। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে টেক্সাসের আরও ৮ আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে চিঠি পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে।

আদালতকে ওই নারী আক্ষেপ করে বলেন, তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি ট্রাম্পকে থামাতে পারেননি। আইনের দীর্ঘপ্রক্রিয়ায় ওই নারী নিজেকে সন্ত্রাসী নয়, অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে দাবি করেন। প্যাস্কেল বলেন, আমি শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমার লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করছিলাম।

ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেসন (এফবিআই) জানিয়েছে, ট্রাম্পকে পাঠানো ওই চিঠিতে নারীর আঙুলের ছাপ রয়েছে। যেখানে তিনি তাকে প্রসিডেন্ট পদ থেকে সরে আসার আহ্বান জানান।

এ ছাড়া চিঠিতে তিনি ট্রাম্পকে অত্যাচারী কুৎসিত ক্লাউন হিসেবে উল্লেখ করেন।

কলাম্বিয়ার ডিস্ট্রিক জাজ দাবনি ফ্রিডরিচ ওই নারীকে ২৬২ মাস বা প্রায় ২২ বছরের কারাদণ্ড দেন। এ ছাড়া সাজাভোগের পর তাকে যুক্তরাষ্ট্রের থেকে নির্বাসনের আদেশ দেন। বিচারক ওই নারীর এ কর্মকাণ্ডকে সম্ভাব্য প্রাণঘাতী হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি এ কর্মকাণ্ডকে ব্যক্তি, সমাজ ও সম্ভাব্য শিকারি ব্যক্তির জন্য হুমকিস্বরূপ বলে মন্তব্য করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ জানিয়েছে, এর আগে ২০১৯ সালে তাকে অবৈধ অস্ত্র বহন ও লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে ১০ সপ্তাহের কারাদণ্ড দেওয়া *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকান ড্রিম' নিয়ে মিথ ভেঙে হার্ভার্ডের শীর্ষ সম্মাননা পেলেন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বসবাস করে নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ 'আমেরিকান ড্রিম' হিসেবে প্রচলিত। এই স্বপ্ন যারা ছুঁতে পেরেছেন এবং যারা এর পেছনে ছুটে বহু বাধার মুখে পড়েছেন, তাঁদের নিয়ে অনেক মিথ বা কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে। তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সেই মিথ ভাঙার জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ সম্মাননা পেয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিক।

রাজ চেটি নামে ভারতীয়আমেরিকান অর্থনীতিবিদ 'জর্জ লেডলি প্রাইজ' নামে ঈর্ষণীয় সম্মাননাটি পেয়েছেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক চেটি গবেষণা সংস্থা অপরচুনিটি ইনসাইটের পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন। অপরচুনিটি ইনসাইট বৈষম্য নিয়ে গবেষণা করে থাকে।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের সিস্টেম বায়োলজির প্রফেসর ও জীববিজ্ঞানী মাইকেল স্প্রিংগারও এই সম্মাননা পেয়েছেন। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

তাইওয়ান প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের হুঁশিয়ারি

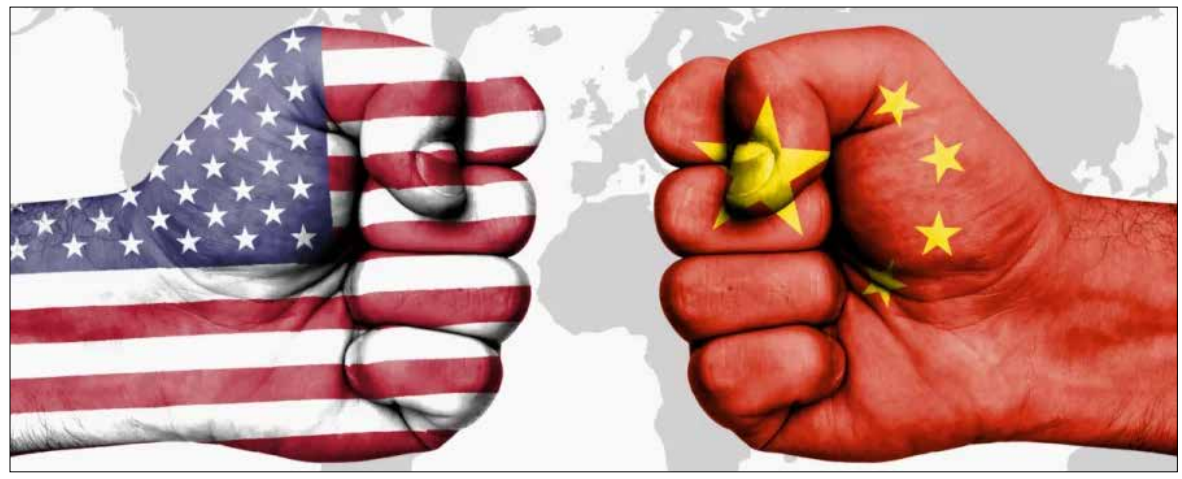

পরিচয় ডেস্ক:চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লি শাংফু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাইওয়ানের বিষয়ে সতর্ক করলেন। আমেরিকার প্রতি তিনি বলেছেন 'আগুন নিয়ে খেলা বন্ধ করুন'। লি বলেন, চীনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাইওয়ানকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। রাশিয়ায় একটি নিরাপত্তা সম্মেলনে বক্তৃতা করার সময় তিনি এ কথা বলেন।

চীন তাইওয়ানকে তার নিজের অংশ বলে দাবি করে আসছে। চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি তাইওয়ানে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও দ্বীপ দেশটির সঙ্গে আমেরিকান হৃদ্যতার নিন্দা জানিয়ে আসছে তারা। তাইপের কাছে মার্কিন অস্ত্র বিক্রির বিরুদ্ধেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে চীন। রাশিয়া এবং তার ঘনিষ্ঠ মিত্র বেলারুশে ছয় দিনের সফর শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মস্কো নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন লি ।

লি তার বক্তব্য রাখার সময় উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে বলেন যে, চীনের সামরিক বাহিনী বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার জন্য বদ্ধপরিকর। শি জিনপিং এর লক্ষ্য বৈশ্বিক নিরাপত্তা স্থিতিশীল করা । আমরা সামরিক নিরাপত্তা কৌশল এবং বিশেষ ক্ষেত্রে পারস্পরিক আস্থা জোরদার করতে অন্যান্য সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক। চীন ও রাশিয়ার মধ্যে সামরিক সম্পর্ক কোনো তৃতীয় পক্ষকে লক্ষ্য করে গড়ে ওঠেনি। সিনহুয়া জানিয়েছে, দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করতে লি তার রুশ প্রতিপক্ষ সের্গেই শোইগুর সঙ্গে দেখা করেছেন।

পাঁচ আমেরিকানের মুক্তির জন্য ইরানকে কোটি কোটি ডলার ফেরত দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: পাঁচ আমেরিকানকে মুক্তির বিনিময়ে ইরানকে কয়েক শ কোটি ডলার ফেরত দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া তেহরানের কিছু নাগরিককেও ফেরত দিচ্ছে ওয়াশিংটন। এজন্য দুই দেশ একটি চুক্তি করতে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে দোহায় পৌঁছেছেন। তারা সেখানে বন্দি বিনিময় করবেন বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ইরানে আটক পাঁচ মার্কিন বন্দির মুক্তির বিনিময়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় জব্দ হওয়া ইরানের প্রাপ্য অর্থ হস্তান্তর করা হতে পারে। গত বৃহস্পতিবার তাদের কারাগার থেকে সরিয়ে গৃহবন্দি হিসেবে রাখা হয়েছে। তেহরানের কুখ্যাত এভিন কারাগার থেকে তাদের মধ্যে চার জনকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে একটি হোটেলে স্থানান্তর করা হয়। এক জনকে কয়েক সপ্তাহ আগেই একটি বাড়িতে নেওয়া হয়েছিল। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেই বন্দি ও তাদের পরিবারের দুঃস্বপ্ন শেষ হচ্ছে বলে আশা প্রকাশ করেন। মার্কিন বন্দিদের প্রতি এমন নরম আচরণের বদলে ইরানও কিছু ছাড় আদায় করতে চলেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে শোনা যাচ্ছে।

গোপন আলোচনা সম্পর্কে অবহিত কয়েক জন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আগাম পদক্ষেপ হিসেবে ইরান শর্ত সাপেক্ষে ৬০০ কোটি ডলারের নাগাল পেতে পারে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে পেট্রোলিয়াম বিক্রি করে প্রাপ্য সেই অর্থ দক্ষিণ কোরিয়ায় *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

হাওয়াইতে ভয়াবহ দাবানলের জন্য দাহ্য প্রজাতির ঘাসকে দায়ী বিশেষজ্ঞদের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপে ভয়াবহ দাবানলে প্রাণ হারিয়েছে ১০০ জনের বেশি। পুড়ে ছাঁই হয়ে গেছে হাজার হাজার ঘরবাড়ি। ঘরছাড়া হয়েছে হাজার হাজার বাসিন্দা। তবে দ্বীপটিতে দাবানল ভয়াবহ আকার ধারন করার জন্য এক প্রকার দাহ্য ঘাসকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এই প্রজাতির ঘাস কয়েক দশক ধরে দ্বীপটিতে বিস্তার লাভ করেছে এবং দাবনলের সময় জ্বালানী হিসেবে কাজ করেছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ধরনের ঘাস ধীরে ধীরে জায়গা দখল করে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি রুক্ষ ভূমিতেও এরা বংশ বিস্তার করতে সক্ষম। দাবানলের ঝুঁকি থাকায় পশ্চিম আমেরিকার জন্য এই ঘাস বর্তমানে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তুশাস্ত্রের অধ্যাপক কার্লা ডি'অ্যান্টোনিও এএফপিকে বলেন, এ জাতীয় ঘাসগুলো খুবই দাহ্য। আগুনের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে উঠে। এমনকি ঘাসগুলো এমন পরিবেশ তৈরি করে যার কারণে আগুন জ্বলার জন্য তা আরও উপযোগী হয়ে উঠে।

৩০ বছরের বেশি সময় ধরে এই প্রজাতি নিয়ে গবেষণা করে আসছেন ডি'অ্যান্টোনিও। তার মতে, ঘাসগুলো মরে যাওয়ার পর তা পচে না গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জায়গাতেই থেকে যায়। একসময় তা হাড়ের মতো শক্ত হয়ে শুকিয়ে যায়।

এই প্রজাতির ঘাসগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই বাফেলগ্রাস, গিনি ঘাস এবং গুড় ঘাস। এরা আফ্রিকা থেকে এসেছে। গবাদি পশুদের চারণভূমি হিসেবে ঘাসগুলো ছড়িয়ে পড়লেও এর বিপদ সম্পর্কে মানুষ সচেতন ছিলনা। যার কারণে ধীরে ধীরে তা এতটা ছড়িয়ে পড়ে।

হাওয়াইতে বিশ্বায়নের ফলে ১৯৯০ এর দশকে আখ চাষে বিপর্যয় নামলে বিশাল আকারের ভূমি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ফলে এই জমিগুলোতে এই প্রজাতির ঘাস ছড়িয়ে পড়ে।

রাশিয়া নিয়ে ইরানকে যে প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার কাছে ড্রোন বিক্রি বন্ধ করতে ইরানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এক ইরানি কর্মকর্তার বরাতে ফিনান্সিয়াল টাইমস বুধবার (১৬ আগষ্ট) এ তথ্য জানিয়েছে। ওই ইরানি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব দিয়েছে, ইরান যদি তাদের সঙ্গে উত্তেজনা প্রশমন করতে চায় এবং অলিখিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায়ড় তাহলে যেন রাশিয়ার কাছে ড্রোন বিক্রি বন্ধ করে দেয়।

এমন সময় এ তথ্য সামনে এল যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান দুই দেশই নিজেদের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন ও পারমাণবিক চুক্তি পুনরায় করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

মার্কিন *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

হাওয়াইতে দাবানলে নিহত বেড়ে ১০৬

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই রাজ্যের মাউই দ্বীপে ভয়াবহ দাবানলে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১০৬ জন হয়েছে। আগুনে মৃতদেহগুলো এতটাই পুড়ে গেছে যে সেগুলো সনাক্ত করা যাচ্ছে না। পরিচয় বের করতে তাই করা হচ্ছে ডিএনএ পরীক্ষা।

হাওয়াইর গভর্নর নিজেও নিহতদের পরিচয় বের করাকে 'কঠিন' বলে মন্তব্য করেছেন। নিখোঁজ স্বজনদের পরিনতি জানতে সব ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন হাওয়াইর মাউই দ্বীপের বাসিন্দারা।

গত মঙ্গলবার (১৫ আগষ্ট) প্রথমবারের মত আগুনে নিহত দুইজনের নাম প্রকাশ করা হয় বলে জানায় বিবিসি। তারা হলেন ৭৪ বছরের রবার্ট ডিকম্যান এবং ৭৯ বছরের বাডি জ্যানটক। কর্তৃপক্ষ আরো তিনজনের পরিচয়ও সনাক্ত করতে পেরেছে। কিন্তু পরিবারকে খবর না দেওয়া পর্যন্ত তাদের নাম প্রকাশ করা হবে না।

এদিকে এখনও প্রতিদিনই মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার হচ্ছে মরদেহ। ১৮৫ অনুসন্ধানকারী মরদেহের সন্ধান করছেন। তাদের সঙ্গে আছে ২০টি কুকুর।

চলমান এই দাবানল এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সব থেকে প্রাণঘাতী দুর্যোগের রেকর্ড করেছে। গত এক শতাব্দীরও বেশি সময়ের মধ্যে এমন ভয়াবহতা দেখেনি দেশটি।

এক্স নিয়ে ইলন মাস্কের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি খুদে ব্লগ লেখার ওয়েবসাইট টুইটারের নাম পরিবর্তন করে 'এক্স' করেছেন ইলন মাস্ক। এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার রেশ কাটতে না কাটতেই এক্সে অ্যাকাউন্ট ব্লক করার সুবিধা বাতিল করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। নতুন এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হলে এক্সে পরিচিত বা অপরিচিত কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট ব্লক করা যাবে না। ফলে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যায় পড়বেন অনেক ব্যবহারকারী।

এক্সে অনুসরণ না করলেও পরিচিত বা অপরিচিত অন্য ব্যক্তিদের পোস্ট দেখা যায়। এসব পোস্টের কারণে অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলো 'মিউট' বা 'ব্লক' করেন অনেকেই। মিউট করলে অবাঞ্ছিত অ্যাকাউন্টগুলোর কোনো পোস্ট বা বার্তা ফিডে দেখা যায় না। অপর দিকে ব্লক করলে পোস্ট বা বার্তা দেখা না যাওয়ার পাশাপাশি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলোর ফিডে নিজেদের পোস্ট বা বার্তা প্রদর্শন হয় না। কিন্তু মাস্কের নতুন এ সিদ্ধান্তের কারণে ভবিষ্যতে এক্সের ব্লক অপশন কাজে লাগিয়ে কোনো ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট ব্লক করা যাবে না। ফলে সেই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরাও নিজেদের করা সব পোস্ট বা বার্তা দেখতে পারবেন।

ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, ব্লক করার সুবিধা মুছে ফেলা হলেও এক্সের ডিরেক্ট মেসেজ বা ডিএম অপশনে এই সুবিধা চালু থাকবে। এর ফলে ভবিষ্যতে অন্যদের পোস্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য এক্সে মিউট অপশন ব্যবহার করতে হবে। ডিএম অপশনে ব্লক করার সুবিধা চালু থাকায় নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি বার্তা আসা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

নতুন এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে এক্সে পোস্ট করা সব বার্তা বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তিদের পাশাপাশি অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরাও দেখতে পারবেন। তবে সরাসরি কোনো বার্তা পাঠাতে পারবেন না তাঁরা। ফলে বার্তা আসা ঠেকানো গেলেও অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের কাছে নিজেদের পোস্টের তথ্য লুকিয়ে রাখা যাবে না।সূত্র: নিউজ১৮ডটকম

ইতিহাসের ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে কানাডা ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় জরুরি অবস্থা

পরিচয় ডেস্ক: ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে কানাডা। দেশজুড়ে সক্রিয় রয়েছে ১ হাজারের বেশি দাবানল। আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমের ব্রিটিশ কলাম্বিয়া থেকে পূর্বের কিউবেক প্রদেশ পর্যন্ত। প্রাণ বাঁচাতে নিজ শহর ছেড়ে পালাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ।ভয়াবহ দাবানলের কারণে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। দাবানলে আরো ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে সতর্ক করেছে প্রশাসন। প্রশাসন জানিয়েছে, 'পরিস্থিতি দ্রুত বেড়েছে এবং সামনের দিনগুলোতে আমাদের অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হচ্ছে।'

প্রসাসন আরো জানিয়েছে, চলতি বছর আমরা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যাওয়ায় আমরা প্রাদেশিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছি। এ আদেশে নির্দিষ্ট এলাকায় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে।

দাবানলের মুখে উত্তর-পশ্চিম কানাডার ইয়োলোনাইফ শহরের অবস্থা বেশ সঙিন। শহরের ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে গেছে আগুন। প্রায় ২০ হাজার মানুষ শহরটি ছেড়ে যাচ্ছেন। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ থেকে বড় অঙ্কের অর্থপাচার হুন্ডিতে

পরিচয় ডেস্ক: পণ্যের দাম বেশি দেখানো বা ওভার ইনভয়েসিং কমলেও ব্যাপকহারে বেড়েছে পণ্যের দাম কম দেখানো বা আন্ডার ইনভয়েসিং। এতে হুন্ডির মাধ্যমে বড় অংকের অর্থ পাচার হচ্ছে বিদেশে। পাশাপাশি দেশ হারাচ্ছে বিপুল রাজস্ব। ব্যাপক সতর্কতা ও সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর ওভার ইনভয়েসিং নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ মুহূর্তে আন্ডার ইনভয়েসিং নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংকগুলোকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে।

বুধবার (১৬ আগষ্ট) বিকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আয়োজিত ব্যাংকার্স সভায় এ নির্দেশ দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, নির্বাহী পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা ছাড়াও সব ব্যাংকের এমডিরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক সাংবাদিকদের জানান, ওভার ইনভয়েসিং নিয়ন্ত্রণে এলেও এখনো আন্ডার ইনভয়েসিং হচ্ছে। সে বিষয়টা গুরুত্বসহকারে পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিরোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিপুল অঙ্কের খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন গভর্নর। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, চলতি বছরের মার্চ শেষে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৬২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যাংক ঋণের ৮ দশমিক ৮০ শতাংশই এখন খেলাপি। গত ডিসেম্বরে এ অঙ্ক ছিল ১ লাখ ২০ হাজার ৬৫৬ কোটি।

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি ব্যাংক ঋণের একক সুদসীমা উঠিয়ে দিয়েছি এবং সেটা সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে সব ব্যাংক। বৈশ্বিক সংকট এখনো বিদ্যমান থাকায় দেশের মূল্যস্ফীতিতে একটি চাপ রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডলার সংকট। সব মিলিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।

এক প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্র বলেন, যেসব ব্যাংক নির্ধারিত রেটের বেশি দামে ডলার বিক্রি করছে তাদেরকে অবজারভেশনের মধ্যে রেখেছি। নিশ্চয় অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ব্যাংকের এমডিদের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ব্যবসায়ীদের লাভের চাপে চ্যাপ্টা বাংলাদেশের মানুষ

উৎপাদন কমেনি, চাহিদাও বাড়েনি। অথচ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চোখে ধুলো দিয়ে নিত্যপণ্য ব্যবসার আড়ালে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটে নিচ্ছেন ব্যবসায়ী-আমদানিকারকেরা। আধিপত্য আর প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে গত দুই অর্থবছরে কৃষিজাত পণ্য ও সেবা, ভোজ্যতেল, চিনি আর মৎস্য-পোলট্রি খাত রাজস্ব-সুবিধা নিয়েছে প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা। বাজারে এসব পণ্যের দাম তো কমেইনি, বরং নানা অজুহাতে বেশি মুনাফা করে ভোক্তার পকেট হাতিয়ে নিয়েছেন আরও কয়েক হাজার কোটি টাকা। প্রণোদনা, ঋণপত্র খোলা, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন ২৩.১৪ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্ষয়ের প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। চলতি আগস্টের প্রথম ১৬ দিনে রিজার্ভ কমেছে প্রায় ২১ কোটি ডলার। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী রিজার্ভ এখন ২৩ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসাবায়ন পদ্ধতিতে রিজার্ভ ২৯ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গতকাল এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গণনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস তথা জুলাই থেকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে ঋণপ্রাপ্তির শর্ত হিসেবেই তা করা হচ্ছে। ২০১২ সাল থেকে আইএমএফের সদস্যদেশগুলো ব্যালান্স অব পেমেন্টস এবং ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (বিপিএম৬) অনুযায়ী রিজার্ভের হিসাবায়ন করে আসছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক তা শুরু করতে সময় নিয়েছে প্রায় এক যুগ। বিপিএম৬ মূলনীতি অনুযায়ী হিসাব করা রিজার্ভও বাংলাদেশের নিট বা প্রকৃত রিজার্ভ নয়। নিট রিজার্ভ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে আইএমএফ থেকে নেয়া এসডিআরসহ স্বল্পমেয়াদি বেশকিছু দায় বাদ দেয়া হয়। সে হিসাবে বাংলাদেশের নিট রিজার্ভের পরিমাণ

এখন ২০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত ৩১ জুলাই বিপিএম৬ অনুযায়ী দেশের রিজার্ভ ছিল ২৩ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলার। আর ১৬ আগস্ট এ রিজার্ভের পরিমাণ ২৩ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। সে হিসাবে আগস্টের প্রথম ১৬ দিনে রিজার্ভে ক্ষয় হয়েছে ২১ কোটি ডলার। তবে গত এক বছরে রিজার্ভে ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষয় হয়েছে।

রিজার্ভ বৃদ্ধির প্রধান উৎস হলো প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। গত মাসের মতো চলতি মাসেও রেমিট্যান্স প্রবাহ বেশ মন্থর। জুলাইয়ে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৯৭ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ কম। চলতি আগস্টেও রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়েনি। আগস্টের প্রথম ১১ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৬৯ কোটি ডলার।

বাজারে সংকট থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার বিক্রি অব্যাহত রেখেছে। ফলে রিজার্ভের পরিমাণও দ্রুত কমছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, ব্যাংকগুলোয় এখনো ডলার সংকট কমেনি। প্রতিদিনই কেনার বিপুল চাহিদা আসছে। কোনো কোনো দিন তা ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রকৃত চাহিদা যাচাই করে তবেই ডলার বিক্রি করছে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

জাপানকে টপকে বিশ্বের শীর্ষ গাড়ি রফতানিকারক হওয়ার পথে চীন

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের শেষ নাগাদ জাপানকে টপকে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ গাড়ি রফতানিকারক দেশ হয়ে উঠতে চলেছে চীন। ঋণমান যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান মুডি'স অ্যানালিটিকসের বরাতে এমন তথ্যই জানিয়েছে সিএনবিসি।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মুডি'স জানিয়েছে, অতিমারি করোনাকালে সবাইকে অবাক করে দিয়ে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গাড়ি রফতানিকারক হয়ে ওঠে। দেশটি ২০২১ সালে সালে দক্ষিণ কোরিয়াকে এবং ২০২২ সালে জার্মানিকে ছাপিয়ে যায়।

এখন চীন বিশ্বের বৃহৎ গাড়ি রফতানিকারক জাপানকে টপকে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বব্যাপী বাড়ছে বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা; দাম কমাচ্ছে টেসলা

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী বাড়ছে বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা। সেই সঙ্গে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও প্রতিযোগিতা বাড়ছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ও বাজার ধরতে বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা যুক্তরাষ্ট্রে এস ও মডেল এক্স গাড়ির নতুন মডেল বিক্রি শুরু করেছে। যা আগের মডেলগুলোর তুলনায় সস্তা। বুধবার (১৬ আগস্ট) টেসলার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো।

এক প্রতিবেদনে সিএবিসি জানায়, সম্প্রতি বাজারে আসা টেসলার দুটি গাড়ির দাম নিয়মিত মডেলগুলোর তুলনায় ১০ হাজার ডলার কম। মূলত বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এ উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

টেসলার ওয়েবসাইট বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাজারে মডেল এক্স গাড়িটি বিক্রি হচ্ছে সর্বনিম্ন ৯৮ হাজার ৪৯০ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA
৩৭তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৩
টরন্টো, কানাডা
অনুভবে চেতনায়
আমাদের বাংলাদেশ
পবন দাস বাউল
বেবি নাজনীন
মমতাজ
সেলিম চৌধুরী
বিন্দু কনা
প্রতিক হাসান
তাহমিনা মিম
তানজিন তিশা
37TH FOBANA
CONVENTION
GRAND SPONSORS
96.4 SPICE FM
CONVENOR
RUSSEL RAHMAN
(647) 886-6427
MD HASAN
(416) 832-9487
SEPTEMBER
1, 2 & 3
DON VALLEY HOTEL
EGLINTON & DON VALLEY PARK HIGHWAY CORNER
TORONTO
Chairman : Giash Ahmed
Chief Advisor : Mahbub Rob Chiwdhury
Chairman Host Committee : Syed Shamsul Alam
Vice Chairman : Azim Dewan
Executive Secretary : Khokon Rahman
বাংলাদেশ, কানাডা ও
আমেরিকার জনপ্রিয়
শিল্পীদের নিয়ে মনমাতানো
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
তিন দিনব্যাপী থাকছে
রকমারি স্টল | ট্যালেন্ট শো | ফ্যাশন শো | সেমিনার | কাব্য জলসা | মেগা কনসার্ট
আয়োজনে ঃ বাংলাদেশ সোসাইটি এস সি
For Hotel Reservation and Direction: +1 416 299 1500

সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার ১০ অর্থ পাচারকারী কারা

সিঙ্গাপুরের কঠোর বার্তা, অবৈধ প্রমাণ হলেই জব্দ হবে সম্পদ

পরিচয় ডেস্ক: নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্থপাচার ও জালিয়াতি বিরোধী অভিযান চালিয়েছে এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর। এই অভিযানে ১০ বিদেশিকে আটক করেছে তারা। বিশাল এ অভিযানে অংশ নেন পুলিশের ৪০০ কর্মকর্তা। বুধবার (১৬ আগস্ট) এক বিবৃতিতে পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার দিনব্যাপী বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ওই বিদেশিদের আটক করা হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত সিঙ্গাপুর বিশ্বের অন্যতম বড় অর্থনৈতিক হাব। আর এটিকে ব্যবহার করে সেখানে অর্থপাচার ও জালিয়াতির বড় চক্র গড়ে তুলেছে অপরাধীরা। এসব অপরাধীদের দমনেই মূলত এ অভিযান চালানো হয়েছে। দেশটিতে এসব অবৈধ কাজ পুরোপুরি নিষিদ্ধ রয়েছে। আর এসব অপরাধের জন্য ১০ বছর পর্যন্ত জেলের বিধানও রয়েছে।

দেশটির বাণিজ্য কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ডেভিড চু ঘোষণা দিয়েছেন, সিঙ্গাপুরে অবৈধভাবে অর্জিত বা অর্থপাচারের মাধ্যমে গড়া সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেলেই সেগুলো জব্দ করা হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, কোনোভাবেই সিঙ্গাপুরকে ব্যবহার করে জালিয়াতি এবং

অর্থপাচারের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করতে দেওয়া হবে না। এসবের প্রমাণ পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'সিঙ্গাপুরকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে অথবা আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে অপরাধ সংঘটিত করা অপরাধী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে।'

অপরাধীদের প্রতি আমাদের বার্তা খুবই সহজড় যদি আপনাদের ধরতে পারি, আমরা আপনাদের গ্রেপ্তার করব। যদি আপনার কাছে অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ পাই, আমরা সেগুলো জব্দ করব। আমরা আইনের সর্বোচ্চটা ব্যবহার করে অপরাধীদের সঙ্গে ডিল করব।'

এসব অপরাধী জুয়াসহ অন্যান্য জালিয়াতি করে অন্য দেশ থেকে অর্থপাচার করে নিয়ে আসতেন। বিশাল এ অভিযানের পর সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, যেসব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অবৈধ অর্থের সন্ধান পাওয়া গেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করছে তারা।

এদিকে এ অভিযানে যারা আটক হয়েছেন তাদের সবাইকে বাংলো ও দামি বাড়ি থেকে ধরা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে দামি গাড়ি, নগদ অর্থ ও *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

কানাডায় ভয়াবহ দাবানল, শহর ছাড়ছে বাসিন্দারা

পরিচয় ডেস্ক: দাবানল দ্রুত কানাডার উত্তরাঞ্চলীয় শহরের দিকে আসতে থাকায় কানাডার ইয়েলোনাইফ শহরের ক্ষুব্ধ অধিবাসীরা উদ্ধারকারী বিমানে আরোহণ করতে পারেনি। বৃহস্পতিবার যারা দীর্ঘ সময় ধরে বিমানে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিল তাদের আবারো শুক্র বা শনিবার চেষ্টা করতে বলেছেন কর্মকর্তারা। একই সাথে দেশটির বড় দুটি এয়ারলাইন্সও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে ভাড়া ও টিকেট পরিবর্তন ফি বাড়িয়ে দেয়ার কারণে।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দাবানলের অবস্থান ছিল ইয়েলোনাইফের ১৫ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে। শনিবার এই আগুন শহরের কাছাকাছি চলে আসতে পারে।

পুরো উত্তর-পশ্চিম ভূখণ্ডে অন্তত ২৪০টি দাবানল তৈরি হয়েছে এবং এটি তার একটি। এ কারণে মঙ্গলবার সেখানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

ওই অঞ্চলটি অনেক বড় ও ঘনবসতিপূর্ণ। ইয়েলোনাইফে প্রায় ২০ হাজার মানুষ বসবাস করে। তাদের সবাইকে শুক্রবার সকালের মধ্যে

শহর ছাড়তে বলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার উদ্ধারকারী বিমানে ওঠার জন্য যেখানে নাম রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছিল সেখানে দেখা গেছে দীর্ঘ লাইন। স্থানীয় একটি স্কুলের বাইরে ওই কার্যক্রম চলছিল।

হালকা বৃষ্টির মধ্যেই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা লোকজনকে সহায়তা করছিল। তাদের হাতে খাবার ও পানি তুলে দিয়েছে তারা।

তবে স্থানীয় সময় দুপুরের মধ্যে সরকারের কমিউনিকেশন বিভাগের ডিরেক্টর অ্যামি কেনেডি জানান, চার শতাধিক মানুষ শহর ছাড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

পানিসংকটে বিশ্বের ২৫% মানুষ

পরিচয় ডেস্ক: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব সংকট বাড়ছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম সুপেয় ও ব্যবহারযোগ্য পানির সংকট। এই সংকট নিয়ে নতুন তথ্য সামনে আনল ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট (ডব্লিউআরআই)। প্রতিষ্ঠানটির নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের জনসংখ্যার একচতুথাংশ অর্থাৎ ২৫ শতাংশ মানুষ চরম পানিসংকটের মধ্যে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত হওয়ায় এই সংকট যে দিনকে দিন বাড়ছে, সেই চিত্র এই প্রতিবেদনে বিস্তারিত উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৬০ সালে পানির যে পরিমাণ চাহিদা ছিল, বর্তমানে তা দ্বিগুণ হয়েছে।

খাদ্য, বন, পানি, জ্বালানি, শহর ও জলবায়ু নিয়ে কাজ করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ডব্লিউআরআই। প্রতিষ্ঠানটির অ্যাকুডাক্ট ওয়াটার রিস্ক অ্যাটলাসের ওই প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে, এখন যে সংখ্যক মানুষ পানির সংকটে রয়েছেন, ২০৫০ সাল নাগাদ এর সঙ্গে আরও ১০০ কোটি মানুষ যুক্ত হবেন।

ওয়ার্ল্ডোমিটারসের দেওয়া তথ্য অনুসারে বিশ্বে এখন ৮০০ কোটি মানুষের বসবাস। অ্যাকুডাক্ট ওয়াটার রিস্ক অ্যাটলাস প্রতিবেদন আমলে নিলে, বর্তমানে ২০০ কোটি মানুষ পানিসংকটে রয়েছেন। আর ২০৫০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে হবে ৩০০ কোটি।

বর্তমানের পানিসংকট নিয়ে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়, পানির চরম সংকটে থাকা মানুষ বলতে এমন মানুষদের বোঝানো হয়েছে, যাঁদের মোট চাহিদার ৮০ শতাংশ পানি আসে পরিশোধিত উৎস থেকে। অর্থাৎ ব্যবহৃত পানি আবারও ব্যবহার উপযোগী করে তাঁরা কাজে লাগিয়ে থাকেন।

অ্যাকুডাক্ট ওয়াটার রিস্ক অ্যাটলাসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে ২৫ শতাংশ মানুষ পানির চরম সংকটে রয়েছেন, তাঁদের বসবাস মাত্র ২৫টি দেশে। পৃথিবীর দুটি অঞ্চলের মানুষ বেশি পানির সংকটে রয়েছেন। এই দুটি অঞ্চল হলো মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় থাকা পাঁচটি দেশ হলো বাহরাইন, সাইপ্রাস, কুয়েত, লেবানন ও ওমান। বলা হচ্ছে, স্বল্প সময়ের জন্য খরা দেখা দিলেও এই দেশগুলোতে ব্যবহার্য পানি প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে আসে।

এই পাঁচটি দেশের বাইরে যে পাঁচটি ঝুঁকিতে রয়েছে সেগুলো হলো সৌদি আরব, চিলি, স্যান ম্যারিনো, বেলজিয়াম ও গ্রিস।

এই প্রতিবেদনের লেখক ও ডব্লিউআরআইয়ের পানি কর্মসূচির প্রধান সামান্থা কুজমা বলেন, 'কোনো বিতর্ক ছাড়াই বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো পানি। তবে আমরা এই সম্পদকে এখনো এমন কোনো ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাইনি, যাতে বোঝা যাবে যে এটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।' তিনি আরও বলেন, 'আমি ১০ বছর ধরেই পানি নিয়ে গভীরভাবে কাজ করছি। হতাশার বিষয় হলো, ১০ বছর ধরেই আমি এই অবস্থাই দেখে আসছি। এর কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে

বিভিন্ন কারণে ব্যবহারযোগ্য পানির চাহিদা বাড়ছে। এর মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। তবে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি কোনো নীতিমালা না নেওয়া এবং এই খাতে কম বিনিয়োগও পানিসংকেটর কারণ বলে উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। বলা হচ্ছে, পানিসংকটে থাকা দুটি অঞ্চল উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

কেপ ভার্দে উপকূলে ৬০ জনের বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যুর আশঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার কেপ ভার্দে উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশী বহনকারী একটি নৌকা পাওয়া গেছে। নৌকাটিতে থাকা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে ৬০ জনের বেশি ব্যক্তির মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। নৌকাটি থেকে শিশুসহ ৩৮ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, তাঁদের উদ্ধার করে কেপ ভার্দের সাল দ্বীপে নেওয়া হচ্ছে। কাউকে কাউকে স্ট্রেচারে করে নেওয়া হচ্ছে। নৌকাটি এক মাসের বেশি সময় ধরে সমুদ্রে ছিল। নৌকাটির আরোহীদের প্রায় সবাই সেনেগাল থেকে এসেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রাণহানি রোধে অভিবাসন বিষয়ে বৈশ্বিক পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন কেপ ভার্দের কর্মকর্তারা। বার্তা সংস্থা এএফপিকে পুলিশ জানিয়েছে, নৌকাটি প্রথম শনাক্ত হয় গত সোমবার (১৪ আগস্ট) ।

প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছিল, নৌকাটি ডুবে গেছে। কিন্তু পরে বলা হয়, নৌকাটিকে সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ জানায়, কাঠ দিয়ে তৈরি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ইউক্রেনের সেনাবাহিনীতে প্রবল দুর্নীতি

পরিচয় ডেস্ক: ইউক্রেনের সেনাবাহিনীতে প্রবল দুর্নীতির তথ্য পাওয়া গেছে। প্রতিটি অঞ্চলে সেনাবাহিনীর নিয়োগ অফিসারকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। ১১২টি ফৌজদারি মামলা রুজু করা হয়েছে।একদিকে যখন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে, ঠিক তখনই দেশের অভ্যন্তরে বিরাট সমস্যার মুখে পড়েছে ইউক্রেন। যে সেনাবাহিনী লড়াই করছে, তার নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে খবর সামনে এসেছে। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি প্রতিটি অঞ্চলের নিয়োগ অফিসারকে বরখাস্ত করেছেন। সব মিলিয়ে ১১২টি ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে।

জেলেনস্কি জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। অন্যদিকে শূন্যপদে সেনা অফিসারদের নিয়োগ করা হবে। যারা যুদ্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অথবা অঙ্গহানি হয়েছে। দেশের জন্য যারা লড়াই করেছেন, একমাত্র তাদেরই এখন ওই পদে বসার অধিকার আছে বলে জানিয়েছেন জেলেনস্কি।

এর আগেও *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

TITLE SPONSOR
GOLDEN AGE HOME CARE
আজকাল
Galaxy media
GRAND SPONSOR
Kochi Konther Asar USA
Musical Night with
MITALI MUKHERJEE
& BADSHA BULBUL
HOST: PRICILA
26 AUGUST, 2023 | 7.30–11.00 PM
VENUE: THE MARY LOUIS ACADEMY
176-21 WEXFORD TERRACE, JAMAICA ESTATES, NY 11432
TICKET PRICE
SILVER: $20.00 | GOLD: $30.00 | PLATINUM: $50.00 | VIP: $100.00
SCAN FOR TICKET
TICKETS AVAILABLE AT:
I HOPE DESIGN, 169-22 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432
DHANSHIRI RESTAURANT, 169-28 HILLSIDE AVENUE, QUEENS, NY 11432
SMART CAFE, 168-45 HILLSIDE AVE., JAMAICA, NY 11432
STYLE WITH ME, 87-48 169TH ST, JAMAICA, NY 11432
KHALIL BIRYANI HOUSE, 1457 UNIONPORT RD, BRONX, NY 10462
GRAM BANGLA RESTAURANT, 7605 101 AVENUE, OZONE PARK, NY
JUST GIVE ME YOUR Smile
save the smile
CO-SPONSOR
SPONSOR
THE GARAGE
FOR MORE INFO: +1 (929) 538-7903
Media Partner:
Rtv
ঠিকানা
Print Partner:
ihope print.com

শ্যাডানফ্রয়েডাহ্-যখন ডার্ক ট্রায়াড

এইচ বি রিতা

আমরা স্বীকার করি বা না করি, যখন আমাদের অপছন্দের ব্যক্তিটি কোনো সমস্যায় পড়েন কিংবা অপছন্দের একজন সহকর্মী যখন প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পন্ন করতে নির্দিষ্ট সময়সীমা মিস করে বিপদে পড়েন, তখন আমরা আড়ালে একটু হাসির জন্য হলেও দায়ী। আমাদেরকে আঘাত করা ব্যক্তিটি যখন কোনো কারণে শাস্তি ভোগ করেন, বিপদের সম্মুখীন হোন, তখন আমাদের মনে একটু হলেও শান্তি আসে। এটার উপযুক্ত একটি ব্যবহারিক শব্দ হতে পারে শ্যাডানফ্রয়েডাহ্। সহজ ভাষায়, শ্যাডানফ্রয়েডাহ্-অন্যের দুর্ভাগ্যের প্রতিক্রিয়ায় আনন্দের মানসিক একটি শান্তি বা অভিজ্ঞতা। শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ (Schadenfreude/ sha-duhn-fro--duh) জার্মান থেকে আক্ষরিক অর্থে 'যধৎস-লড়ু' শব্দটি থেকে অনুবাদ, অর্থাৎ 'ক্ষতির-আনন্দ।' এটি সেই অদ্ভুত আনন্দ যা আমরা অন্য ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের প্রতিক্রিয়ায় অনুভব করি। শব্দটি যেহেতু জার্মানি, তাই উচ্চারণে কিছুটা কঠিন বা গড়মিল হতে পারে।

অন্যদের দুর্দশায় আনন্দিত হওয়াকে অ্যারিস্টটলের সময়ে তিনি epichairekakia বলে অভিহিত করেছিলেন। ফরাসিরা একে বলে 'joie maligne' অর্থাৎ 'ধূর্ত আনন্দ।' ডাচরা বলেন, 'লিডভারমাক' এবং পুরানো জাপানি প্রবাদে বলা হয় 'অন্যদের দুর্ভাগ্য মধুর মতো স্বাদ!'

জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিখ নিটচাহ্-এর দৃষ্টিতে এটি কোনো অর্জিত আনন্দ নয়; এটি কাউকে কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে নয়, কেবল অন্যের কষ্ট 'দেখার' মাধ্যমে পাওয়া আনন্দকে বোঝায়। মনোবিজ্ঞানী এন.টি. ফেদার-এর মতে, শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ প্রাথমিকভাবে ন্যায়বিচার ভিত্তিক। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আমরা অন্য ব্যক্তির দুঃখকষ্ট দেখে আনন্দ পাই তখনই, যখন আমরা মনে করি যে এটি তার প্রাপ্য।

শ্যাডানফ্রেয়েডাহ-এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে নানা মতামত রয়েছে।

এমোরি ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানীদের একটি দল শ্যাডানফ্রয়েডাহ্-কে তিনটি বিভাগের মডেল হিসাবে বর্ণনা করেছেন: ন্যায়বিচার, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আগ্রাসন। এই মডেল তিনটি স্বতন্ত্র প্রেরণার সাথে সম্পর্কযুক্ত: সামাজিক ন্যায়বিচার, স্ব-মূল্যায়ন এবং সামাজিক পরিচয়। ন্যায়বিচার-এ অন্যরা যখন শাস্তি পান তখন আমরা আনন্দ অনুভব করি কারণ আমরা মনে করি এই শাস্তি তাদের প্রাপ্য। প্রতিদ্বন্দ্বিতা-এটি ব্যক্তিগত অর্জন এবং ঈর্ষার সাথে জড়িত। প্রতিপক্ষ যখন খারাপ বা নেতিবাচক পরিস্থিতি ভোগ করেন, সঙ্কটে পড়েন, তখন আমরা আনন্দ অনুভব করি। আগ্রাসন-এ দল পরিচয় জড়িত। আমরা যে গোষ্ঠীতে থাকি তার উন্নতির জন্য অন্যান্য গোষ্ঠীর পরাজয়ের প্রয়োজন হতে পারে। আমরা তখনই আনন্দ বোধ করি যখন একটি বহিরাগত দলের সদস্য, যেমন একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রীড়া দল বা রাজনৈতিক দলের পরাজয় ঘটে বা দলটি কোনো সঙ্কটে পড়ে।

অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা শ্যাডানফ্রয়েডাহ্--কে চারটি শ্রেণিতে বর্ণনা করেছেন: ঘৃনা-বিদ্বেষ, অবিচার, সনাক্তকরণ এবং ক্ষতিপূরণ।

ঘৃণা-বিদ্বেষ-এর সাথে, কোনো ব্যক্তির প্রতি যখন আমাদের অপছন্দের অনুভূতি তৈরি হয় এবং সেই ব্যক্তি যখন দুর্ভাগ্যে পতিত হয়, তখন আমরা আনন্দ অনুভব করি।

অবিচার-এর সাথে, কোনো ব্যক্তির প্রাপ্য শাস্তি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা আনন্দ অনুভব করি।

সনাক্তকরণ-এর সাথে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষতি আমাদের সামাজিক পরিচয়কে বাড়িয়ে তোলে।

ক্ষতিপূরণ-এর সাথে, যখন আমাদের সাথে মন্দ কিছু ঘটে এবং যখন অন্য একজন ব্যক্তি একই মন্দাদশায় পতিত হয়, তখন আমরা আনন্দ অনুভব করি। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই যে, শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ বা অন্যের বিপদে খুশি হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে, কার মধ্যে শ্যাডানফ্রয়েডাহ্-অনুভব করার সম্ভাবনা বেশি এবং এর ক্ষতিকারক ঝুঁকিগুলো কী হতে পারে, তাও এক প্রশ্ন।

গবেষকদের মতে, শ্যাডেনফ্রয়েডাহ্'র তীব্রতা মূলত কম সহানুভূতি ব্যক্তির মাঝে বা অন্যদের প্রতি অমানবিক আচরণের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে চরম এবং সমস্যাযুক্ত হতে পারে, যার পরবর্তীটি প্রায়শই সাইকোপ্যাথি (সহানুভূতি এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণের অভাব), নার্সিসিজম (আত্মকেন্দ্রিকতা এবং অহংকারী চিন্তাভাবনা), এবং ম্যাকেভেলিয়ানিজম (চাতুরতা এবং কারসাজির মাধ্যমে ক্ষমতা অন্বেষণ) এর 'ডার্ক ট্রায়াড' অবস্থার সাথে জড়িত। মনোবিজ্ঞানীরা শ্যাডেনফ্রয়েডাহ্ এবং ডার্ক ট্রায়াড বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংযোগ অন্বেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন, বিশেষ করে সাইকোপ্যাথিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সহানুভূতির অভাবে অন্যের বেদনা থেকে আনন্দ পেতে পারে কিংবা অন্যের উপর যন্ত্রণা সৃষ্টি করে আনন্দ অনুভব করতে পারে। গবেষণা দেখায় যে, শ্যাডেনফ্রয়েডাহ্'র তীব্রতা ডার্ক ট্রায়াড বৈশিষ্ট্য এবং দুঃখজনক প্রবণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গবেষকরা প্রস্তাব করেন যে, শ্যাডানফ্রয়েডাহ্- অনুভূতির জন্য আমাদের বুঝতে হবে যে কার ব্যর্থতায় আমরা হাসছি বা খুশি হচ্ছি। এমোরি ইউনিভার্সিটির ডক্টর অফ ফিলোসোফি শেনশেং ওয়াং ব্যাখ্যা করেছেন এটিকে এভাবে-"লোকেরা যখন শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন তারা এমন একটি (অস্থায়ী) মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়, যা উচ্চতর মাত্রার সাইকোপ্যাথিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। উপলব্ধিকারী, একজন সাইকোপ্যাথের মতো কিছু পরিস্থিতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, ভিকটিমকে নিপীড়ন করার প্রবণতা রাখে, সাময়িকভাবে ভিকটিমের মন শনাক্ত করার প্রেরণা হারিয়ে ফেলে, যা অনেকটা সাইকোপ্যাথের মতোই।"

তারা আরও পরামর্শ দেয় যে, অমানবিককরণ, শ্যাডানফ্রয়েডাহ্-এর মৌলিক দিক হতে পারে, তবে এটি প্রমাণ করার আগে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ নিয়ে গবেষকরা আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, কম আত্মসম্মান সম্পন্ন লোকেরা যখন অন্য লোকেদের ব্যর্থ হতে দেখে তখন তাদের শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ অনুভব করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এর কারণ হলো, অন্যদের সাফল্য তাদের আত্মবোধের জন্য হুমকি হতে পারে। তাই অন্যের পতন তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়।

অন্যভাবে বলতে গেলে, ঈর্ষা শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ এর সাথে সংযুক্ত। ঈর্ষা একটি হতাশাবাদী প্রবণতা, নেতিবাচক আবেগ যা আমাদের অন্য ব্যক্তির থেকে নিকৃষ্ট বোধ করায়। আমরা নিজেদের অস্তিত্ব ও অবস্থান নিয়ে অনিরাপদবোধ করি। আমরা যে ব্যক্তিটির মতো হতে চাই বা অবস্থানে যেতে চাই, সেই ব্যক্তিটি যখন বিপদ পড়ে বা হতাশার পড়ে, তখন সেই পতন তাদের প্রতি আমাদের ঈর্ষা কমিয়ে দেয় এবং আমরা স্বস্তি পাই। কারণ যখন তারা সামাজিক মর্যাদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন আমাদের আত্ম-মূল্যায়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যায় এবং তাদের দুর্ভাগ্যে আমরা আরও ভালোবোধ করি। এইভাবে, ঈর্শা শ্যাডানফ্রয়েডাহ্-এর জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।

শ্যাডানফ্রয়েডাহ্- এবং সহানুভূতির মধ্যে সংযোগের বিষয়টি অনেক গবেষকদের কাছে অধ্যয়নের চলমান বিষয়। মনোবৈজ্ঞানিকরা উল্লেখ করেন যে, সহানুভূতির অনুপস্থিতে শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ বোধ আসে।

তার মানে, শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ অনুভব করা প্রত্যেকেই সাইকোপ্যাথ? অবশ্যয়ই না। শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ এর উপর আরেকটি গবেষণার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, ডঃ মিনা সিকারা ব্যাখ্যা করেছেন যে "সহানুভূতির অভাব সবসময় রোগগত হয় না। এবং শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ মানুষের একটি প্রতিক্রিয়া মাত্র যা সবাই অনুভব করে না। কিন্তু আমাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ করে। আপনি কারো প্রতি সামান্য ঈর্ষান্বিত হলেন বা কারো ব্যর্থতায় একটু হাসলেন, তার অর্থ এই নয় যে আপনি সাইকোপ্যাথ যাচ্ছেন। তবে আপনি যদি নিয়মিত শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ অনুভব করেন এবং এটা আপনাকে উত্তেজিত করে বা নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবে আপনার উদ্বিগ্ন হওয়া দরকার।"

জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, বিবর্তন এবং প্রাণী আচরণে বিশেষজ্ঞ কারিন আকরে'র লেখা "schadenfreude" আর্টিক্যালে জানা যায়, নিউরোবায়োলজিস্টরা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করেছেন যা শ্যাডানফ্রয়েডাহ্'র সাথে সম্পর্কিত এবং এটিকে সম্পর্কিত আবেগ থেকে আলাদা করা হয়। ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (ভগজও) থেকে সংগৃহীত চিত্র দেখায় যে অগ্রবর্তী সিঙ্গুলেট কর্টেক্স (ACC), যা মস্তিষ্কের গোলার্ধের মধ্যবর্তী পৃষ্ঠে অবস্থিত এবং লিম্বিক সিস্টেমকে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের সাথে সংযুক্ত করে, তখনই সক্রিয় হয় যখন লোকেরা ঈর্ষাবোধ করে। এই এলাকাটি দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক ব্যথার সাথেও যুক্ত, এবং এটি এমন পরিস্থিতিতে সক্রিয় হয় যেখানে একজন ব্যক্তি ক্রীড়া দল হারায়। যখন লোকেরা দুর্ভাগ্য বা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ক্ষতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির শ্যাডানফ্রয়েডাহ্-এর রিপোর্ট করেছিল, তখন ভেন্ট্রাল স্ট্রাইটাম (মস্তিষ্কের অংশটি কানের পিছনে অবস্থিত) সক্রিয় হয়েছিল। অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, সামাজিক জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত মস্তিষ্কের ক্ষেত্রগুলি সহানুভূতি এবং শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ এর সময় একইভাবে সক্রিয় ছিল, তবে শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ এর সাথে নিউক্লিয়াস অ্যাকম্বেন্সগুলি (যা ভেন্ট্রাল স্ট্রাইটামের মধ্যে অবস্থিত) আরও সক্রিয় ছিল। অধিকন্তু, ইমপেয়ার্ড ভেন্ট্রাল স্ট্রাইটামের রোগীদের শ্যাডানফ্রয়েডাহ্'র নিম্ন স্তরের অভিজ্ঞতা দেখানো হয়েছে। শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যেও ঘটতে দেখা গেছে, এবং প্রায় প্রত্যেকেই তাদের জীবনে কিছু মাত্রায় এটি অনুভব করতে পারেন। তবে স্বতন্ত্র পার্থক্য আছে। এটি কম আত্মসম্মানযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশি সক্রিয় হতে দেখা গেছে।

অনলাইন আচরণে শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ এর ভূমিকা রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞাপনদাতা ও মনোবিজ্ঞানীদের আগ্রহের একটি বিষয়ে। অনলাইন আচরণে শ্যাডানফ্রয়েডাহ্'র উপস্থিতি নথিভুক্ত করার পর জানা গেছে, অনলাইন আচরণ শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ প্রদর্শন করে এবং যারা দুর্বল আত্মসম্মানবোধ নিয়ে থাকে, তারা অন্য লোকের ভুলের হিসাব খোঁজার জন্য বেশি সময় ব্যয় করে। এর একটি কারণ হতে পারে, সহানুভূতির অভাব, কারণ বাধা পর্দা আমাদেরকে অন্যদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থেকে বিরত রাখে। এছাড়াও, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টগুলো কখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করে করা হয়, এবং অন্যদেরকে পোস্টগুলো, মন্তব্যগুলোর পার্থক্যগুলিকে দ্রুত মূল্যায়ন করার ক্ষমতা দেয়, যা শ্যাডোনফ্রয়েডাহ্'র প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করতে পারে।

শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ নিয়ে বহু গবেষণা তর্ক বিতর্ক রয়েছে। মূলত, শ্যাডানফ্রয়েডাহ্-সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যেই আছে। কারণে অকারণে অন্যদের দুর্দশায় অনেকেই খুশি হোন। আবার কেউ কেউ শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ এবং সহানুভূতির অনুভূতি-উভয় দ্বারাই প্রভাবিত। আমাদের কেবল সীমা চিহ্নিত করতে হবে এবং অহংকার প্রবৃত্তি, ঈর্ষাবোধকে সামাজিক স্বভাব থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তবে অবশ্যয়ই কারো মধ্যে যদি শ্যাডানফ্রয়েডাহ্ তীব্র আকারে পরিলক্ষিত হয় যা ব্যক্তির ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে সেটা ডার্ক ট্রায়াড বৈশিষ্টে রূপান্তরিত হবার আগেই সঠিক পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য কাউন্সেলিং বা চিকিৎসক এর শরণাপন্ন হওয়া দরকার। নিউ ইয়র্ক আগষ্ট ২০২

সৈয়দ কামরুল এর কবিতা

১

বেদী চাই অথৈ আলোর সকাল
(চন্দ্রমৌলি গ্রীবায় লিখি যমজ ম্যাড্রিগাল -
শ্রেষ্ঠ সুহৃদ, রাফিয়াতুল নিশাত কে)
জলবতী মেঘডানা ছিড়ে গর্ভবতী বৃষ্টিভার ঝরে
অঝোর জর্জর -
তোমার লাজুক ঝিনুক সিন্দুকে প্রিয় বিষ।
শিল্প সঙ্গমে জাগুক যামিনী উষ্ণীষ
দাহ চৌচির জমিনে বাজুক সিম্ফনি সুর শততার সম্ভর।

ভরে গেলে গ্যারিসন ছুটে যায় বিপুল আগুন
দূরের পালঙ্ক বালিশে স্বপ্নময় ঘুমে,
শিশুর দোলনায়,
পিতার ঢুলুনী চোখে,
ওডেসার সিঁড়ির মতো বত্রিশ ধানমন্ডি সিঁড়িতে,
অনেক আকাশ পোড়ে ডানার পালকে ওড়ে
ইনফার্নো দীঘল আগুন -
"হেল্প ইজ অন দ্য ওয়ে" -
চিরকাল কল্যাণের নামে ছোটে রাষ্ট্রবিজ্ঞান
আগুনে কামানে মোড়া পেন্টাটুস কনভয়।

দেখছো না গায়ে আগুন নিয়ে নগর ছুটছে অরণ্যের দিকে
বনভূমি পুড়ছে সবুজ ছাই
সমুদ্র বোঝাই টর্পেডো ডুবো ড্রোন -
বেসামাল জল, ভয়ার্ত পাতাল
মাশরুম মেঘে টলোমল জল খুঁজছে ঠাঁই
অতিকায় তিমি কাঁন্দে পসিডন জলের জিকিরে নবী খোয়াজ খিজির।
শব্দভূক সীসা ঢেলে বধির করেছি কান -
প্রতীকে, পর্দায় ঢেকে রাগীমুখ কাটাই নির্বোধ কাল
তোমার বুকে চাই জননীর মানবিক জায়নামাজ -
বেদী চাই অথৈ অরোরা সকাল।
উপুড় স্থাপিত মুখ পিনোন্নত সরোজে লুকাই।

রোদের ফুলের মতো কপালে পরে নাও সান্দ্র বিকাল
লাক্ষা পায়রার মতো নেচে যাক ফুলেল শাড়ির পাড়
টিউলিপ পাপড়ির মতো চুম্বনযোগ্য পায়ের পয়ার
মেলে দাও স্বর্গ সিঁড়ির ধাপ
চন্দ্রমৌলি গ্রীবায় লিখি যমজ ম্যাড্রিগাল।
ড্রেনের ঝর্ণায় রক্তভূক জোঁকের সাঁতার ছেড়ে
নিটোল নীল লাগুন জলে ডুবে যাই।

কাল সকালে কেউ চড়াবে ন্যুকে আগুনের অন্ধকার -
শ্মশানের গন্ধের মতো উড়বে পোড়া মানুষের ছাই
পোড়ামাটি সন্ধ্যায় উড়বে না সুদর্শনা
মাতিসের নগ্ননীল জ্যামিতির বাঁক,
গোলাপ উরুর ওম।

২.

না অর্জুন না একলব্য

চাঁনমারি করিনি কখনো - দ্রোণে কেটে দিইনি আঙুল,
দেবতার পায়ে দক্ষিণা প্রতুল।
যে যাবে যাক যুদ্ধ কি জঙ্গলে সাধক
আনত যে হবে হোক বৈশ্য একলব্য
গান্ডিব পড়ে থাক অন্ধ বাউলের কান্ধে।
তোমার যুদ্ধে আমার নেই কোন সায়।
যুদ্ধ ছিল না কখনো জনযুদ্ধ জয়।
কার জন্য যুদ্ধ তবে - যুদ্ধ মহাকাব্য!

আনত যে হবে হোক বৈশ্য একলব্য।
রবীন্দ্রনাথের মতো বানাবো নৌকো।
জলে শুয়ে বলাকার প্রতীকে,পর্দায়
লিখব শ্লোক পলায়নবাদী কাব্য;

প্রেম ও দাসত্ব চিরকাল চায় রক্তের টিপসই।
লুসিফার চেয়েছিল দাসখতে ফস্টাসের রক্ত।
কাটি যদি কাটবো আঙুল একছত্র প্রেমপত্র লিখিবার তরে।
লিখবো সে হোকনা মেঘ অথবা আশরীর সিম্যানটিক্স।
ট্রয়ের হেলেন নয় -
নেবো সেমন্তির সকাল ছড়ানো চোখ।
উত্তরের আকাশ নয় -নেবো সেমন্তির আলোর আভোর -
সিজদার মতো নমিত চুমুক নেবো জোয়ারপ্রবণ বুক।
না-রুমি না-যামি
ঘর ছেড়ে আসি আমি বুনো খিদে গন্দমের পাপ!
পাপের দুহাতে খুলবো নীল দরোজার কপাট
যতোই পরাও হাতে হাতকড়া
ঢালো গালে নীল হ্যামলক।

অচল জলের খেয়া
মানব, তুমি খুব বেশী কথা বলো। স্বরাঘাত মানো না মীড়,
কথার সংগীত, গমক কি গিটিকিরি।
চিৎকারে, শীৎকারে ভাঙাও পিঁপড়েরও ঘুম।
পাখির কূজন থামে থতোমতো রাত
চিতার দৌড়ের মতো ছোটে বন ইনসমনিয়া
বন ডাকাতের কুড়োল কাটে সবুজ তরুর তনু।
সবুজের গায় পরাও মরুর দাহ
মাশরুম মেঘে আন্ধারমানিকে রোদ -
উধাও মৌচাক
ফেরারি গুঞ্জরার মতো প্রলীন পূর্নিমা!
জলে জ্বলে ফসফরাস জলের সন্ত্রাস।
সামরিক খননে যায় থেমে লাব্রাডার স্রোত।
ক্যান্সারে কাঁন্দে অতিকায় তিমি - কাঁন্দে গহীন জল।
জলের নিতলে নেই জলনবী খোয়াজ খিজির।
তেজী মাঝির বাজুর বৈঠা কাটে না তীব্র ঢেউ
রাক্ষস চুমুকে অহি করে পান অভিসারী নদী।
আমার তো নেই ইন্দ্রের মতো বজ্রবোঝাই ঝড়
রিক্সার চাকা ধূধূ বেয়ে যায় বালিয়াড়ি -
ছোটে স্মৃতি জলমহল অচল জলের খেয়াতরী।

অনুভবে অনুধ্যানে বঙ্গবন্ধু

যতীন সরকার

১৯৭৫ সালের কথা। সেই বছরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন এ রকম একটি খবর জানতে পারলাম। প্রতিদিন সকালে আমরা খবর শুনতাম। সে দিনও সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আমি রেডিওর নক ঘোরাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর কানে এল। সেই কর্কশ কণ্ঠের লোকটির নামও শুনলাম, মেজর ডালিম। সেই মেজর ডালিম বারবার জানিয়ে লিখছে রক্তহীন করা সেই খবর শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।

আমি তখন ময়মনসিংহ নাসিরাবাদ কলেজে শিক্ষকতা করি এবং পণ্ডিতপাড়ায় থাকি। খবরটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় আমার কণ্ঠ থেকে একটি আর্তচিৎকার বেরিয়ে এসেছিল। বাড়ির সবাই কী হয়েছে, কী হয়েছে বলে আমার পাশে এসে জড়ো হলো। আমার পাশের ঘরের বাসিন্দা এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় প্রসন্ন দে বললেন, তুমি এখনই বাসা ছেড়ে চলে যাও, মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই ধরপাকড় শুরু হবে। বাসায় থাকা তোমার জন্য এখন মোটেই নিরাপদ নয়। আমার পরিবারের সব সদস্যের একই কথা, সবাই আমাকে টেলে তুলে বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমার অগ্রজ বন্ধু কবি আশুতোষ পালের বাসায় গিয়ে উঠলাম। কবি আশুতোষ পাল নিতান্তই অরাজনৈতিক একজন মানুষ। তাই তার বাসায় থাকা হয়তো অনেকটা নিরাপদ এই রকম ভাবলাম। আশুতোষ বাবুর বাসায় একটি নির্জন কামরায় একমাত্র সঙ্গী আমার এক ব্যান্ডের রেডিওটি। আশুতোষ বাবু একটু পর পর বাহিরে যান আর ফিরে এসে আমাকে শহরের খবরাখবর জানান। যদিও রেডিওর খবরে শোনা যাচ্ছে যে সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। তবুও ময়মনসিংহ শহরের রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা বন্ধ হয়নি, প্রায় সব দোকানপাট খোলা। রাস্তায় পুলিশ বা মিলিটারিরও আনাগোনা নেই। সকাল ৮টার মধ্যে জানা গেল যে, সামরিক বাহিনী দেশের সর্বময় ক্ষমতা দখল করেছে। কিন্তু নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিটি সামরিক বাহিনীর কেউ নয়। তার নাম খন্দকার মোশতাক আহমেদ।

আগের দিন পর্যন্ত তাকে আমরা জানতাম বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী বলে। আজ সকালে শুনি সেই খন্দকারই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। আশুতোষ বাবু আমার কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে বললেন, খন্দকার নয় খুনকার। আশুতোষ বাবুর সঙ্গে আমিও একমত হই। হে আমি বলি পরে হয়তো বঙ্গবন্ধুর হত্যার পূঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বা সব খবর জানা যাবে। তবে এই মুহূর্তে আমরা ধরে নিতে পারি মোশতাকই আসল খুনি। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার অনেক পরে সে হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে অনেক কথা জানা গেছে। এ নিয়ে অনেক বিভ্রান্তির চেষ্টাও চলছে। স্বঘোষিত খুনিদের জবানবন্দিও আমরা পেয়েছি। তবুও তাৎক্ষণিকভাবে সেদিন যে খন্দকার মোশতাকই আসল খুনি বলে ধারণা করে নিয়েছিলাম সেই ধারণা অর্থাৎ খন্দকার মোশতাকই যে আসল খুনি এটা মোটেই ভুল ছিল না। সে কথা তো নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার ২৩ বছর পর ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত 'বাঙালির ইতিহাস' বইয়ে এক জায়গায় ডক্টর মুহাম্মদ হান্নান লিখেছেন, আমি হান্নানের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, আগস্টে ক্যু করে যারা ক্ষমতায় এসেছিল, তারা জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসেনি। এসেছিল বন্দুকের জোরে। যদিও দেখা গেল, মন্ত্রিসভা ও রাষ্ট্রপতির আসনে বসে আছেন আওয়ামী লীগের নেতারা। যেমন খন্দকার মোশতাক ও শাহ্ মোয়াজ্জেমের মতো কতিপয় রাজনীতিবিদ। অর্থাৎ এই গ্রুপটি ছিল আওয়ামী লীগের সেই অংশ, যারা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ব্যর্থ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ছিলেন নেতৃত্ব-লড়াইয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পরাজিত রাজনীতিক। ১৯৩৬ সালে শেখ মুজিব ছয় দফা ঘোষণা করলে পাকিস্তানপন্থি খন্দকার মোশতাক তার বিরোধিতা করেছিলেন এবং ছয় দফাপন্থি আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে গিয়ে পিডিএমপন্থি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন। পরে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব স্বীকার করে ছয় দফাপন্থি আওয়ামী লীগে ফিরে এসেছিলেন। বহুদিন পর খন্দকার মোশতাক বঙ্গবন্ধুকে নির্মম হত্যা করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার কঠিন প্রতিশোধ নেয়- ডক্টর মুহাম্মদ হান্নানের এই কথাগুলো অপ্রিয় হলেও অত্যন্ত সত্য। যারা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ব্যর্থ হয়েছিল, কেবল তারাই যদি বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে মন্ত্রিসভা ও রাষ্ট্রপতির আসনে বসে থাকতে বঙ্গবন্ধু ঘনিষ্ঠ অনুসারী বলে যারা পরিচিত তাদের কাউকে যদি খুনি মোশতাকের মন্ত্রিসভায় দেখা না যেত। কিন্তু তেমনটি হলো না, হতে পারল না।

১৫ আগস্টে সকালে বেতারে মেজর ডালিমের ঘোষণা শুনে আকর্ষিত ধাক্কায় সারা দেশের মানুষ একেবারে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। কবি আশুতোষ পাল ময়মনসিংহ শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এসে বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবরটি প্রায় কেউই বিশ্বাস করছে না। অনেকের ধারণা, কোনো একটি বিদ্রোহীগোষ্ঠী বাংলাদেশের বেতার কেন্দ্রটি দখল করে নিয়েছে মাত্র। বেতার থেকে যা বলা হচ্ছে তা একেবারেই অবিশ্বাস্য। আমি বলি সবাই নিশ্চয়ই এ রকম ভাবছে না। আশুতোষ বাবু বললেন- না, সবাই এ রকম ভাবছে না বটে তবে একটা ক্যু হয়েছে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

রক্তঝরা ১৫ আগস্টের আন্তর্জাতিক পটভূমি

ইকরাম আহমেদ

১৫ আগস্ট ১৯৭৫, সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য সর্বাপেক্ষা গ্লানিময় একটি কালো দিন। এই দিনে নৃশংস ও কাপুরুষোচিতভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয় বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। হত্যা করা হয় ধানমন্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর সড়কের নিজ বাসভবনে, যেখান থেকে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলার আপামর জনসাধারণকে, তাদের পরম আরাধ্য স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার সংগ্রামে। ঘাতকের বুলেট শুধু বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। অল্পকালের মধ্যেই জেলের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে হত্যা করা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি নেতৃত্ব দানকারী জাতীয় ৪ নেতাকে। এর মাধ্যমে ঘাতক চক্র বাংলার স্বাধীনতার চেতনাকেই চিরতরে বিনষ্ট করতে চেয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই অনেক প্রবীণ রাজনীতিকের মধ্যে বিরাজমান বিভ্রান্তি সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু দ্বি-জাতিতত্ত্বের অসারতা অনুধাবন করেন এবং বাঙালি জাতিসত্তার স্বাধীন প্রকাশ ও বিকাশে তৎপর হয়ে ওঠেন। এই সময়েই পুঁজিবাদের অনুসারী নয়া উপনিবেশবাদ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন খেলা শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পশ্চিমা বিশ্ব কম্যুনিজমকে প্রতিহত করার অজুহাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে দুটি আঞ্চলিক জোট গঠন করে। একটি হচ্ছে 'সাউথ ইস্ট এশিয়ান ট্রিটি অর্গানাইজেশন-সিয়াটো', অপরটি মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক 'সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন-সেন্টো' বা বাগদাদ প্যাক্ট। সেপ্টেম্বর ১৯৫৪-তে গঠিত সিয়াটোর সদস্য ছিল আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও পাকিস্তান। সিয়াটো বা সেন্টো বিষয়ে এ পর্যায়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে শুধু এতটুকু বলা চলে, ১৯৭০ সালে ভিয়েতনামে আমেরিকার সামরিক পরাজয়ের পরে সিয়াটো এবং ইরানের বিপ্লবের পর সেন্টোর স্বাভাবিক অবলুপ্তি ঘটে। সিয়াটো এবং সেন্টো সম্পর্কে ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোকপাত থেকে এটাই প্রতীয়মান, জোট দুটি সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের কোনোরূপ স্বার্থ রক্ষা নয় বরং পশ্চিমা নয়া উপনিবেশবাদ এবং এ অঞ্চলে তাদের ওপর নির্ভরশীল কতিপয় স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই পশ্চিমাদের মদদে গঠিত দুটি মেকি জোট ছিল। অবশ্য কোল্ড ওয়ার এবং কোথাও কোথাও প্রক্সি ওয়ারের ঢাল হিসেবে জোট দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই জোট দুটি গঠিত হওয়ার সময় থেকেই এই বাস্তবতা দিবালোকের মতো পরিস্ফুট থাকলেও তৎকালীন এদেশীয় প্রবীণ নেতা অনেকেই এই জোটগুলোতে পাকিস্তানের অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেননি। বরং সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতা এর প্রতি সমর্থন জানান। কিন্তু বাংলার উদীয়মান নেতা শেখ মুজিব অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে তাঁর এককালের রাজনৈতিক গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পক্ষাবলম্বন না করে এর সরাসরি বিরোধিতা করেন। ফলে তিনি বিরাগভাজন হন পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তার। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে সম্যক অবহিত জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিব শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি এমনকি তৎকালীন পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করে জাতীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করে বাংলার কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তখন শহর-বন্দর গ্রামের সর্বপ্রান্ত চষে বেড়িয়েছেন জনমানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার

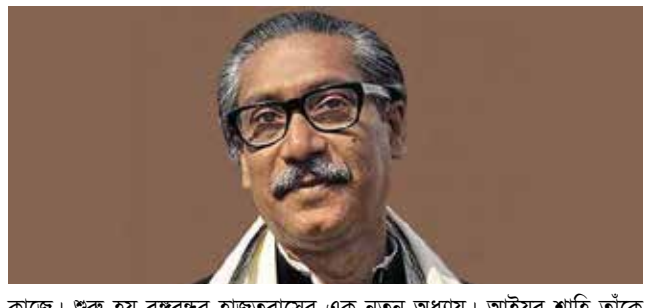

কাজে। শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর হাজতবাসের এক নতুন অধ্যায়। আইয়ুব শাহি তাঁকে যতবার যেখান থেকেই গ্রেপ্তার এবং যে প্রান্তের কারাগারেই পাঠাক; পরবর্তী সময়ে জামিনে বেরিয়ে এসে সেখান থেকেই আবার জনসংযোগ শুরু করতেন। তাঁর এই নিরলস ঝটিকা সফরের ফলে সমগ্র দেশ একেবারে মাঠ পর্যায় থেকে জেগে উঠতে থাকে। দৃঢ়চেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকেই কোনো পর্যায়ে ভীতি, প্রলোভন বা কোনো কিছুর বিনিময়েই শোষক-শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করেননি। ১৯৭১-এ সম্মুখ সমরে ৭ম নৌবহর বন্দরে ভিড়তে না পারলেও এরাই ১৯৭৪ সালে গমবাহী জাহাজকে বন্দরে ভিড়তে না দিয়ে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে দেশের ভেতরে কৃত্রিম খাদ্য সংকট, অরাজকতা সৃষ্টিসহ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষাবস্থা তৈরিতে সফল হয়। পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকেও ঘোলা করতে দেশি-বিদেশি চক্র তৎপর হয়ে ওঠে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই তারা চূড়ান্ত আঘাত হানতে সমর্থ হয়। সচেতন পাঠকের নিশ্চয় স্মরণে আছে, দেশের শাসনতন্ত্রের অন্যতম মূলনীতি সমাজতন্ত্রকে বিকৃত করে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' নাম দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ থেকে সদ্য প্রত্যাবর্তনকারী তরুণ-যুব সমাজের একটি অংশকে অলীক স্বপ্নের জালে বিভ্রান্ত করে একটি নতুন দল গঠন করা হয়। নিত্য-নতুন বিপ্লবী স্লোগান দিয়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তারা নৈরাজ্য সৃষ্টিতে তৎপর থাকে। এক পর্যায়ে বেইলি রোডের সুরক্ষিত এলাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আক্রমণের মতো হঠকারী কাজ করে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জনমনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে স্বাধীনতার ভিতকেই দুর্বল করে দেওয়া। প্রায় একই সময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাম্যবাদী আন্দোলনে বিভক্তির পরিণতি আমাদের দেশের একদা শক্তিশালী স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি বামপন্থিদের মধ্যেও বিভ্রান্তি ও বিভক্তি দেখা দেয়। তার ফলে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সীমান্তের ঠিক ওপারেই পশ্চিমবঙ্গের চারু মজুমদার এবং নক্সালবাড়ী আন্দোলনের প্রভাবে এদেশেও মারাত্মক ধরনের চরম পন্থা অনুসরণের প্রবণতা দেখা দেয়। উপর্যুপরি এসব ঘটনার পরিণতিতে দেশের অভ্যন্তরে নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক অস্থিরতার বিপৎসংকেত বেজে ওঠে। এর সুবিধা গ্রহণ করে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র দেশের পুনর্বাসন এবং উত্তরণ প্রক্রিয়াকে মাঝপথে বাধাগ্রস্ত করে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করে দেশকে বিপন্ন করে তোলে। দুঃখজনক হলেও সত্য, তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মোর্চার একাংশ এবং আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজের অনেকেই তাদের চারপাশে ঘটমান এসব অশনিসংকেত সম্যক উপলব্ধি করতে এবং যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা এবং তার পূর্ববর্তী ঘটনাবলির প্রকৃতির সঙ্গে চিলির জনপ্রিয় রাষ্ট্রপ্রধান সালভাদর আলেন্দের সামরিক অভ্যুত্থানে উৎখাত এবং তাঁর করুণ মৃত্যুর ঘটনাবলির অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধুর ন্যায় তিনিও ক্ষমতারোহণের অব্যবহিত পরেই জাতীয় স্বার্থে এবং জনকল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দেশীয় কায়েমী স্বার্থ এবং তাদের মদদদাতাদের বিরোধিতাকে অস্বীকার করে তিনি তাঁর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হন। পরিণতিতে তিনি বরণ করেন করুণ মৃত্যু। এর পর দেড় যুগের অধিককাল চিলির জনগণ পিষ্ট হয় সামরিক শাসনের জাঁতাকলে। আলেন্দের কর্মসূচির ঘনিষ্ঠ সমর্থক বিশ্ববিখ্যাত কবি পাবলো নেরুদা এবং অনেক গুণীজনকে হত্যা করা হয়। ঠিক যেন বঙ্গবন্ধু হত্যার পুনরাবৃত্তি।

বঙ্গবন্ধুকে তাঁর শিশু সন্তান রাসেলসহ হত্যা করে হত্যাকারীরা এবং তাদের পশ্চাতের কুশীলবরা প্রচণ্ড জিঘাংসার পরিচয় দিয়েছে। এর বীজ নিহিত ইতিহাসের পরতে পরতে। যখন থেকে শেখ মুজিব বাঙালি জাতিসত্তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে, তখন থেকেই তাঁকে নির্মূল করে বাঙালি জাতিসত্তাকেই অবদমনের চেষ্টা করা হয়েছে বারংবার। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা, আরবি হরফে বাংলা লেখার পরামর্শ, রবীন্দ্র-নজরুল নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি এরই ইঙ্গিতবহ। এসব ঘটনা থেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন এবং করণীয় রয়েছে অনেক কিছু। ইকরাম আহমেদ: বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (প্রশাসন ক্যাডার) সাবেক কর্মকর্তা

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

৮০ শতাংশ আমেরিকানই কেন রক্ষণশীল?

জিল ফিলিপোভিক

এ বছরের গ্রীষ্মে গবেষণা সংস্থা গ্যালাপ তাদের জরিপে বেশ কিছু বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশ করেছে। জরিপে দেখা যাচ্ছে, এক দশকের যেকোনো সময়ের তুলনায় আমেরিকানরা এখন সামাজিকভাবে আরও বেশি রক্ষণশীল হয়ে পড়েছেন। সামাজিক বিষয়ে ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ বলেছেন, তাঁরা 'রক্ষণশীল' অথবা 'অতিরক্ষণশীল'। এর বিপরীতে মাত্র ২৯ শতাংশ বলেছেন তাঁরা 'উদারপন্থী' অথবা 'অতি উদারপন্থী'। অথচ এক বছর আগে, ৩৩ শতাংশ আমেরিকান জানিয়েছিলেন তাঁরা রক্ষণশীল, আর উদারপন্থী ছিলেন ৩০ শতাংশ।

এত বেশি আমেরিকানের হঠাৎ ডান পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণ কী?

যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক রক্ষণশীলতা সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছেছিল ২০০৯ সালের বারাক ওবামার ক্ষমতা গ্রহণের বছরে। আর ২০২১ সালে সামাজিক রক্ষণশীলতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল। সে বছর ট্রাম্পপন্থীদের ভয়াবহ বিদ্রোহ যুক্তরাষ্ট্র ও রিপাবলিকান পার্টির জন্য লজ্জা বয়ে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু এর পর থেকে সামাজিক রক্ষণশীলতা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। রিপাবলিকানদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। ২০২১ সালের তুলনায় তাঁদের মধ্যে রক্ষণশীলতা বা অতিরক্ষণশীলতা বেড়েছে ১৪ পয়েন্ট। নিরপেক্ষদের মধ্যে ডান পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার সংখ্যা ৫ শতাংশ বেড়েছে। আর ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে এ সংখ্যা স্থিতিশীল রয়েছে।

রিপাবলিকানদের মধ্যে সামাজিক বিষয়ে রক্ষণশীলতা বাড়ার একটি কারণ হলো এখন তাঁরা সরকারে নেই। এ থেকে এটা প্রমাণ হয় যে সরকারের চেয়ে বিরোধী দলে থাকলে সমর্থকদের মধ্যে কোনো উদ্দেশ্যে তাড়িত হওয়ার ঘটনা বেশি ঘটে। যখন কেউ মনে করেন তাঁর অনুভূতিকে পাশ কাটানো হচ্ছে, তখন তাঁর বঞ্চিত হওয়ার বোধ তৈরি হয়।

বয়সের তারতাম্যের কারণেও পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। ৬৫ বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য সব কটি বয়সভিত্তিক গ্রুপে কমবেশি রক্ষণশীলতার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ার ঘটনা দেখা গেছে। ডান পন্থার দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে পড়তে দেখা গেছে ৩০-৪৯ বছর বয়সীদের মধ্যে। এরপরেই আছেন ৫০-৬৪ বছর বয়সীরা। যাঁদের বয়স ৩০ ও ৪০-এর কোটায়, তাঁরা বিয়ে-থা করে পারিবারিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে রক্ষণশীলতার দিকে ঝুঁকে পড়া স্বাভাবিক।

গ্যালাপের তথ্য থেকে জানা গেছে, ৫৬ শতাংশ আমেরিকান জানিয়েছেন তাঁদের এলাকায় আগের তুলনায় অপরাধ বেড়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে এ ধরনের জরিপ করে আসছে সংস্থাটি। অপরাধ বেড়েছে, এটা মনে করা মানুষের সংখ্যা এ বছরই সর্বোচ্চ ছিল।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ মনে করেন, অপরাধ দেশব্যাপীই বেড়েছে। অপরাধ বেড়েছে এই ধারণা ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে রিপাবলিকানদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি। এরপরও ৪২ শতাংশ ডেমোক্র্যাট মনে করেন তাঁদের এলাকায় অপরাধ বেড়েছে।

ধারণা যে হুবহু বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায়, তা অবশ্য নয়। পরিসংখ্যান বলছে, কোভিড মহামারির সময় যুক্তরাষ্ট্রে সহিংস অপরাধের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সংখ্যা ১৯৯০-এর দশকের চেয়ে কম। এটা সত্যি যে অপরাধ সংঘটনের পরিসংখ্যান ঠিকমতো নথিভুক্ত করা হয় না। এরপরও যতটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তাতে এটা বলা যাবে না যে আধুনিক আমেরিকান সমাজ সহিংস অপরাধের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে।

অনেক আমেরিকান যখন ভাবছেন যে অপরাধ বেড়ে গেছে, তখন তাঁরা কী কারণে ভাবছেন, তা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। আমার সন্দেহ, অপরাধ বেড়ে গেছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা তৈরি হওয়ার পেছনে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মাদকাসক্তি ও সমাজবিরোধী আচরণ বাড়ার মতো বিষয়গুলো যুক্ত।

মহামারি শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। ভাসমান এই মানুষদের বড় একটা অংশ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে। নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায় ও সাবওয়েতে ঘুমাতে হয়, এ রকম মানুষের সংখ্যা আগের তুলনায় ১৮ শতাংশ বেড়ে গেছে। এই প্রথম শহরটিতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা এক লাখ অতিক্রম করেছে। সান ফ্রান্সিসকো উপকূলীয় এলাকায় গৃহহীন মানুষ বেড়েছে ৩৫ শতাংশ। লস অ্যাঞ্জেলেসে ২০১৮ সালের তুলনায় গৃহহীন মানুষ বেড়েছে ৪০ শতাংশ।

পশ্চিম উপকূলের বড় শহরগুলো তাঁবু দিয়ে নির্মিত বসতিতে ভরে উঠেছে। সেগুলোতে গাং কর্মকাণ্ড, অবৈধ মাদকের রমরমা ব্যবহার, যৌন সহিংসতাসহ আরও অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা সংখ্যায় অল্প হলেও এমন ধারণা তৈরি হচ্ছে যে গৃহহীন মানুষেরা যাঁরা রাস্তায় রাত কাটান, তাঁরা সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করছেন। এর সঙ্গে বাড়াবাড়ি মাত্রার মাদক সেবন করার কারণে অনেকে অস্বাভাবিক আচরণ করছেন। এটিও সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তা বোধ তৈরি করছে।

এসব কিছু মিলে তাঁদের মনে ধারণা জন্ম নিচ্ছে যে অপরাধ পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

ডেমোক্র্যাট ও উদারপন্থীরা সাধারণ মানুষের এই উদ্বেগ আমলে নিচ্ছে না, এই ধারণা থেকেই তাঁরা ডান পন্থার দিকে এত বেশি ঝুঁকে পড়তে পারে।

দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, মূলধারার ডেমোক্র্যাটদের বেশির ভাগ যখন মনে করছেন, অপরাধ সামাজিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে সমস্যা, তখন উদারবাদী বুদ্ধিজীবী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনেকে সেটা অস্বীকার করছেন। নিজের চোখে সাধারণ মানুষ যা দেখছেন, সেটাকে অস্বীকার করা হলে, সেই মানুষগুলোকেই দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, যাঁরা ডেমোক্র্যাট দলের মূল্যবোধ ও আদর্শ ধারণ করেন। জিল ফিলিপোভিক যুক্তরাষ্ট্রের লেখক ও আইনজীবী, দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত

চীন থেকে সৌদিকে বিচ্ছিন্ন করতে সফল হবে কি যুক্তরাষ্ট্র

মারওয়ান বিশারা

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন কয়েক মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি করতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। প্রস্তাবিত চুক্তিতে সৌদি আরবকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে কিছু আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এবং এর বিনিময়ে আরবের কাছে ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি চাওয়া হয়েছে।

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতি আনার চেষ্টা হিসেবে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ ধরনের চুক্তি এই অঞ্চলকে অধিকতর মেরুকরণ, প্রক্সি সংঘাত ও অধিকতর জনদুর্ভোগের দিকে পরিচালিত করবে বলে মনে হচ্ছে।

এ বিষয়ে আগ্রহী আমেরিকান পর্যবেক্ষকেরা ইতিমধ্যে উদ্যোগটির জন্য বাইডেন প্রশাসনের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা 'বিশ্বের দুজন সবচেয়ে কম বিশ্বস্ত নেতার' মধ্যকার চুক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিককরণ যদি যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে কোনো ভিন্নতা না আনে, তাহলে কেন বাইডেন প্রশাসন এমন একটি ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ চুক্তি করবে, সেটিও একটি বড় প্রশ্ন।

এর ছোট জবাব হলো: চীন, ভূরাজনীতি এবং অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের নির্বাচন।

কৌশলগত কারণে বাইডেন প্রশাসন পশ্চিম এশিয়া ও বিশেষ করে তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। চীনের এই প্রভাব বিস্তারের কাজটিকে সহজতর করে দেওয়ার জন্য বাইডেন সৌদি আরব ও ইসরায়েল উভয়ের প্রতিই ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

গত বছরের শেষ ভাগে সৌদি আরব চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংকে বিরাট আয়োজন করে অভ্যর্থনা দেওয়ায় এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার বিষয়ে ইসরায়েলের আগ্রহের কথা কানাঘুষা হওয়ায় ওয়াশিংটন বিশেষভাবে বিরক্ত হয়েছে।

সৌদি আরব ও ইসরায়েল উভয়কেই মার্কিন ভূরাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অবস্থায় আনতে এবং চীন ও রাশিয়া থেকে তাদের দূরে রাখতে বাইডেন তাঁর পুরোনো নীতি অনুসরণের কথা বিবেচনা করছেন। বিশেষ করে হাইটেক, প্রতিরক্ষা ও জ্বালানির ক্ষেত্রে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে যাতে সৌদি ও ইসরায়েলের সম্পর্ক জোরদার না হতে পারে, সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

বেইজিংয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সহযোগিতা সীমিত করতে সৌদি আরব যাতে বাধ্য হয়, সে জন্য ওয়াশিংটন সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। চীনা মুদ্রা রেনমিনবিতে সৌদি আরব তেল বিক্রি করলে তা মার্কিন ডলারকে দুর্বল করবে বলে চীনা মুদ্রায় সৌদির তেল বিক্রির উদ্যোগকে তারা আটকে দিতে চাইছে। এ ছাড়া তেলের দাম বাড়তি রাখার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব রাশিয়ার সঙ্গে যে গাঁটছড়া বেঁধেছে, তাও বাইডেন প্রশাসন ছিন্ন করতে চায়।

বাইডেন প্রশাসন এখন এমন এক কৌশল অনুসরণ করছে, যা বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারদের হয় আমেরিকাকে নয়তো চীনকে (এবং তার মিত্র রাশিয়া) বেছে নিতে বাধ্য করে। এই কৌশলের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এই ত্রিপক্ষীয় চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে।

সৌদি আরব বলেছে, এই চুক্তিতে সই করার বিনিময়ে তাকে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর মতো নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে; সর্বাধুনিক অস্ত্র কেনার সুযোগ করে দিতে হবে এবং বিশদ পরিসরের একটি বেসামরিক পারমাণবিক প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দিতে হবে।

কিন্তু রিয়াদের এই প্রস্তাব মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন পাওয়া খুবই কঠিন। কারণ, ইয়েমেনে সৌদির অমানবিক যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া এবং ২০১৮ সালে সৌদি এজেন্টদের হাতে সাংবাদিক জামাল খাসোগির খুন হওয়ার মতো কিছু ঘটনা ওয়াশিংটনে সৌদির সুনাম ও আস্থার জায়গা নষ্ট হয়েছে।

অনেক পর্যবেক্ষক মনে করছেন, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণে সৌদি আরবের চুক্তিতে মার্কিন কংগ্রেসের মত পাওয়া কঠিন হবে না। কারণ, কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানড়ভয় শিবিরই ইসরায়েলের 'দাসত্বের' জন্য পরিচিত। ফলে সেখানে বাইডেন দ্বিদলীয় রাজনৈতিক সমর্থন পাবেন এবং এটিকে তাঁর একটি বড় রাজনৈতিক অর্জন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তবে এই চুক্তির মধ্য দিয়ে সৌদিকে চীন ও রাশিয়া থেকে আলাদা করা খুব সহজ হবে না। মধ্যপ্রাচ্যের তেল কেনা এবং সেখানকার বাজারে চীনের প্রবেশাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করা শুধু অন্যায্যই নয়, বিপজ্জনকও। এটি অবশ্যই মার্কিন নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলবে।

বাইডেনকে মনে রাখতে হবে, চীন একটি বিশৃঙ্খল বিশ্বের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু আমেরিকা নয়।- মারওয়ান বিশারা আল-জাজিরার জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক বিশ্লেষক। আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

ট্রাম্পের বিচার যুক্তরাষ্ট্রে বিভক্তি বাড়াবে

আলী আহমাদি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন আইন লঙ্ঘন করে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠার পর ১৯৭৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ টিভি উপস্থাপক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ বিষয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় স্বার্থে কোনো বেআইনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে নিক্সন বলেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট যখন এটি করেন, তখন তা আর বেআইনি থাকে না।' ডেভিড ফ্রস্ট তখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এটা কি আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞার মধ্যে পড়বে?' নিক্সনের জবাব ছিল, 'অবশ্যই'।

এটি ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া কিছু ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এসব বলেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে নিক্সনের প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব পালনের খুঁত ধরা পড়ে। তাঁর সেই বক্তব্য এটিও ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেছিল যে কীভাবে তিনি আমেরিকান গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে করা ষড়যন্ত্রকে বৈধ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন।

আফসোস! নিক্সনের কোনো বিচার হয়নি। গদি থেকে সরে যাওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে চলা একটি ফৌজদারি তদন্ত প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করার আগেই প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড (যিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে নিক্সনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন) তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

মূলধারার আলোচনায় জেরাল্ড ফোর্ডের সেই সিদ্ধান্তটিকে এখনো একটি ন্যায়সংগত, এমনকি সাহসী অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মার্কিন রাজনীতিকেরা মনে করেন, জেরাল্ডের এই ক্ষমা যুক্তরাষ্ট্রকে তাঁর নিজের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করার মতো বিব্রতকর অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছিল।

কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুত ধারাবাহিকভাবে চার চারটি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে রীতিমতো ইতিহাস গড়ে ফেলেছেন। লক্ষ করার বিষয় হলো, এই চার অভিযোগের একটিও প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের আনুষ্ঠানিক দায়িত্বের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়।

মার্কিন কিংবা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে কোনোখানে ড্রোন হামলা চালানোর নির্দেশ দেওয়ায় তাঁর বিচার হচ্ছে না। কোথাও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সাধারণ মানুষকে দুর্দশায় ফেলে দেওয়ার জন্য তাঁর বিচার হচ্ছে না। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কুৎসিত আলাপচারিতার জন্যও (যে কারণে তাঁর অভিশংসন করা হয়েছিল) তাঁকে বিচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। বরং ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলকে নস্যাৎ করার চেষ্টা, গোপন নথি সরানো এবং নির্বাচনী প্রচারণা বিধি লঙ্ঘন করে এক নারীকে উৎকোচ দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিচার হচ্ছে।

একজন সাবেক নেতাকে আইনের আওতায় আনা আপাতত কূটনৈতিকভাবে আমেরিকার জন্য বিব্রতকর হতে পারে। তবে এটি যুক্তরাষ্ট্রকে আইনের শাসনের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ ও নিবেদিত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই বিচার করতে যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হলে সেটি তাৎক্ষণিক মেয়াদে মার্কিনিদের মুখরক্ষা করবে বটে; কিন্তু প্রজাতন্ত্রের ভাবমূর্তির জন্য একটি ধ্বংসাত্মক আঘাতের প্রতিনিধিত্ব করবে।

বিশ্বজুড়ে কার্যকর গণতন্ত্রগুলো প্রায়ই তাদের সাবেক নেতাদের এবং এমনকি গদিতে থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করে। অবশ্য তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকই জেল খেটেছে।

বিচারিক প্রক্রিয়ায় তাঁদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেও শেষ পর্যন্ত জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে তাদের ক্ষমা করা হয় এবং কেউ কেউ কম শাস্তি পান। নিক্সনের মতো তাঁদের গদি থেকে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁদের জেলে রাখা অনেক দুরূহ ব্যাপার।

যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প এখনো রিপাবলিকান পার্টির অতুলনীয় নেতা এবং দক্ষিণপন্থী অনেকের কাছে ত্রাণকর্তা। ট্রাম্পের সমর্থকদের একটি বড় অংশ মনে করেন, ট্রাম্প যা করেছেন তা একদম ঠিক ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থেই তিনি তা করেছেন। বামপন্থীরা তাঁর কঠোর বিচারের পক্ষে থাকলেও ইতিমধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়া মার্কিন সমাজে ট্রাম্পের এই বিচার অনেক প্রভাব ফেলবে। এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের যে জনসমর্থন দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে তাঁর বিচারে কাজ বিভক্তিকে আরও গভীর করবে। এতে ট্রাম্পের সমর্থকদের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হবে, তা মার্কিন রাজনীতির ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। আলী আহমাদি নিষেধাজ্ঞা এবং অর্থনৈতিক রাষ্ট্রকৌশল বিষয়ের একজন পণ্ডিত। আলজাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত

সাগরে নৌকা ডুবে মানুষ মরছে, দায় কার

এনভার সলোমন

ছোট ছোট নৌযানে করে সাগর পার হয়ে আসতে থাকা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঠেকিয়ে দেওয়া প্রশ্নে যুক্তরাজ্য সরকারের 'স্টপ দ্য বোটস উইক' বা নৌকা ঠেকানো সপ্তাহ পালনকে সমর্থন করে সংবাদমাধ্যমগুলো কয়েক দিন সংবাদ প্রকাশ করেছে। কিন্তু এর মধ্যেই বিশ্বের ব্যস্ততম নৌপথজুড়ে বিপজ্জনক যাত্রার খবর এসেছে এবং সেখানে শনিবার ভোররাতে নৌকাডুবিতে কমপক্ষে ছয়জন মারা গেছেন বলে জানা গেছে।

হালকা নৌযানটিতে গাদাগাদি করে প্রায় ৬০ জন লোক চড়ে বসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিশুরাও ছিল। তারা নিরাপদ জীবনের খোঁজে যুক্তরাজ্যে আসার জন্য মরিয়া হয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা করেছিলেন। যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের সবাই এবং যাঁদের জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে তাঁদের বেশির ভাগই আফগানিস্তান থেকে আসা। তালেবানের খপ্পর থেকে পালিয়ে আমাদের দেশে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা আফগান নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে আমরা যে ব্যর্থ হয়েছি, তা এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

রিফিউজি কাউন্সিলের একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, যুক্তরাজ্য সরকার আফগান নাগরিক পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীনে এ বছর ৫ হাজার জন আফগান নাগরিককে পুনর্বাসন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ৫৪ জনকে পুনর্বাসন সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সে তুলনায় গত বছর পুনর্বাসন পাওয়া আফগানের সংখ্যা বেশি ছিল। গত বছর এই সংখ্যা ছিল আট হাজার, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌপথে পালিয়ে যুক্তরাজ্যে এসেছিল।

নৌকায় করে শরণার্থীদের ঠেকানোর বিষয়ে কড়া কথা বলার বিষয়ে অনড় থাকা নিয়ে সরকারের অভ্যন্তরে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিবি স্টকহোম নামের একটি জাহাজের খোলের পানিতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধরা পড়ার পর আমাদের মন্ত্রীরা সেটিতে যাত্রী পরিবহন না করে আরও জলযান নামানোর কথা বলছেন। ৫০০ অভিবাসনপ্রত্যাশী নিয়ে আসার কথা থাকলেও রওনা হলেও মাঝপথে বিবি স্টকহোম যাত্রা বাতিল করেছে।

মন্ত্রীরা শরণার্থী ঠেকানো নিয়ে অনেক কথা বলেন। তাঁরা অনানুষ্ঠানিক ও ঘরোয়া আলাপে বলেছেন, আশ্রয়লাভের জন্য অপেক্ষারত দেড় লাখের বেশি লোকের ঝুলে থাকা দাপ্তরিক কাজ শেষ করলে তা একটি আকর্ষণকারী অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করতে পারে। এটি আশ্রয়প্রার্থী লোকের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে আশ্রয় ব্যবস্থা যত বেশি কড়া প্রতিকূল হবে, ততই সেটি মানুষকে আশ্রয় প্রার্থনা করা থেকে নিবৃত্ত করবে। এই অভিবাসনপদ্ধতিতে শত্রুতা ভাবকে জরুরি অনুষঙ্গ হিসেবে রাখা হয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো অভিবাসন পদ্ধতিতে প্রতিকূলতা ও বলপ্রয়োগের ওপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দিলে তা শেষ পর্যন্ত অকার্যকর ও ভয়ানক হয়ে ওঠে।

আমি যখন উল্লেখ করেছিলাম, আশ্রয় মামলার তিন-চতুর্থাংশের ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রাথমিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে যুক্তরাজ্যে থাকতে দেওয়া হবে কি না, সে রায় দেওয়া হয়। তখন আমাকে বলা হয়েছিল, তাঁরা যদি 'সত্যিকারের শরণার্থী' হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের দালাল ও মানব পাচারকারীদের হাতে টাকাপয়সা দিয়ে বিপদসংকুল পথে আসার কথা নয়। তাঁদের নিয়মানুযায়ী শরণার্থীশিবিরে ওঠার কথা এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে সেখান থেকে যুক্তরাজ্য বা অন্য দেশে নেওয়ার কথা।

আমি দেখেছি, যাঁরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকাযোগে চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে আসেন, তাঁদের প্রথমেই আইন ভঙ্গকারী অপরাধী হিসেবে ধরে নেওয়া হয় এবং শরণার্থী মর্যাদা দিতে চায় না।

এই ধারণা আমাদের শীর্ষ পর্যায়ের রাজনীতিকদের মাথায় পর্যন্ত ঢুকে গেছে। কিন্তু এটি মানবতার প্রতি দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসার ঠুনকো অজুহাত মাত্র।

কিন্তু তাঁদের অপরাধী সাব্যস্ত করার আগে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, আমরা আসলে তাঁদের জন্য কতটুকু করতে পেরেছি। এনভার সলোমন রিফিউজি কাউন্সিল-এর প্রধান নির্বাহী, দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA
৩৭তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৩
টরন্টো, কানাডা
অনুভবে চেতনায়
আমাদের বাংলাদেশ
পবন দাস বাউল
বেবি নাজনীন
মমতাজ
সেলিম চৌধুরী
বিন্দু কনা
প্রতিক হাসান
তাহমিনা মিম
তানজিন তিশা
37TH FOBANA CONVENTION
GRAND SPONSORS
96.4 SPICE FM
CONVENOR
RUSSEL RAHMAN
(647) 886-6427
MD HASAN
(416) 832-9487
SEPTEMBER
1, 2 & 3
DON VALLEY HOTEL
EGLINTON & DON VALLEY PARK HIGHWAY CORNER
TORONTO
Chairman : Giash Ahmed
Chief Advisor : Mahbub Rob Chiwdhury
Chairman Host Committee : Syed Shamsul Alam
Vice Chairman : Azim Dewan
Executive Secretary : Khokon Rahman
বাংলাদেশ, কানাডা ও
আমেরিকার জনপ্রিয়
শিল্পীদের নিয়ে মনমাতানো
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
তিন দিনব্যাপী থাকছে
রকমারি স্টল | ট্যালেন্ট শো | ফ্যাশন শো | সেমিনার | কাব্য জলসা | মেগা কনসার্ট
আয়োজনে ঃ বাংলাদেশ সোসাইটি এস সি
For Hotel Reservation and Direction: +1 416 299 1500

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (August 18 - 24, 2023) | Promo Code : PSP33

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase | DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)

SALE $4.49/LB CUBE ZABIHA HALAL FROZEN GOAT	SALE $2.99/LB ZABIHA HALAL CHICKEN BREAST	SALE $10.99/LB SIZE 12/15 HILSHA	SALE $1.89/LB 2 KG ROHU
SALE $4.99/LB SIZE 80-100 DESHI RUPCHADA	SALE $3.49/LB SIZE 5/7 TILAPIA FILLET	SALE $15.99/EA 70/80, 4LB HEAD ON SHRIMP BLOCK	SALE $3.99/EA 500 GM CROWN FARMS DESHI KOI BLOCK
SALE 2/$8.99 500 GM CROWN FARMS LOTIA & LOTIA MIX CLEAN BLOCK	SALE $4.99/EA 500 GM CROWN FARMS POHA CLEAN BLOCK	SALE $5.99/EA 500 GM CROWN FARMS TAPOSHI CLEAN BLOCK	SALE $3.99/EA VITAL TEA BAG
SALE $14.99/EA 20 LB ABDULLAH LONG GRAIN RICE	SALE $19.99/EA 20 LB NOYA PARBOILED BASMATI RICE	SALE $17.99/EA 5 LTR LAXMI MUSTARD OIL	SALE $15.99/EA 5 LTR PREMAS SUNFLOWER OIL
SALE 2/$8.99 1.65 LB NATIONAL GINGER / GARLIC PASTE	SALE 69¢/LB YELLOW BANANA	SALE $2.99/EA 5 LBS BAG IDAHO POTATO BAG	SALE 3/$5.00 1 DOZEN MEDIUM BROWN EGG

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT / WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

HELP WANTED

FOR RESTAURANTS JOBS
- Restaurant Managers
- Shift Managers
- Chefs
- Assistant Chefs
- Helpers

FOR SUPERMARKET JOBS
- Supermarket Assistant Managers
- Butchers
- Helpers

Send the Resume to
HR@PremiumGroupNYC.com
OR WhatsApp to
516-461-8414

আবশ্যক

রেস্তোরাঁর চাকরির জন্য
- রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার
- শিফট ম্যানেজার
- শেফ
- সহকারী শেফ
- হেল্পার

সুপারমার্কেটে চাকরির জন্য
- সুপারমার্কেট সহকারী ম্যানেজার
- কসাই
- হেল্পার

জীবন বৃত্তান্ত পাঠান
HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৫১৬-৪৬১-৮৪১৪

NY FOOD PROTECTION LICENSE HOLDERS ARE ENCOURAGED TO APPLY

WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION
আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি

- Chicken Curry
- Goat Curry
- Shrimp Curry
- Chili Chicken
- Chicken Roast
- Fish Curry (at your Choice)
- Mixed Vegetables
- Rice Pudding

GOAT BIRYANI | BEEF TEHARI | CHICKEN BIRYANI | BEEF CURRY

Premium Special Sweets

Premium Sweets & RESTAURANT
REFLECTING NATIONS HERITAGE

PREMIUM SWEETS & RESTAURANT — CONTACT / WhatsApp Number
168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 .... 347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 .... 347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 .... 347-626-8341, 718-239-9500

HALAL

www.premiumsweetsus.com

সিলেটের বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে

সুনামগঞ্জের ছাতকে দুর্গম হাওরাঞ্চলের পূণ্যভূমি আলীগঞ্জ বাজারে সংবর্ধনা সভায়

গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

“আপনাদের জন্য যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার সঙ্গে কোনো পক্ষ বিপক্ষ নেই। আমি দেশকে ভালোবাসি, একাত্তরে যেভাবে ভালোবেসেছিলাম। এখন আমি আমেরিকান। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর পরাক্রমশালী ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। তারা যদি সারা পৃথিবীর নেতা হয়, তাহলে আমিও নেতা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিজের কণ্ঠে বলছি, সিলেটে এই বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে। দোয়া করবেন, যাতে ত্রাণ দিতে না হয়। এক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যকার ভালোবাসার একতাটি আরো বাড়াতে হবে। বন্যা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য আমাদের একটি স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।”

■ ছাতকের অন্যতম সংগঠক, জননেতা কবীর মিয়ার উদ্যোগে বহু মনিষীর চারণক্ষেত্র আলীগঞ্জ বাজারে উপস্থিত সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা তৃণমূল জনসাধারণের একাংশ। ১০ আগস্ট ২০২৩

ALEGRA® HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity www.alegracare.com 888-212-3237 info@alegracare.com

CDPAP SERVICES www.banglacdpap.com 888-212-3237 info@banglacdpap.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH INC.

দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ার ৫ কৌশল

পরিচয় ডেস্ক: কারো কারো জন্য হয়তো যেকোনো পরিস্থিতিতেই ঘুমিয়ে পড়া খুব একটা মুশকিল কাজ নয়। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন, যাদের জন্য ঘুমিয়ে পড়া এবং ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা দুটোই বড়সড় চ্যালেঞ্জ।সুস্থ জীবনযাপনের জন্য পরিমিত ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন-মেজাজ ভালো রাখার সঙ্গে শরীর ও মনকে কার্যকর রাখতে ভালো ঘুম দরকার। কারো কারো জন্য হয়তো যেকোনো পরিস্থিতিতেই ঘুমিয়ে পড়া খুব একটা মুশকিল কাজ নয়। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন, যাদের জন্য ঘুমিয়ে পড়া এবং ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা দুটোই বড়সড় চ্যালেঞ্জ।

অপর্যাপ্ত ঘুম ব্যক্তির স্মৃতি, চেতনা, আবেগ, সংবেদনশীলতা ও মস্তিষ্ক ও দেহের বহু প্রক্রিয়াতে ব্যাঘাত ঘটায়। যদি কারো ঘুমের সমস্যা হয়, তবে এই ৫টি কৌশলের যেকোনো একটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

৪-৭-৮ পদ্ধতি : ডক্টর অ্যান্ড্রু ওয়েইলসের '৫-৭-৮' পদ্ধতি পালনের ফলে মানবমনে আরাম ও প্রশান্তি আসে। এটি যোগব্যায়াম থেকে অনুপ্রাণিত এক ধরনের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, যা কি না ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্রকে আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে যায়। যখনই কোনো ধরনের মানসিক চাপ অনুভূত হবে তখন এই পদ্ধতিটি কাজে লাগানো যায়। এর জন্য প্রথমেই জিভকে সবচেয়ে সামনের দিকে ওপরের দাঁতের পেছনে নিয়ে যেতে হবে। এরপর 'হুশ' শব্দ করে বড় একটি শ্বাস ছাড়তে হবে।

ঠোঁট দুটো বন্ধ করে ৪ পর্যন্ত গুনে আবার শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। তারপর শ্বাস আটকে রেখে মনে মনে ৭ পর্যন্ত গুনতে হবে এবং এ পদ্ধতির চূড়ান্ত পর্যায়ে আবারও একটি 'হুশ' শব্দে বড় একটি শ্বাস ছাড়তে হবে। এ সময় মনে মনে ৮ পর্যন্ত গুনে যেতে হবে। এই পদ্ধতিটি মোট ৩ বার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। ভালোভাবে মেনে চলতে পারলে একইসঙ্গে মানসিক বিশ্রাম ও দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে পদ্ধতি কার্যকর হবে।

মিলিটারি বা সামরিক পদ্ধতি : যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে প্রি-ফ্লাইট স্কুলের একটি প্রোগ্রামের জন্য ২ মিনিট বা তারও কম সময়ে পাইলটদের ঘুমিয়ে পড়ার জন্য এই সামরিক পদ্ধতিটি শ্যারন অ্যাকারম্যানের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়। এমনকি ঘুমের আগে কফি পান করলে বা বন্দুকের গুলির আওয়াজ শোনার পরও এ পদ্ধতি কার্যকর হয়। এজন্য মুখের পেশিগুলোকে শিথিল করে নিতে হবে। কাঁধটা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে হাত দুটোকে ২ পাশে বিশ্রামের অবস্থায় রাখতে হবে। এরপর বুকের অংশটুকুও শিথিল করে রেখে শ্বাস ছাড়তে হবে। এবার আপনার হাতের উপরের অংশ, উরু ও পাগুলোও শিথিল অবস্থায় ছেড়ে দিন।

১০ সেকেন্ডের জন্য প্রশান্তিদায়ক কোনো দৃশ্য ভাবুন। যদি এতেও কাজ না হয়, তবে ১০ সেকেন্ডের জন্য 'কোনো চিন্তা নেই' বা এমন ধরনের কোনো নিজস্ব 'মন্ত্র' আওড়ান। সামরিক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি যেহেতু ঘুমের জন্য বেশ ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে, শোবার ঘরে আরও সহজ হবার কথা।

স্কেজিউল বা রুটিন পদ্ধতি : মানুষের শরীরে সার্কাডিয়ান রিদম নামে একটি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা রয়েছে। এই দেহঘড়ি দিনে শরীরকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে এবং রাতের বেলা ঘুম ঘুম ভাব আনে। প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে উঠা এবং বিছানায় যাওয়ার ফলে দেহঘড়িতে ভালোভাবে 'দম দেওয়া' তথা একটি রুটিন তৈরি করা সম্ভব। একবার শরীর এই রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে প্রতিদিন একই সময় ঘুমিয়ে পড়া সহজ হয়ে যায়।

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এটি বেশ অনুকূল একটি পদ্ধতি, বিশেষ করে তাদের মানসিক স্থিরতা ও সুস্থতার জন্য এই রুটিনটি সহায়ক ভূমিকা রেখে থাকে। সেইসঙ্গে ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রতি রাতে ৩০-৪৫ মিনিট নিজেকে সব ঝামেলা ও দুশ্চিন্তা থেকে মানসিকভাবে প্রশান্ত করার চেষ্টা করুন।

দিনের অল্প ঘুম মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: অল্প সময়ের ঘুম মস্তিষ্কের সংকোচন রোধ করতে পারে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে গবেষণায়।দিনের বেলায় নিয়মিত অল্প সময়ের ঘুম বয়স বাড়ার সাথে সাথে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখতে পারে বলে এক গবেষণায় দেখা গেছে। গবেষকদের মতে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের মস্তিষ্কের আয়তনের যে সংকোচন হয়, সংক্ষিপ্ত ঘুম এ সংকোচন প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করতে পারে। এই সংকোচন নিউরোডিজেনারেটিভ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণত আরও দ্রুত ঘটে থাকে। এ ধরনের আগের গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে, দীর্ঘ ঘুম আলঝেইমার রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে। তবে, সংক্ষিপ্ত ঘুম মানুষের শেখার ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

নতুন গবেষণার বরাত দিয়ে দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অল্প সময়ের ঘুম মস্তিষ্কের সংকোচন রোধ করতে পারে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। গবেষক দলটি জানায়, বয়স বাড়ার সাথে সাথে মস্তিষ্কের সংকোচন ঘটে। কগনিটিভ সমস্যা এবং নিউরোডিজেনারেটিভ রোগে আক্রান্তদের মধ্যে মস্তিষ্কের সংকোচন আরও ত্বরান্বিত হয়। এ বিষয়টি ঘুমের সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে বলে কয়েকটা গবেষণার ফলাফল থেকে মনে করা যায়।

গবেষকরা একটি নোটে বলছেন, 'গবেষণা থেকে আমরা মস্তিষ্কের আয়তন বড় হওয়ার সঙ্গে দিনের বেলায় নিয়মিত ঘুমের একটি সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছি। এর থেকে বোঝা যায় ঘুমের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে নিয়মিত সংক্ষিপ্ত ঘুম নিউরোডিজেনারেশনের বিরুদ্ধে কিছু সুরক্ষা দেয়।'

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (ইউসিএল) এবং ইউনিভার্সিটি অফ দ্য রিপাবলিক ইন উরুগুয়ের এই গবেষকরা স্লিপ হেলথ জার্নালে জানান, তারা ইউকে বায়োস্টাডি থেকে গবেষণাটির তথ্য সংগ্রহ করেন। এখান থেকে তারা ৪০-৬৯ বছর বয়সী ৫ লাখ লোকের জেনেটিক, লাইফস্টাইল এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

গবেষক দলটি ৩৫ হাজার ৮০ জন বায়োব্যাঙ্ক অংশগ্রহণকারীদের ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখেন যে একটি নির্দিষ্ট জেনেটিক ভ্যারিয়েন্ট এবং দিনের বেলা নিয়মিত ঘুমের সাথে মস্তিষ্কের আকার, জ্ঞান এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের অন্যান্য দিকগুলো যুক্ত। ঘুমানোর সাথে সম্পর্কিত জেনেটিক ভ্যারিয়েন্টগুলো জন্মের সময় নির্ধারিত হয় এবং এলোমেলোভাবেই নির্ধারিত হয়। গবেষণাটির মাধ্যমে গবেষকরা ধূমপান বা শারীরিক কার্যকলাপের মতো জীবনযাত্রার ফলে সৃষ্ট প্রভাবগুলোকেও বাদ দেয়, যেগুলো ঘুমানোর অভ্যাস এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য উভয়কেই প্রভাবিত করতে পারে।

গবেষণাটির কো-অথর ইউসিএলের ডক্টর ভিক্টোরিয়া গারফিল্ড বলেন, 'এটি একটি প্রাকৃতিক র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়ালের মতো। ভ্যারিয়েন্টগুলো বেশ সাধারণ ছিল। জনসংখ্যার অন্তত ১ শতাংশ এর মধ্যে উপস্থিত ছিল, যা আসলে অনেক।'

সামগ্রিকভাবে গবেষক দলটি একটি নির্দিষ্ট জেনেটিক ভ্যারিয়েন্টের লোকেদের দিনের বেলা নিয়মিত সংক্ষিপ্ত ঘুমের প্রবণতার সাথে মস্তিষ্কের বেশি আয়তনের একটি সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই আয়তন কমতে থাকে। তবে যারা দিনের বেলা নিয়মিত সংক্ষিপ্ত ঘুম দিয়ে থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ২.৬-৬.৫ বছরের কম বয়সের সমতুল্য হয়। যদিও এর সাথে জ্ঞানগত কর্মক্ষমতার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

গারফিল্ড বলেন, 'দিনের বেলার সংক্ষিপ্ত ঘুম মস্তিষ্কের আয়তন সংরক্ষণে সাহায্য করতে পারে এবং এটি একটি ইতিবাচক বিষয়, সম্ভাব্যভাবে ডিমেনশিয়া প্রতিরোধের জন্যেও।' আগের বিভিন্ন গবেষণা অনুসারে, ৩০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ঘুম বেশ উপকারী হতে পারে। তবে গারফিল্ড উল্লেখ করেছেন যে ডিমেনশিয়ার পেছনে অন্যান্য অনেক কারণ রয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য অনেক কারণও মস্তিষ্কের আয়তনকে প্রভাবিত করতে পারে।

দুধ ও কলা একসঙ্গে খাচ্ছেন? হতে পারে ভয়াবহ বিপদ!

পরিচয় ডেস্ক: যুগ যুগ ধরে এ কথা জেনে আসছেন যে দুধ এবং কলা উভয়ই স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। অনেকে আবার কলা এবং দুধের স্মুদি খেতেও ভালোবাসেন। তবে জানেন কি? এ দুটি একসঙ্গে খেলে হতে পারে নানা শারীরিক সমস্যা। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতে, এই দুটি খাবারের দৈনিক গ্রহণ পেশীর উন্নতি ঘটে। এছাড়াও এটি ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণের দুর্দান্ত এক উৎস।

বেশ কয়েকটি সমীক্ষা অনুসারে, এই দুটি খাবারের সংমিশ্রণ গ্রহণের ফলে হজমে প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও এই সংমিশ্রণটি বেমানান বলে আখ্যা দিয়েছে। এটি হজম সমস্যার পাশাপাশি সাইনাস, সর্দি এবং কাশির মতো শ্বাস প্রশ্বাসজনিত অসুস্থতাও বাড়িয়ে তুলতে পারে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ড. রিতা বকশির মতে, কলা এবং দুধের একসঙ্গে শরীরে টক্সিন তৈরি হতে পারে। যা সর্দি, কাশি, ফুসকুড়ি, অ্যালার্জি, বমি এবং নানা সংক্রমণের কারণ হতে পারে। তাই অনেক সময় গর্ভাবস্থায় দুধ কলা একসঙ্গে না খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। তবে দুধ কলা একসঙ্গে না খেয়ে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে খেতে পারেন। এটি শরীরে পুষ্টি যোগানোর পাশাপাশি আপনার শিশুর জন্য খুব উপকারী।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

রক্তশূন্যতা দূর করে মুলা শাক

পরিচয় ডেস্ক: মুলার চেয়ে মুলার শাক বেশ উপকারী। এখন প্রায় সারা বছরই পাওয়া যায়। মুলায় যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান আছে তার তুলনায় এর শাকে পুষ্টি বেশি থাকে। এতে বিভিন্ন ধরনের খনিজ যেমন- আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ফলিক এসিড এবং প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। মুলা শাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে যা কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়, ভালো রাখে পাকস্থলী। এই শাক আয়রনের জন্য আদর্শ। এটি রক্তশূন্যতা দূর করতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে মুলাশাকে থাকা আয়রন এবং ফসফরাস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। মুলা শাকের জুস প্রাকৃতিক ভাবে ইউরিনারি ব্লাডার পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। মুলা শাকে অবিশ্বাস্য পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। এটি স্কার্ভি নামক চর্মরোগ সারাতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, মুলাশাক পাইলস এর ব্যাথা সারাতে বেশ কার্যকরী। এছাড়া পাইলসের প্রদাহ সারাতেও ভূমিকা রাখে। মুলাশাক জন্ডিসের চিকিৎসাতেও ভালো কাজ করে। এই শাকের জুস প্রতিদিন যদি খাওয়া যায় তাহলে উপকার পাওয়া যায়।

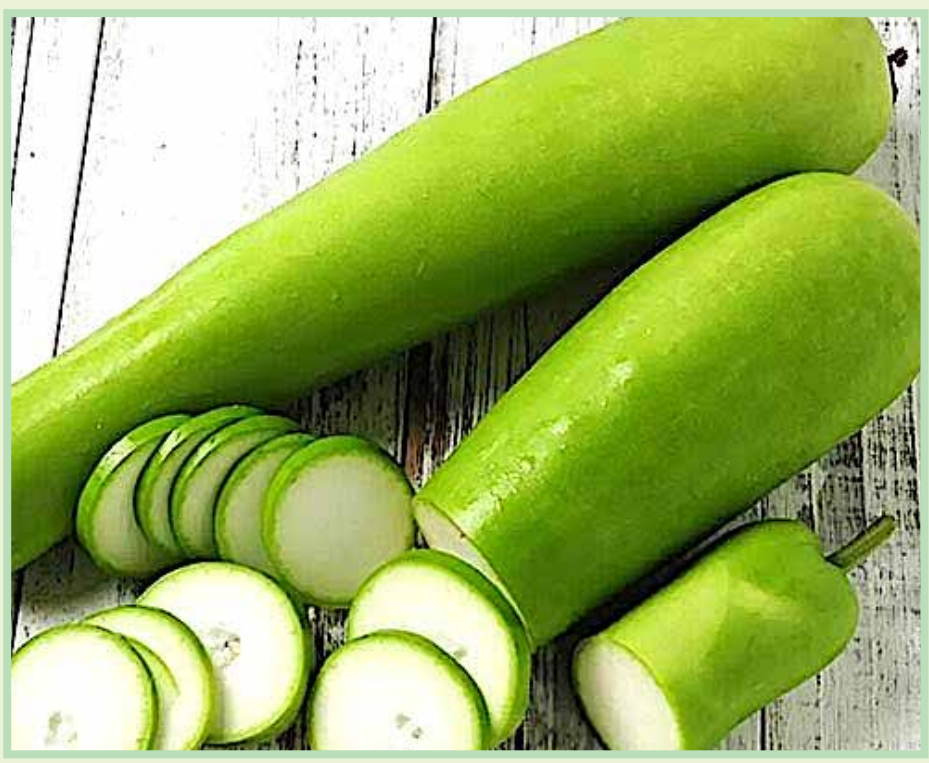

লাউ খাওয়ার যত উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক:লাউ হচ্ছে পানি জাতীয় সবজি। এতে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ভিটামিন সি, বি এবং ডি। এছাড়া ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ফোলেট, আয়রন এবং পটাশিয়াম চমৎকার উৎস এটি। নানা ধরনের রোগ থেকে দূরে থাকতে চাইলে উপকারী লাউ খাওয়ার বিকল্প নেই।

আমরা আজ জানব লাউ খাওয়ার কিছু উপকারিতা সম্পর্কে।

১. লাউয়ের ৯৬ শতাংশই পানি। ফলে নিয়মিত লাউ খেলে আমাদের শরীর হাইড্রেট থাকে।

২. লো ক্যালোরি এবং উচ্চমাত্রার আঁশ মেলে এতে। ফলে যারা ওজন কমানোর কথা ভাবছেন তারা নিশ্চিন্তে খেতে পারেন লাউ।

৩.কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ, পেট ফাঁপা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে সবজিটি।

৪. কিডনির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নিয়মিত লাউ খেলে।

৫. লাউ খেলে দূর হয় হজমের সমস্যা।

৬. লাউয়ে থাকা পটাশিয়াম ও ফাইবার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে।

৭. রক্তে কোলেস্টেরলের পইরমান কমাতেও লাউয়ের জুড়ি নেই।

৮. লাউয়ে থাকা ভিটামিন, মিনারেল ও উচ্চমাত্রার পানি আমাদের ত্বক ও চুল সুস্থ রাখে।

৯. ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে লাউয়ে। এই দুই উপাদান শরীরে ঘামজনিত লবণের ঘাটতি দূর করে। পাশাপাশি দাঁত ও হাড়কে মজবুত করে।

১০. কিছু গবেষণা দাবি করছে, রাতে ঘুম হওয়ার সমস্যা দূর করতে লাউয়ের ভূমিকা রয়েছে।

প্রতিদিন একটি আপেল খাবেন যে ১০ কারণে

বলা হয়, প্রতিদিন একটি আপেল খাওয়ার অভ্যাস থাকলে ডাক্তারের কাছ থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

কথাটি কেবল প্রবাদ নয়, একেবারেই বাস্তব। পুষ্টিগুণে ভরপুর ফলটি নিয়মিত খেলে দূরে থাকা সম্ভব নানা ধরনের জটিল রোগ থেকে।

কী কী পুষ্টি উপাদান মেলে আপেল থেকে

একটি মাঝারি সাইজের আপেল (২০০ গ্রাম ওজনের) থেকে পাওয়া যায় ১০৪ ক্যালোরি, ২৮ গ্রাম কার্ব, ৫ গ্রাম ফাইবারসহ ভিটামিন সি, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন কে। এছাড়া ম্যাংগানিজ, কপার, ভিটামিন বি১, বি২, বি৬, ভিটামিন এ এবং ই এর অন্যতম উৎস আপেল। প্রচুর পরিমাণে পানিও পাওয়া যায় আপেল থেকে। আপেলের খোসাও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ।

যে ১০ কারণে প্রতিদিন খাবেন আপেল:

১. ওজন কমানোর কথা ভাব্লে খাদ্য তালিকায় আপেল রাখতে ভুলবেন না। এতে থাকা ফাইবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরা রাখে। ফলে অস্বাস্থ্যকর খাবার খেতে ইচ্ছে করে না।

২. প্রতিদিন একটি আপেল খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। এতে থাকা দ্রবণীয় ফাইবার পলিফেনল রক্তচাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়।

৩. আপেল খেলে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে।

৪. আপেলে পেকটিন নামের এক ধরনের ফাইবার যা অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমে প্রিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে। এতে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে আপেল।

৫. আপেলে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট নির্দিষ্ট কিছু ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।

৬. লাংসের জন্য উপকারী আপেল শ্বাসকষ্টের ঝুঁকি কমায়।

৭. মস্তিষ্ককে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করতে পারে আপেল।

৮.হজমের গণ্ডগোল দূর করতে সাহায্য করে ফলটি।

৯. অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা থেকেও দূরে থাকতে পারবেন নিয়মিত আপেল খেলে।

১০. খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে পারে আপেল।

তথ্য: ওয়েবএমডি, হেলথলাইন

চিংড়ি পোলাও

পরিচয় ডেস্ক: বাঙালি ঐতিহ্যবাহী খাবার গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি খাবার হচ্ছে পোলাও। বর্তমানে চিংড়ি পোলাও একটি জনপ্রিয় খাবার হয়ে উঠেছে।

উপকরণ: পোলাওয়ের চাল বা বাসমতি চাল ১ কেজি। চিংড়ি মাঝারি আকারের আধা কেজি।নারকেলের দুধ ১ কাপ। নারিকেল কোরানো আধা কাপ বেটে নেওয়া। পেঁয়াজ-কুচি ৫/৬টি। পেঁয়াজ-বাটা ২ টেবিল-চামচ। আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ করে। বিরিয়ানির মসলা আধা চা-চামচ। দারুচিনি, এলাচি ও তেজপাতা ২টি করে। কাঁচা-মরিচ ৫,৬টি। মরিচের গুঁড়া সামান্য। তেল বা ঘি পরিমাণ মতো। লবণ (স্বাদ মতো) ।টমেটো ক্যাচাপ,টক দই, গরম পানি পরিমাণ মতো। পদ্ধতি: বাসমতি চাল দিয়ে পোলাওটি রান্না করা হয়েছে। চাইলে চিনিগুড়া চাল বা অন্যান্য চাল দিয়েও রান্না করা যায়।চাল গুলো ভালো করে ধুয়ে ১ ঘন্টার মত ভিজেয়ে রাখুন এবং পানি ঝরিয়ে নিন।

প্রথমে প্যানে তেল গরম করে অল্প লবণ ও মরিচ-গুঁড়া দিয়ে চিংড়িগুলো হাল্কা ভেজে নিন। এক্ষেত্রে চিংড়িগুলো বেশি ভাজা করা যাবে না। তারপর এই প্যানেই পরিমাণ মতো তেল দিয়ে গরম মসলা ও পেঁয়াজের-কুচি ভেজে বাদামি করে নিতে হবে। অর্ধেকটা পেঁয়াজ ভাজা তুলে রেখে দিন। বাকি পেঁয়াজের সঙ্গে একে একে পেঁয়াজ-বাটা, নারিকেল-বাটা, আদা ও রসুন বাটা,দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা,টমেটো ক্যাচাপ, লবণ ও মরিচের-গুঁড়া দিয়ে ভালো করে কষিয়ে তাতে ভাজা চিংড়ি মাছ ঢেলে দিন।

সামান্য পানি দিয়ে চিংড়ি মাছগুলোকে কষিয়ে তাতে দই,নারকেলের দুধ, বিরিয়ানির মসলা এবং কাঁচামরিচ দিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রান্না করুন। চিংড়িগুলো আলাদা পাত্রে তুলে রেখে, মাছের ঝোলের সঙ্গে চাল দিয়ে ছয় থেকে সাত মিনিট ভেজে পরিমাণ মতো গরম পানি দিয়ে দিন। কয়েকবার ফুটে উঠলে পোলাওয়ের সঙ্গে রান্না করা চিংড়ি দিয়ে উপরে পেঁয়াজ-ভাজা ছড়িয়ে দিন। অল্প আঁচে ঢেকে ২০ মিনিট রান্না করুন। তারপর নামিয়ে গরম গরম চিংড়ি পোলাও সালাদের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

মুরগির কোর্মা

উপকরণ: মুরগির মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, এলাচ ৩-৪টি, দারুচিনি ২টি, তেজপাতা ২টি, তেল বা ঘি ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ টেবিল চামচ, বাদামবাটা ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ৪-৫টি, টক দই আধা কাপ।

প্রণালি: ঘিতে পেঁয়াজ ও সব বাটা মসলা কষিয়ে টুকরা করা মুরগির মাংস দিয়ে দিন। কয়েক মিনিট নেড়ে ফেটানো টক দই দিন। ১৫ মিনিট পর বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে কাঁচা মরিচ ও বেরেস্তা দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

সরিষা বাটায় গরুর মাংস

গরুর মাংস অনেক স্বাদের এবং অনেকের কাছেই খুব প্রিয় । গরুর মাংস স্বাদে অতুলনীয় এবং পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ। আজ আমরা জানাব, কীভাবে বাসায় ঝটপট সরিষা বাটায় গরুর মাংস রান্না করবেন।

উপকরণ: - গরুর মাংস ৭০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ১/২ কাপ, তেজপাতা ৩টি, এলাচ ৩টি, দারুচিনি ৩টি, শুকনা মরিচ ৩পিস. হলুদ গুঁড়া সামান্য পরিমাণ, মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, মেথি বাটা ১ চা চামচ, আদা কুচি ১ চা চামচ, রসুন কুচি ১ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদ মতো, টকদই ৩ টেবিল চা চামচ, সরিষার তেল পরিমাণ মতো, স্পেশাল সরিষা বাটা ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৫-৭টি, চিনি সামান্য পরিমাণ

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে সসপ্যানে গরুর মাংস নিতে হবে। এরপর পেঁয়াজ কুচি, তেজপাতা, এলাচ, দারুচিনি, শুকনা মরিচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, আদা বাটা, রসুন বাটা, মেথি বাটা, আদা কুচি, রসুন কুচি, পেঁয়াজ বাটা, লবণ ও টকদই দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে।

সবশেষ কাঁচামরিচ, সরিষার তেল, স্পেশাল সরিষা বাটা ও চিনি দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে নামিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার সরিষা বাটার গরুর মাংস।

হায়দ্রাবাদী রাইস

উপকরণ: বাসমতি চাল ৫০০ গ্রাম, টক দই ও লেবুর রস এক টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা আধা চা চামচ, গরম মসলা চার থেকে পাঁচ টুকরা, শাহজিরা আধা চা-চামচ, সিরকা ২ টেবিল চামচ, ঘি কোয়ার্টার কাপ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ,জাফরান সামান্য, দুধ ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ, ডিম সিদ্ধ একটা, -গুড়া মরিচ ১ চা চামচ।

প্রস্তুত প্রণালী: চাল ধুয়ে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পানি ঝরিয়ে নিন। হাঁড়িতে ঘি গরম হলে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে তুলে নিয়ে তাতে গরম মসলা, বাটা মসলা, শাহজিরা ও গুড়া মরিচ কষিয়ে চাল দিয়ে ভেজে পানি দিয়ে দুধে ভেজানো জাফরান, টকদই, সিরকা, লবণ ও লেবুর রস দিয়ে বল তুলে মৃদু আঁচে ২০ মিনিট ঢেকে রান্না করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com

Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

জাপানকে টপকে বিশ্বের শীর্ষ গাড়ি রফতানিকারক হওয়ার পথে চীন

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রতি মাসে দুই দেশের গাড়ি রফতানির মধ্য পার্থক্য ছিল গড়ে প্রায় ৭০ হাজার, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল প্রায় ১ লাখ ৭১ হাজার।

চীন যদি এমন গতিতে এগোতে থাকে, তাহলে ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ দেশটি জাপানকে ছাপিয়ে যাবে বলে মনে করেন মুডি'স অর্থনীতিবিদরা।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সাল থেকে বিশ্বের শীর্ষ গাড়ি রফতানিকারকের স্থানটি জাপানের দখলে ছিল।

চীন প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার কারণ কী?

মূলত বৈদ্যুতিক যানবাহনের (ইভি) ক্রমবর্ধমান চাহিদাই চীনের গাড়ি রফতানি সামগ্রিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ভূমিকা রেখেছে।

২০২৩ সালের প্রথমার্ধে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ বৈদ্যুতি গাড়ি রফতানি করেছে চীন। যেখানে জাপান ও থাইল্যান্ডের সামগ্রিক যানবাহন (প্রথাগত যানবাহন ও বৈদ্যুতিক গাড়ি উভয় রয়েছে) রফতানি এখনও প্রাক-মহামারির স্তরেই ফিরে আসতে পারেনি।

অন্যান্য দেশের তুলনায় চীনের এগিয়ে থাকার মূলে রয়েছে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি সেল। মুডি'স জানিয়েছে, চীন লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি সেল উৎপাদন করে থাকে। দেশটির গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন খরচের ক্ষেত্রে যার একটি সুবিধা পায়।

মুডি'স বলছে, প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় কম শ্রম ব্যয়ের কারণে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি লিথিয়াম সরবরাহ করে থাকে চীন। পাশাপাশি বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি ধাতুর পরিশোধনের সক্ষমতা রয়েছে দেশটির।

ফলে টেসলা ও বিএমডব্লিউর মতো বিশ্বের বড় বড় গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো চীনে তাদের কারখানা স্থাপন করেছে। যদিও বিদেশি ব্র্যান্ডগুলো এখনও দেশটির স্থানীয় ব্র্যান্ড চেরি ও এসএআইসি'কে ছাপিয়ে যায়নি।

কাজেই অটোমোবাইল শিল্পে চীন যে গতিতে নতুন প্রযুক্তির সংযোজন করেছে, তা অতুলনীয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন অর্থনীতিবিদরা।

গত বছর বিশ্বব্যাপী যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রির প্রায় ৩০ শতাংশই ছিল বৈদ্যুতিক গাড়ি। যদিও এটি করোনা অতিমারির আগের সময়ের তুলনায় ৫ শতাংশ কম।

চলতি বছরের এপ্রিলে ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি জানিয়েছিল, ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী ১০ মিলিয়নেরও বেশি বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রি হয়েছে। যার প্রায় ৬০ শতাংশই সরবরাহ করেছিল চীন।

তা ছাড়া বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা বাড়ার ক্ষেত্রে চীনের গাড়ি নির্মাতাদের বড় আকারের মূল্য হ্রাস ও সরকারের নেয়া পদক্ষেপের ভূমিকা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে মুডি'স।

অনুভবে অনুধ্যানে বঙ্গবন্ধু

১৬ পৃষ্ঠার পর

গেছে বলে যারা বিশ্বাস করছে তারাও মনে করে বিষয়টি একেবারে আনচ্যালেঞ্জড যাবে না। বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা কি বসে থাকবে, রক্ষীবাহিনী আছে না। ময়মনসিংহ নতুন বাজারে দোকানে বসে কয়েকজন তো এ রকম আড্ডায় বলাবলি করতে শুনলাম, বেদখল হয়ে যাওয়া রেডিও স্টেশনটি শিগগিরই রক্ষীবাহিনীর হাতে এসে যাবে। তখনই সব বিষয় পরিষ্কার জানা যাবে। আশুতোষ বাবু সকালে এ কথা বলছিলেন, সন্ধ্যার আগেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। পরিষ্কার কথাটা হলো. কারোর মনে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকল না। বিশেষ করে, রেডিওতে যখন মোশতাক মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানের বিবরণ জানা গেল এবং সব মন্ত্রির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তখন দেশের সব মানুষের মধ্যেই অন্য রকম ভাবনার সঞ্চার ঘটল। সেই রাতেই যদিও আমি নিজের বাসায় ফিরে না গিয়ে আশুতোষ বাবুর বাসাতেই ছিলাম। তবুও সকালের মতো নিজেকে আর গোপন করে রাখিনি। সান্ধ্য আড্ডায় অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। সকাল বেলায় তারা এক ধরনের আকর্ষিকতা ধাক্কা খেয়েছিলেন। সন্ধ্যায় খেলেন অন্য ধরনের ধাক্কা। সকালে যারা আশা করেছিলেন যে বঙ্গবন্ধুর সব অনুসারী রক্ষীবাহিনীর উদ্যোগে দেশজুড়ে প্রচণ্ড প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সৃষ্টি হবে। সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও মোশতাকের মন্ত্রিরূপে শপথ গ্রহণের রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান শুনে তারা পুরোপুরি আশাহত হয়ে গেলেন। শুধু আশাহত নয়, ক্ষুব্ধও হলেন। কী করে এমনটি হতে পারল। এরই মধ্যে একটি কৌতুক উঠল, মোহাম্মদ উল্লাহকে ভাইস প্রেসিডেন্টরূপে শপথ গ্রহণের কথাটি শুনে। মোহাম্মদ উল্লাহকে চুটকি বানিয়ে মজা করা সে সময় সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সম্পর্কে তেমনটি করার কথা কেউ বোধহয় কোনো দিন চিন্তাও করেননি।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই মনোনয়ন গণঅভিনন্দনে ধন্য হয়েছিল। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রতি দেশের মানুষের ছিল অশেষ শ্রদ্ধা। শুধু দেশের নয়, একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিদেশেও তার ভাবমূর্তি ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। বিশ্বভারতী তাকে দেশি-উত্তম উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল। একসময় তিনি স্বেচ্ছায় এবং নীতিগত কারণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন তার ব্যক্তিত্বের প্রতি মানুষ আরও বেশি শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল। আবার এর কিছু দিন পরই যখন তাকে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিরূপে দেখা গেল তখন মানুষের কাছে ব্যাপারটি খুব স্বাভাবিক মনে না হলেও ক্ষুব্ধ হতেও দেখা যায়নি। তখন গণমনে বঙ্গবন্ধুর স্থান সবার উপরেই, সেই বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি যোগদানও খুব একটা বেমানান ঠেকেনি। কিন্তু খুনি মোশতাকের মন্ত্রিসভায় আবু সাঈদ চৌধুরীসহ আরও কয়েকজন শ্রদ্ধেয় মানুষের শপথগ্রহণে সবার মনেই হতাশা জড়িয়ে গেল। মর্যাদার একটা উচ্চপর্যায়ে উঠে যায় যে মানুষ- সে আরও উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার বদলে স্বেচ্ছায় অথবা কোনোরূপ প্রতিরোধ ছাড়া নিম্নতর পদে বসে, তেমনটি এ দেশের লোক সাধারণ কখনোই মেনে নিতে পারে না। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণ মোশতাক শুরু করলেন আল্লাহর নামে ও শেষ করলেন বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলে। বাংলার জয়কে উৎকাখ করে প্রতিস্থাপিত হলো পাকিস্তানি ধাঁচের জিন্দাবাদ। পাকিস্তান প্রেমিকরা তো স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগে জয় বাংলা স্লোগানকে বিদ্রূপ করে ছড়া কাটত 'জয় বাংলা জয়হীন, লুঙ্গি খুলিয়া ধুতি পিন' মোশতাকের মুখে এবার পাকিস্তান জিন্দাবাদের উলুধ্বনি শুনে তারা হারানো যশ খুঁজে পেল।

দ্রুত কাজে সমর্থন জানিয়ে প্রদত্ত সেই ভাষণেই মোশতাক বললেন, সকলেই এই শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছিল। কিন্তু প্রচলিত নিয়মে পরিবর্তন সম্ভব ছিল না বলেই সরকার পরিবর্তনে সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতে হলো। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সেনাবাহিনী জনগণের জন্য সুযোগে স্বর্ণ উদ্ধার করে দিয়েছে। তবে সেই সন্ধ্যায় আমরা যারা কবি আশুতোষ পালের বাসায় আড্ডায় বসে, তাদের সেই মোশতাক বচন অমৃত শ্রবণ করতে হয়। বুঝে নিয়েছিলাম যে জনগণের জন্য সুযোগে স্বর্ণ উদ্ধার করে গিয়েছে মোশতাকের মতো পাকিস্তানপ্রেমিকদের জন্য, বুঝে ফেলেছিলাম যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নাটকেরই নতুন অঙ্কেই নিহত পাকিস্তানের ভূতই মঞ্চ দখল করে রাখবে। অর্থাৎ পাকিস্তান মরে গিয়ে ভূত হয়ে আমাদের ঘাড়ে এসে চেপে বসবে। ১৫ আগস্টে রাতেই বিবিসি থেকে শোনা গেল যে বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক বলে ঘোষণা করা হতে পারে। সে রাতেই নতুন বাংলাদেশের সরকারকে পাকিস্তান স্বীকৃতি জানায় এবং জুলফিকার আলি ভুট্টো বাংলাদেশের এই সরকারকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য ইসলামিক কনফারেন্স ও তৃতীয় বিশ্বের ৪০টি জাতিকে অনুরোধ জানান। যে সৌদি আরব স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সাড়ে তিন বছরও স্বীকৃতি জানায়নি। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরদিনই সেই সৌদি আরব থেকে সানন্দে স্বীকৃতি এসে যায়। ১৫ আগস্টে জুমার নামাজ আদায়ের আগেই মোশতাক প্রেসিডেন্ট রূপে শপথ গ্রহণ করে এবং জুমার নামাজের জন্য ৩ ঘণ্টার জন্যে কারফিউ তুলে নেন। উদ্দেশ্য, দেশে-বিদেশে নিজের একটা ধার্মিক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা।

দেশের পাকিস্তানপন্থিদের কাছে এবং বিদেশে পাকিস্তান ও পাকিস্তান সমর্থক রাষ্ট্রেরগুলোর কাছে নতুন এক ধর্মতন্ত্রী রাষ্ট্রবার্তা পৌঁছে দেয়া। এই বার্তা প্রেরণের মধ্য দিয়ে সেই দিন থেকেই রাষ্ট্র উদ্যোগে বাংলাদেশের খোলসের ভেতরে পাকিস্তান চাষ করে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং এখন পর্যন্ত সেই পাকিস্তান চাষ পড়ে দেয়া ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের বর্তমানে যে যারা শাসনক্ষমতায় আছেন তারা অবশ্যই বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাদের শাসনামলে যেভাবে দেখা যাচ্ছে যে একটা বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম করা হচ্ছে। আবার বলা হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতার চার মূলনীতিও বজায় আছে। এই গোঁজামিলের কেমনে অবসান ঘটবে এটা আমি জানি না। তবে ১৫ আগস্টের কথা স্মরণ করে আমার দুঃখের সঙ্গে এই কথাগুলো বলতে হলো। শ্রুতি লিখন: সালাহ উদ্দীন খান রুবেল, যতীন সরকার চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক দৈনিক বাংলা-র সৌজন্যে

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Members: NSA NATP Member of AICPA naea NOTARY PUBLIC

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

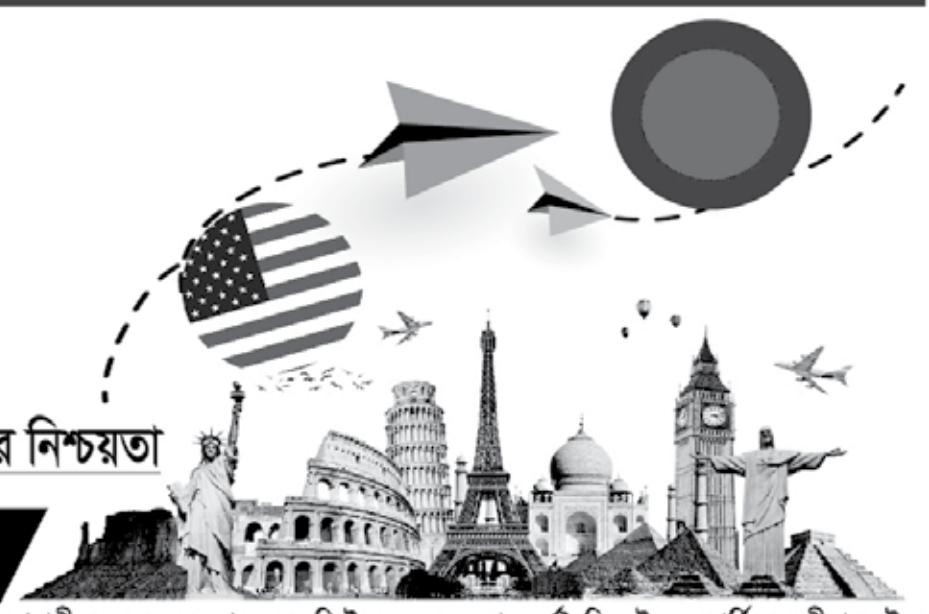

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- ☑ TAX FILING
- ☑ NOTARY PUBLIC
- ☑ IMMIGRATION
- ☑ TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বিশ্বব্যাপী বাড়ছে বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা; দাম কমাচ্ছে টেসলা

১০ পৃষ্ঠার পর

ডলারে। তবে সদ্য বাজারে আসা নতুন মডেল এক্স স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ বিক্রি হচ্ছে সর্বনিম্ন ৮৮ হাজার ৪৯০ ডলারে।

এছাড়া বাজারে মডেল এস গাড়িটি বিক্রি হচ্ছে সর্বনিম্ন ৮৮ হাজার ৪৯০ ডলারে। তবে সদ্য বাজারে আসা নতুন মডেল এস স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৮ হাজার ৪৯০ ডলার।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, টেসলা বাজারের অংশীদারিত্ব অর্জন এবং মার্জিনের খরচে গাড়ির বিক্রি বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করছে।

এর আগে চলতি বছরের জুলাইতে প্রতিষ্ঠানটির সিইও ইলন মাস্ক জানিয়েছিলেন, বিশ্ব অর্থনীতির এই 'অশান্ত সময়ের' পরিপ্রেক্ষিতে টেসলার গাড়ির দাম আরও কমতে পারে।

ইলন মাস্ক বলেন, 'একদিন মনে হয় যে বিশ্ব অর্থনীতি এই ধসে পড়ল। আবার পরদিন দেখা যায় সব ঠিক। আমি জানি না কি চলছে। আমি বলব, আমরা এখন একটি অশান্ত সময় পার করছি।'

সে সময় সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল না হলে টেসলার গাড়ির দাম কমানো হবে উল্লেখ করে ইলন মাস্ক বলেন, আরও বেশি গাড়ি উৎপাদনের স্বার্থে মুনাফা মার্জিনের বিষয়টি কিছুটা ত্যাগ করাই যায়।

রয়টার্স জানিয়েছে, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গত বছরের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ অন্যান্য বাজারে গাড়ির দাম বেশ কয়েকবার কমিয়েছে টেসলা। পাশাপাশি কোম্পানিটি তাদের গাড়িতে ছাড়ও দিয়েছে। যেমন, এই বছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিক্রি হওয়া টেসলার মডেল ওয়াই লং-রেঞ্জের দাম এক-চতুর্থাংশ কমিয়ে ৫৯ হাজার ৪৯০ ডলার করা হয়।

কোম্পানিটি জানিয়েছে, বাজারে গাড়ি প্রতিযোগিতার মুখে তাদের মুনাফার মার্জিন চাপা পড়ে গেছে। টেসলার মুনাফার মার্জিন গত চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে নেমেছে। চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুনে কোম্পানিটির মুনাফা মার্জিন নেমেছে ১৮ দশমিক ২ শতাংশে; যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ২৬ দশমিক ২ শতাংশ।

এ নিয়ে এনওয়াইইউ স্টার্ন বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক অরুণ সুন্দররাজন বিবিসিকে বলেছেন, টেসলার গাড়ির দাম আরও কমানোর শঙ্কা নিয়ে বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন।

কম মুনাফা করে বেশি সংখ্যায় বিক্রির এই কৌশলকে 'সঠিক সিদ্ধান্ত' বলেও চলতি বছরের শুরুর দিকে অবহিত করেছিলেন ইলন মাস্ক।

আর জুলাই মাসের শুরুতে টেসলা জানিয়েছিল, বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে রেকর্ডসংখ্যক গাড়ি বিক্রি হয়েছে। এ সময়ে কোম্পানিটি ৪ লাখ ৬৬ হাজার ১৪০টি গাড়ি বিক্রি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮০ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ থেকে বড় অঙ্কের অর্থপাচার হুন্ডিতে

১০ পৃষ্ঠার পর

সংগঠন- অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সেলিম আর এফ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, এ মুহূর্তে ব্যাংক খাত অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন গভর্নর। বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা কমে এলেও ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টস ব্যালেন্স এখনো ঋণাত্মক। দ্রুত সময়ের মধ্যে সেটা কিভাবে কমিয়ে আনা যায় তার ব্যবস্থা নিতে বলেছেন তিনি। পাশাপাশি অতিরিক্ত দরে ডলার সংগ্রহ প্রতিরোধ, খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ ভূমিকা এবং ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে।

ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটে রয়েছে কিনা জানতে চাইলে এবিবির চেয়ারম্যান বলেন, তারল্য সংকট রয়েছে। তবে সব ব্যাংক নয়, কয়েকটি ব্যাংকে এ সমস্যা। ব্যাংকগুলোকে সংকট নিরসনে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন গভর্নর।

বৈঠক সূত্র জানায়, দেশের বেসরকারি খাতের ১০ ব্যাংকের পর এবার রাষ্ট্রায়ত্ত চারটি ব্যাংক মিলে ডিজিটাল ব্যাংক গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে। সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী চারটি ব্যাংক মিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইনে ডিজিটাল ব্যাংকের জন্য আবেদন করবে।

এর আগে দেশের বেসরকারি খাতের ১০ ব্যাংক মিলে ডিজিটাল ব্যাংক করার উদ্যোগ নিয়েছে। একসঙ্গে ১০ ব্যাংক মিলে এ ধরনের উদ্যোগ দেশে এখন পর্যন্ত এটিই প্রথম। ডিজিটাল ব্যাংক করার জন্য একসঙ্গে জোট বা কনসোর্টিয়াম গঠন করেছে সেগুলো হচ্ছে- সিটি ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি), ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল), ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড (ডিবিবিএল), ট্রাস্ট ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক (এনসিসিবি), মিডল্যান্ড ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক। ডিজিটাল ব্যাংক গঠনে ১০ ব্যাংকের প্রতিটি সাড়ে ১২ কোটি টাকা করে মোট ১২৬ কোটি টাকা মূলধন জোগান দেবে।

সম্প্রতি দেশে ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এ জন্য আগ্রহীদের কাছ থেকে আবেদনও আহ্বান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এ উদ্যোগের পর দেশের বিভিন্ন ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান, মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিজিটাল ব্যাংক করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

এর আগে চলতি বছরের ২১ জুন ডিজিটাল ব্যাংক গঠনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। তবে সেই আবেদনের সময় বাড়িয়ে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়।- সুত্র যুগান্তর

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO
NOTARY PUBLIC
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

SUMMER PROGRAM CAMPS

FROM JUNE TO SEPTEMBER

KT KHAN'S TUTORIAL

ADVANCED ENRICHMENT CAMP GRADES 3 - 8

NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS

TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY

LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!

FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES

SPECIALIZED HIGH SCHOOLS ADMISSIONS TEST (SHSAT)

ENROLLING ALL 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS

TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMP & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES

SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023

4,600 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!

SAT & COLLEGE ADMISSIONS REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS

2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER

TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM

NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT BOOKS FOR FREE!

FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS

FEATURED IN:

WSJ BBC SPECTRUM NEWS1 PBS NEWSHOUR

CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

কানাডায় ভয়াবহ দাবানল, শহর ছাড়ছে বাসিন্দারা

১২ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, 'আমরা বুঝতে পারছি, কয়েক ঘণ্টা ধরে যারা লাইনে অপেক্ষমাণ আছে এবং যাদের কাল আবার লাইনে দাঁড়াতে হবে, তাদের জন্য বিষয়টি হতাশার।' তিনি জানান, যারা হাঁটতে অক্ষম ও প্রতিবন্ধী তাদের অপেক্ষমাণ লাইন থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ওদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক ব্রিফিংয়ে স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শুক্রবার ২২টি ফ্লাইটে করে লোকজনকে সরিয়ে নেয়া হবে এবং তাতে এক হাজার আট শ' মানুষ সুযোগ পাবে।

তাদের মতে অন্তত পাঁচ হাজার মানুষকে বিমানে করে ইয়েলোনাইফ থেকে সরিয়ে নেয়ার দরকার হবে।

তবে স্থানীয় বাসিন্দারা এয়ার কানাডা ও ওয়েস্টজেট বিমান সংস্থার সমালোচনা করছে এর মধ্যে ভাড়া বাড়িয়ে দেয়ার অভিযোগে। তবে এয়ার কানাডার মুখপাত্র বলেছেন, সরাসরি পরিচালিত ফ্লাইটগুলোর ভাড়া নির্ধারিত আছে এবং শহরটিতে এই বিমান সংস্থাটি তাদের কার্যক্রম দ্বিগুণ করেছে।

কিন্তু 'আগুনের কারণে বিমান উড্ডয়নের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে' এবং এর ফলে শনিবারের কিছু ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

ওয়েস্টজেট বলছে, ভাড়া বাড়ানো ঠেকাতে তারা দাম সমন্বয় করছে। একই সাথে আগামী পাঁচ দিন যারা ইয়েলোনাইফ শহর থেকে যাত্রা করবে তাদের রিশিডিউল ফি বাতিল করছে। অন্য বিমান সংস্থাগুলোকেও শহর ছাড়তে আগ্রহী লোকজনকে সহায়তা করতে বলা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, শহরের মেয়রের সাথে পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যোগাযোগ রাখছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে তিনি বলেন, 'এখনো সামনের দিনগুলোতে যথাযথ সহযোগিতা দেয়ার বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের বিষয়টি আমি পুনর্ব্যক্ত করছি।' প্রায় ৪৬ হাজার মানুষ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করে। ওই অঞ্চলের ইতিহাসে বিমান নির্ভর উদ্ধারের ঘটনা এটি সবচেয়ে বড়।

ফোর্ট স্মিথ, হ্যা রিভার, এন্টারপ্রাইজ ও জিন ম্যারি রিভার কমিউনিটিগুলো এভাকুয়েশন আদেশের আওতায় আছে।

হ্যা রিভারের ১৩০ কিলোমিটার দুরে কাকিসা কমিউনিটি আছে যেখানে ৪০ জনের মতো ব্যক্তি আছে সেটিও এই আদেশের আওতায় পড়েছে।

কানাডা এবার সবচেয়ে মারাত্মক দাবানল মৌসুম পার করছে। দেশজুড়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় প্রায় এক হাজার এক শ' দাবানল সক্রিয় আছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ার ঝুঁকি বেড়েছে যা দাবানল বাড়িয়ে তুলছে। সূত্র : বিবিসি

কেপ ভার্দে উপকূলে ৬০ জনের বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যুর আশঙ্কা

১২ পৃষ্ঠার পর

নৌকাটিকে কেপ ভার্দের সাল দ্বীপ থেকে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার (২০০ মাইল) দূরের সমুদ্রে প্রথম দেখতে পায় মাছ ধরার একটি স্প্যানিশ নৌকা। পরে তারা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে।

নৌকাটি থেকে যাঁদের জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী ৪টি শিশু রয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) একজন মুখপাত্র এ তথ্য জানিয়েছেন। জীবিত উদ্ধার ব্যক্তিদের উদ্ধৃত করে সেনেগালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত মঙ্গলবার জানিয়েছে, গত ১০ জুলাই ১০১ ব্যক্তিকে নিয়ে নৌকাটি দেশটির (সেনেগাল) মাছ ধরার গ্রাম ফাসে বোয়ে থেকে রওনা দিয়েছিল। সেনেগালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, দেশটির নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থার জন্য তারা কেপ ভার্দের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

নৌকাটির আরোহীদের মধ্যে সিয়েরা লিওন, গিনি-বিসাউ প্রভৃতি দেশের নাগরিকেরাও ছিলেন বলে জানা গেছে।- বিবিসি

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

LET'S GO TO
Dhaka
সবচেয়ে কম দামে বিমানের টিকেট

GET UP TO
30% OFF

এস্টোরিয়া
ডিজিটাল ট্রাভেলস

NY ⇄ Dhaka

BOOK NOW

718 721 2012

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Address: 25-78 31st Street New York, NY- 11102

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন ২৩.১৪ বিলিয়ন ডলার

১০ পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত জ্বালানি তেল, এলএনজি, সারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির দায় মেটানোর জন্য ডলার বিক্রি করছে। পাশাপাশি সরকারের বিদেশী ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্যও ডলার বিক্রি করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র নিশ্চিত করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রিজার্ভ থেকে রেকর্ড সাড়ে ১৩ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর চলতি অর্থবছরের এখন পর্যন্ত প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার বিক্রি করা হয়েছে।

দুই দশক ধরে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল উর্ধ্বমুখী। ২০১৬ সালের ৩০ জুন রিজার্ভের গ্রস পরিমাণ ছিল ৩০ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার। এরপর ২০১৯ সালের শেষ পর্যন্ত রিজার্ভ অনেকটাই স্থিতিশীল ছিল। ২০২০ সালে কভিড-১৯-এর প্রভাবে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় ধরনের উল্লম্ফন হয়। রিজার্ভের পরিমাণও দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। ২০২১ সালের আগস্টে তা ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের পরিসংখ্যান নিয়ে অনেক আগে থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছে আইএমএফ। সংস্থাটির সুপারিশ ছিল, রিজার্ভের হিসাবায়ন করতে হবে বিপিএম৬ মূলনীতি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে রফতানি উন্নয়ন তহবিলসহ (ইডিএফ) বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করা প্রায় সাড়ে ৮ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ থেকে বাদ দিতে হবে। আইএমএফের শর্ত মেনেই শেষ পর্যন্ত রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করা হয়।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ৭ বিলিয়ন ডলারের ইডিএফ তহবিল এখন ৪ বিলিয়ন ডলারের ঘরে নেমে এসেছে। এ কারণে আইএমএফের শর্ত পূরণ করা কিছুটা সহজ হয়েছে। বিপিএম৬ মূলনীতি অনুযায়ী হিসাবায়নের ক্ষেত্রে রিজার্ভের অর্থে গঠন করা গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ডে (জিটিএফ) ২০ কোটি, লং টার্ম ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (এলটিএফএফ) তহবিলে ৩ কোটি ৮৫ লাখ, সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষকে দেয়া ৬৪ কোটি ও বাংলাদেশ বিমানকে দেয়া ৪ কোটি ৮০ লাখ এবং শ্রীলংকাকে ২০ কোটিসহ মোট ৬৪০ কোটি ডলার বাদ দেয়া হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের লাভের চাপে চ্যাপ্টা বাংলাদেশের মানুষ

১০ পৃষ্ঠার পর

ব্যাংকঋণসহ আরও বিভিন্নভাবে সরকারি সুবিধা তো আছেই। অসহায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, নামমাত্র অভিযান আর আমদানির হুমকি দিয়েই দায়িত্ব শেষ করছে। আর ব্যবসায়ী চক্রের অতিলাভের চাপায় পড়ে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। দামের কারণে ব্যয় কমাতে অনেকে তালিকা কাটছাঁট করছেন। বাজারে নৈরাজ্যের জন্য অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকেরা দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা ও একটি চক্রের কারসাজিকে দায়ী করেছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে জানা যায়, গত দুই বছরে মানুষের আয় না বাড়লেও এ সময়ে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১৭ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ দুই বছর আগে মানুষ কোনো পণ্য ১০০ টাকায় কিনলেও এ বছরের জুলাই মাসে ওই একই পণ্য তাকে ১১৭ টাকায় কিনতে হয়েছে। এটা হলো সরকারি হিসাব। বাস্তবে মূল্যস্ফীতি আরও অনেক বেশি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ত্যক্ত-বিরক্ত-ক্ষুব্ধ হলেও বাজার ব্যবস্থাপনা, পণ্যের দাম আর ব্যবসায়ীদের মর্জির ওপর অসহায় আত্মসমর্পণ ছাড়া কার্যত মানুষের আর যেন কিছুই করার নেই।

মানুষের কষ্টের জীবনের খণ্ডচিত্র

বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম (ছদ্মনাম)। বেতন পান ৮০ হাজার টাকা। দুই ছেলে, স্ত্রী ও বৃদ্ধ মাকে নিয়ে থাকেন রাজধানীর মগবাজারে। জীবনযাত্রার ব্যয় এত বেড়েছে যে এ টাকায় এখন আর কুলাতে পারছেন না। প্রতি মাসেই ধার করতে হচ্ছে। বাসাভাড়া ২৫ হাজার টাকা। বড় ছেলের প্রতি মাসের সেমিস্টার ফি ১০ হাজার টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতসহ হাতখরচ ৬ হাজার টাকা। ছোট ছেলের যাতায়াত খরচসহ স্কুল ফি ৭ হাজার টাকা। মায়ের চিকিৎসা ও ওষুধে খরচ ১৩ হাজার টাকা। চালে খরচ প্রায় ২ হাজার ৬০০ টাকা। মাছ-মাংস-ডিম-সবজিসহ যাবতীয় মুদি মালে খরচ ১৫ হাজার টাকা। গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও ডিশ-ইন্টারনেট বিল ৮ হাজার টাকা। এতেই বেতনের টাকা শেষ। নিজের যাতায়াত, হাতখরচ, স্টেশনারি তো আছেই। ঘাটতি মেটাতে তিনি এখন একটি এফডিআর ভেঙে খাচ্ছেন। আবদুর রহিমের মতো এ রকম অসংখ্য মানুষের গল্প প্রায় একই রকম। এখন আর মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র মানুষ বলে নয়, প্রায় সবাই নিত্যপণ্যের বাড়তি দামের চাপে পিষ্ট হচ্ছেন।

কতটা অনিয়ন্ত্রিত বাজার

ডিমের ডজন রেকর্ড ১৬০-১৭০ টাকায় ওঠানামা করছে। আলুর বাম্পার ফলনে সরবরাহ-মজুতে কোনো ঘাটতি নেই; অথচ কেজিপ্রতি দাম ঠেকেছে ৪০-৪৫ টাকায়। কাঁচা মরিচ থেকে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, তেল, চিনি, মাছ, মাংস প্রায় সব পণ্যের দামই এখন নির্ধারিত হচ্ছে বিক্রেতাদের ইচ্ছেমতো। শুল্ক-কর, প্রণোদনাসহ সব সরকারি সুবিধা নিয়ে ব্যবসায়ীরা এখন রীতিমতো বেপরোয়া। আজ পেঁয়াজের দাম বাড়ে তো, কাল আলুর দাম। এভাবে শ্বাস নেওয়ার আগেই দামের নৈরাজ্য ভোক্তার দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। পণ্যের দাম বাড়লেই কেবল জাতীয় ভোক্তা-অধিকার অধিদপ্তর রাজধানীর দু-একটি বাজারে অভিযানে যায়। কয়েক হাজার টাকা জরিমানা ছাড়া তেমন কোনো শাস্তি হয় না দায়ী ব্যবসায়ীদের। বাজার সহনীয় রাখতে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও সেবা খাত; বিশেষ করে কৃষি, পোলট্রি, মৎস্য, ভোজ্যতেল, চিনি, পশুপালনসহ বিভিন্ন খাত মোট ২৮ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব-সুবিধা নিয়েছে গত দুই বছরে। অথচ বাজার আগের চেয়ে আরও নিয়ন্ত্রণহীন হয়েছে।

ব্যবসায়ীরা কী কী সুবিধা পান

ডিম আমদানি হয়ে আসে না। শুল্ক-কর দিতে হয় না। পোলট্রিশিল্প খাত কর অবকাশ ভোগ করছে। শুধু তা-ই নয়; পোলট্রিশিল্পের কাঁচামাল মাত্র ১ শতাংশ শুল্কে আমদানি করে। কয়েকটি করপোরেট সিন্ডিকেট পুরো বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা একদিকে শুল্ক-করের সুবিধা নিচ্ছে, অন্যদিকে বিশেষ কারণ ছাড়াই সপ্তাহের ব্যবধানে ডজনে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা বেশি হাতিয়ে নিচ্ছে। ওই ব্যবসায়ী চক্রটির নেপথ্যে কোন শক্তি কাজ করছেভোক্তা মহলে এমন প্রশ্ন উঠলেও দায়িত্বশীল কোনো মহল থেকেই এর জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। জানা যায়, দুই বছরে পোলট্রি ও মৎস্য খাত ১০ হাজার কোটি টাকার ছাড় পেয়েছে। পশুখাদ্য, কৃষি যন্ত্রপাতি ও কীটনাশকে ছাড় ৩ হাজার কোটি টাকা।

ভোজ্যতেল আমদানিনির্ভর। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবে পণ্যটির দাম বেড়েছিল। তবে এখন তা অনেক কমে গেছে। বিশ্ববাজারে যে হারে কমেছে, দেশে কমেছে নামমাত্র। অথচ শুল্ক-কর ছাড় দিলে পণ্যটি মানুষের হাতের নাগালে থাকবে বলে বিশেষ সুবিধা নিয়েছিলেন আমদানিকারকেরা। গত দুই বছরে ভোজ্যতেলেই ছাড় দেওয়া হয়েছে ১২ হাজার কোটি টাকা। অন্তত এই ছাড়ের সুফল মানুষ পাওয়ার কথা। উল্টো এ সময়ে মানুষকে পণ্যটি কিনতে হয়েছে বেশি দামে। চিনিতেও ১ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ছাড় দেওয়া হয়েছে। চিনির দাম এখন প্রায় দ্বিগুণ।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক, এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, 'ভোক্তা অধিকার তার সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করছে। তবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, ডলার রেট, শুল্কহার, ব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক বিষয় আমরা ঠিক করতে পারব না। আর এনবিআর যে ছাড় দেয়, তার সুফল পাওয়ার আগেই যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যায়।'

বাংলাদেশ পলিসি এক্সচেঞ্জ এর চেয়ারম্যান ড. মাশরুর রিয়াজ বলেন, 'আমাদের যে প্রাইস রেগুলেশন, ফেয়ার কমপিটিশন, ফেয়ার প্রাইসড্এগুলোর মনিটরিং বাংলাদেশে খুব দুর্বল। ফলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এ জন্য কারসাজি হয় এবং বাজারে দাম কমে না।' - ফারুক মেহেদী ও জাহিদুল ইসলাম, দৈনিক আজকের পত্রিকা, ঢাকা

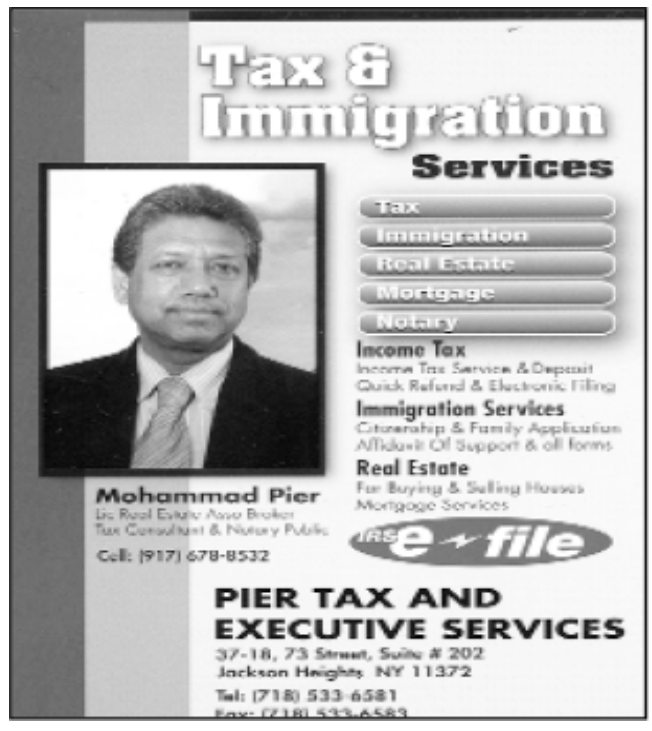

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

সর্বোচ্চ পেমেন্ট

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮
৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

87-47 164th Street Jamaica, NY 11432

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com, Web. immigrantelderhomecare.com

নায়াগ্রা ভ্রমণ

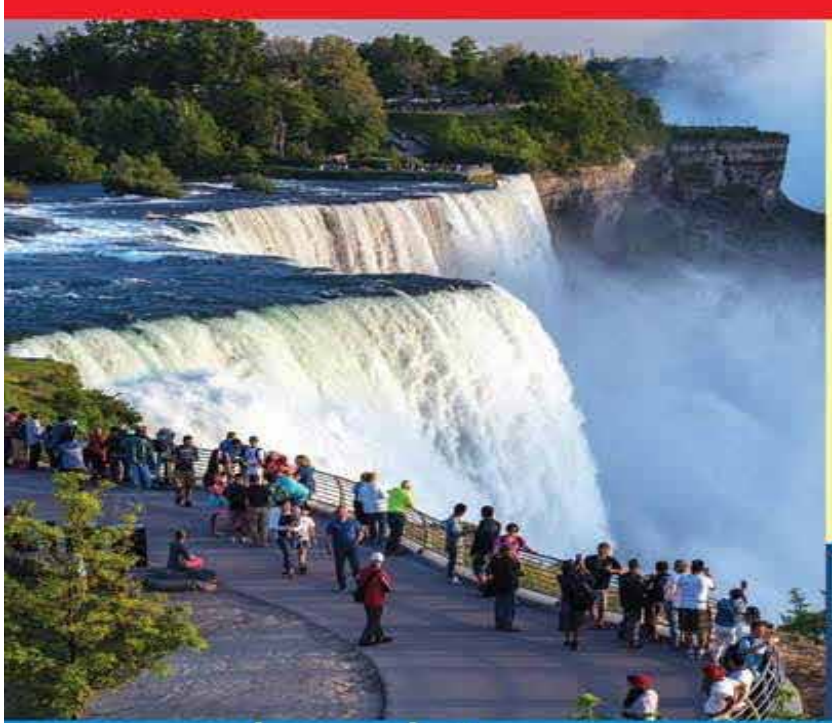

তারিখঃ ২৬ ও ২৭ আগস্ট (শনি ও ররিবার)

গাড়ী ছাড়ার স্থানঃ

সকাল-৭টা (জ্যাকসন হাইটস ডেরা রেস্টুরেন্টের সামনে)
সকাল-৮টা (পার্কচেস্টার খলিল বিরিয়ানী হাউসের সামনে)

থাকার স্থান
কোয়ালিটি হোটেল এন্ড সুইটস্
240 Street, Niagara Falls, NY 14303

মাথা পিছু - ২৯০ ডলার (এডাল্ট)
ছোটদের - ২৭০ ডলার
+ টিপস্
(লাক্সারি বাসে আসা যাওয়া এবং হোটেল অন্তর্ভুক্ত)

যোগাযোগ

বাংলা ট্যুর ইনক

347-280-7269

www.banglatourus.com
email: banglatourus@gmailcom
63 Metropolitan Oval, Suite # 6E, Bronx, NY 10462

সিঙ্গাপুরের কঠোর বার্তা, অবৈধ প্রমাণ হলেই জব্দ হবে সম্পদ

১২ পৃষ্ঠার পর

অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। যার সবগুলোই জব্দ করা হয়েছে। আর এসব জব্দকৃত সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১ বিলিয়ন সিঙ্গাপুরি ডলার বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশের বরাতে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে আটককৃতদের মধ্যে রয়েছেন সাইপ্রাস, তুরস্ক, চীন, কম্বোডিয়া এবং নি-ভানুয়াতুর নাগরিক। অর্থপাচার ও জালিয়াতির অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযান চালানো হয়। গত ১৫ আগষ্ট মঙ্গলবার দিনভর সেন্তোসা কোভ, তাঙলিন, অর্কাড, হোল্যান্ড এবং রিভারভ্যালিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসব অর্থপাচারকারী ও জালিয়াতদের আটক করতে গুড ক্লাস বাংলো (জিসিবি), ভবন এবং স্থাবন সম্পত্তিতে হানা দেয় পুলিশ। এসব অর্থপাচারকারী ও জালিয়াতদের আটক করতে গুড ক্লাস বাংলো (জিসিবি), ভবন এবং স্থাবন সম্পত্তিতে হানা দেয় পুলিশ।

সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার ১০ অর্থ পাচারকারী কারা

পরিচয় ডেস্ক: বিদেশ থেকে পাচার করে আনা প্রায় ১০০ কোটি সিঙ্গাপুরি ডলারের অর্থসম্পদ জব্দ করেছে সিঙ্গাপুর পুলিশ। মানি লন্ডারিং ও জালিয়াতির মাধ্যমে এসব অর্থসম্পদ সে দেশে আনায় তুরস্ক, চীন, সাইপ্রাস ও কম্বোডিয়াসহ কয়েকটি দেশের ১০ নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) অভিযান চালিয়ে অর্থসম্পদসহ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। সিঙ্গাপুরের সান্তোসা কোভ, ট্যাংলিন, অরচার্ড, হল্যান্ড ও রিভার ভ্যালিসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে এই বিদেশি ১০ নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। এসব এলাকার বিভিন্ন বিলাসবহুল বাংলো, ফ্ল্যাট ও অভিজাত বাড়িতে বসবাস করতেন তাঁরা।

সিঙ্গাপুর পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের চার শতাধিক সদস্য অভিযানে অংশ নেন। এতে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ, বাণিজ্যবিষয়ক বিভাগ (সিএডি), দাঙ্গা পুলিশ, পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা যুক্ত ছিলেন। বলা হচ্ছে, দেশটির ইতিহাসে মানি লন্ডারিংবিরোধী সবচেয়ে বড় অভিযানগুলোর একটি এটি।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানায় সিঙ্গাপুর পুলিশ। এতে বলা হয়, অভিযানে ৯ জন পুরুষ ও ১ জন নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বয়স আনুমানিক ৩১ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যে। মানি লন্ডারিং, জালিয়াতি ও গ্রেপ্তারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের।

গ্রেপ্তার এড়াতে ৪০ বছর বয়সী সাইপ্রাসের নাগরিক সু হেইজিন তিনতলার বারান্দা থেকে লাফ দেন। এরপর নালার ভেতর লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করেন তিনি। গ্রেপ্তার ১০ ব্যক্তি ছাড়াও আরও ১২ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হচ্ছে। এ ছাড়া এ ঘটনায় আটজন সন্দেহভাজন পলাতক রয়েছেন। তাঁদের নাম পুলিশের তালিকায় রাখা হয়েছে।

পুলিশের অভিযানে গাড়ি, ব্যাংক হিসাব, নগদ অর্থ ও বিভিন্ন দামি জিনিসপত্র জব্দ করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ১০০ কোটি সিঙ্গাপুরি ডলার।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা যেসব দেশের নাগরিক

সাইপ্রাসের নাগরিক সু হাইজিন (৪০) থাকতেন হল্যান্ড এলাকার এওয়ার্ট পার্কের একটি বিলাসবহুল বাংলোতে। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

ট্যাংলিন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন তুরস্কের নাগরিক ভ্যাং শুইমিং (৪২)। তিনিও ওই এলাকার বিলাসবহুল বাংলোতে থাকতেন। তাঁর বিরুদ্ধে কাগজপত্র জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে।

গ্রেপ্তার চীনা নাগরিক ঝাং রুইজিন (৪৪) ও লিন বাওয়েয়িং (৪৩)। সান্তোস কোভের পার্ল দ্বীপের একটি বাংলো থেকে গ্রেপ্তার হন তাঁরা। তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রতারণার উদ্দেশ্যে জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে।

কম্বোডিয়ার নাগরিক সু বাওলিনকে (৪১) নাসিম রোডের একটি বাংলো থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জাল কাগজপত্র ব্যবহার করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অন্যদিকে ভানুয়াতুর নাগরিক ৩৫ বছর বয়সী সু জিয়ানফেং গ্রেপ্তার হয়েছেন বুকিত তিমাহ এলাকার একটি বিলাসবহুল বাংলো থেকে। তাঁর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে।

রিভার ভ্যালি এলাকার লিওনি হিল রোডের একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয় কম্বোডিয়ার নাগরিক চেন কুইনজিগুয়ানকে (৩৩)। তাঁর বিরুদ্ধেও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে।

অরচার্ড এলাকার পেটারসনের একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট থেকে ওয়াং দেহাই (৩৪) নামের সাইপ্রাসের এক নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ওয়াং বাউসেন (৩১) নামের আরেক চীনা নাগরিককে ট্যাংলিন এলাকার একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধেও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ পুলিশের।

কম্বোডিয়ার নাগরিক সু ওয়েনকিয়াং (৩১) গ্রেপ্তার হয়েছেন বুকিত তিমাহ এলাকার একটি বাংলো থেকে। তাঁর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ১০ ব্যক্তিকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। এসপিএফের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যেসব বিদেশির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে, তাঁরা নিজ দেশে অর্থ পাচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেই সঙ্গে তাঁরা অনলাইন জুয়া খেলার সঙ্গেও জড়িত। সন্দেহজনক লেনদেন নিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিবেদন (এসটিআর) হাতে পেয়ে বিশদ অনুসন্ধানের পরই পুলিশ তাঁদের শনাক্ত করেছে।

সিঙ্গাপুরের পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবারের অভিযানে ৯৪টি জমি-বাড়ি এবং ৫০টি গাড়ির নামে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এর অর্থ হলো মালিকেরা এসব জমি ও গাড়ি বিক্রি করতে পারবেন না। এসব জমি-বাড়ি ও গাড়ির মোট মূল্য ৮১ কোটি ৫০ লাখ ডলারের বেশি। এ ছাড়া বিপুল পরিমাণ মদের বোতল জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানে ৩৫টির বেশি ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে পুলিশ। এসব হিসাবে ১১ কোটি ডলারের বেশি অর্থ জমা রয়েছে। এ ছাড়া জব্দের তালিকায় রয়েছে অনলাইনে সম্পদ থাকার ১১টি নথি, ২টি সোনার বার, ২৫০টির বেশি দামি ব্যাগ ও ঘড়ি, ১২০টির বেশি মুঠোফোন ও কম্পিউটার, ২৭০টির বেশি দামি অলংকার।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযানে জব্দ করা অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৩০ লাখ ডলারের বেশি।চ্যানেল নিউজ এশিয়া

ভারতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে যা বললেন মমতাজ

৭ পৃষ্ঠার পর

মামলা সাজিয়েছেন তিনি, যার কোনো প্রমাণ এই ১৪/১৫ বছরে কোর্টে দাখিল করতে পারেনি।'

'এই বছর আমি দুইবার কোর্টে হাজির হই কিন্তু দুঃখের বিষয় মামলার বাদী দুইবারই অসুস্থ বলে কোর্টে অনুপস্থিত থাকেন। তার মূল উদ্দেশ্যে হলো আমাকে হয়রানি করা। আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে দ্রত এই মামলাটি যাতে শেষ হয় সেজন্য আদালতকে অনুরোধ করি।'

বাংলাদেশের এই সংসদ সদস্য লেখেন, 'কিন্তু আদালত শেষ যে তারিখটি দিয়েছিল, ওই সময় আমার আগে থেকেই কানাডা একটা প্রোগ্রাম নেয়া ছিল বলে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। তবে আমি আদালতকে এই বিষয় অবহিত করি এবং পরবর্তীতে একটা সময় চাইলে আদালত সেটা গ্রহণ করে আমাকে সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখ পুনরায় ডেট দেন। আশা করি আমি ৮ তারিখে হাজির হলে আদালত একটা সিদ্ধান্ত নেবেন এবং পরবর্তী কী করনীয়, তা জানতে পারব।'

সবশেষ এই গায়িকা লেখেন, 'জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আমার বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আপনারা সবাই আমার ওপর আল্লাহর ওয়াস্তে এই আস্থা ও বিশ্বাস রাখবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যেন কারো ক্ষতি না করি। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন।'

জানা যায়, প্রায় ১৪ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশ নিতেন মমতাজ। ২০০৪-০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য সেখানকার শক্তি শঙ্কর বাগচী নামে এক ইভেন্ট অর্গানাইজারের সঙ্গে গায়িকার লিখিত চুক্তি হয়। সেই অনুযায়ী ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে বহরমপুরের একটি অনুষ্ঠানে প্রধান শিল্পী হিসেবে মমতাজকে প্রায় ১৪ লাখ রুপির বিনিময়ে বায়না করেছিলেন উদ্যোক্তারা। অভিযোগ, অর্থ নেয়ার পরও অনুষ্ঠানে হাজির হননি গায়িকা। যথারীতি অনুষ্ঠানস্থলে ভাঙচুর হয়। চরম হেনস্তার মুখে পড়তে হয় অনুষ্ঠানের আয়োজক শক্তি শঙ্কর বাগচীকে। পরে অর্থ ফেরত দিতেও অস্বীকার করেন মমতাজ। এরপর চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে স্থানীয় থানার দ্বারস্থ হন শক্তি। কিন্তু থানা অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এরপর বাধ্য হয়ে বহরমপুর আদালতের দ্বারস্থ হন শক্তি। মমতাজের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণাসহ একাধিক ধারায় মামলা করেন। সেই সূত্রে ২০০৯ সালে মমতাজের বিরুদ্ধে সমন জারি করেন আদালত। পরে সমন কার্যকর না করায় তার বিরুদ্ধে জারি হয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। এরই মধ্যে নিম্ন আদালত থেকে আগাম জামিন নিয়ে আসেন গায়িকা।

পরে নিম্ন আদালতের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শক্তি শঙ্কর বাগচী। ২০১০ সালে নিম্ন আদালতের নির্দেশ খারিজ করে মমতাজের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি রাখে কলকাতা হাইকোর্ট। তবে মামলায় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক এক করে তিনবার আগাম জামিন পেয়ে যান গায়িকা ।

এরপর গত ৯ আগস্ট ফের আদালতে হাজিরা এড়িয়ে যান গায়িকা। বাংলাদেশ হাই কমিশনের বরাত জানানো হয়, একটি কনসার্টের কারণে কানাডায় অবস্থান করছেন গায়িকা। তাই আদালতে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। এমন অবস্থায় আগাম নোটিশ থাকার পরও আদালতে গায়িকা হাজির না হওয়ায় ফের তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

পানিসংকটে বিশ্বের ২৫% মানুষ

১২ পৃষ্ঠার পর

চলতি শতাব্দীর মাঝামাঝি গিয়ে আরও খারাপ হবে। প্রতিবেদনে এ ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে, সুপেয় পানিসংকটের কারণে রাজনৈতিক সংকট ও সহিংসতা দেখা দেবে। ডব্লিউআরআইয়ের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, সাবসাহারান আফ্রিকা অঞ্চলে ২০০৫ সাল নাগাদ পানির চাহিদা ১৬৩ শতাংশে পৌঁছাবে। এ প্রসঙ্গে সামান্থা কুজমা বলেন, 'সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব, সেখানে পানির চাহিদা আকাশচুম্বী। এই চাহিদা গৃহস্থালিতে ব্যবহারের জন্য এবং কৃষিকাজের জন্য।'- দ্য গার্ডিয়ান ও সিএনএন

KARNAFULLY TRAVEL INC.

IATA Accredited Agent | arc accredited agency

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Emirates | KUWAIT AIRWAYS | QATAR | السعودية SAUDIA | TURKISH AIRLINES | ETIHAD AIRWAYS

We do UMRAH VISA. Tourist VISA for India, Saudi, Dubai & More Countries

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

আমাদের কাছে আছে সর্বনিম্ন
মূল্যে উমরাহ্ ও হজ্ব ভিসা প্যাকেজ

উমরাহ্ ভিসা সহ অন্যান্য ভিসা
আমাদের অফিস থেকে
সরাসরি প্রসেস করা হয়।

আমাদের সুবিধা:
নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন
এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি।
অফিসে সপ্তাহে ৭ দিন খোলা
সকাল ১০:০০ - রাত ১০:০০

Call Last Minute For Special Blocked Seats!

37-16 73rd St. Suite # 201 FR, Jackson Heights, NY 11372

718 205 6050 | 718 205 6055 | 917 691 7721

karnafullytravel@yahoo.com | msalim@karnafullytravel.com

www.karnafullytravel.com

ব্রহ্মপুত্রের পানি নিয়ে চীনের কাছে তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ

৭ পৃষ্ঠার পর

স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য সম্পূর্ণভাবে নদীর ওপর নির্ভরশীল। যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ অন্যতম। শক্তিশালী নদ ব্রহ্মপুত্র বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। কোথাও এটিকে যমুনা আবার কোথাও ইয়ারলুং সাংপো নামে ডাকা হয়। বাংলাদেশে এটি যমুনা নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুত্র একটি আন্তঃসীমান্ত নদ। চলার পথে এটি বিভিন্ন উপনদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ভূরাজনীতির অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে এ নদ। চীনের হাইড্রোইলেকট্রিক বাঁধ তৈরির কারণে নদীর নিচুভাগে অবস্থিত দেশগুলো কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে- নদটি তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'জাতীয় স্বার্থের' দোহাই দিয়ে চীন নদটিকে 'আন্তর্জাতিক যৌথ সম্পদের' বদলে নিজেদের 'কৌশলগত সম্পদ' হিসেবে বিবেচনা করে। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর ওপর মানুষ ছাড়াও অনেক জীববৈচিত্রের বিষয়টি অন্তর্নিহিত রয়েছে। সিনো-ইন্ডিয়ার মধ্যে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তার মধ্যে নদটির ইস্যুটি নতুন। তবে সংবাদমাধ্যম ডেইলি মিরর জানিয়েছে, এটি একটি সহযোগিতামূলক ইস্যু হওয়ার বদলে বিবাদের ইস্যুতে পরিণত হচ্ছে।

বাংলাদেশ চীনের এসব হাইড্রোইলেকট্রিক বাঁধ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। ফলে প্রায়ই বাংলাদেশ ও ভারত ব্রহ্মপুত্রসহ তিব্বতের নদীগুলোর পানির সুষম বণ্টন নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। পরিসংখ্যানের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৬০ শতাংশ মানুষ ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা নদীর অববাহিকার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাঁধ নির্মাণ, ভূমিধস ও মূল্যবান ধাতুর সন্ধানে করা মাইনিংয়ের কারণে নদটির বিরাট ক্ষতি করছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো সিয়াং ও কামেং উপনদী। এ নদীগুলোর পানি ইতোমধ্যে কালো হয়ে গেছে।

নদীমাতৃক মানুষের অধিকার আদায়কর্মী শেখ রোকন বলেছেন, চীন ভবিষ্যতে কোনো বাঁধ তৈরির আগে এ ব্যাপারে বহুপক্ষীয় আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে, ডেইলি মিরর আরও জানিয়েছে, বিরোধপূর্ণ অঞ্চলগুলো দিয়ে এই নদ বয়ে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশ-ভারত ও চীনের মধ্যে পানি বণ্টন নিয়ে কোনো ধরনের চুক্তি নেই। আর এই নদের ব্যবস্থাপনা দুঃখজনকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। স্থানীয় মানুষ ও বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদে চীনের বাঁধ নির্মাণ বাংলাদেশের জন্য বিপর্যয়কর হবে ও জীববৈচিত্র্যের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশের পটভূমিতে বঙ্গোপসাগরের সামরিক গুরুত্ব কতটুকু?

৬ পৃষ্ঠার পর

সবচেয়ে নির্বিঘ্নে পণ্য পরিবহন হয়।'

তিনি বলেন, 'আজকে আমাদের গণতন্ত্রের নাম নিয়ে, নির্বাচনের নাম নিয়ে, নানা নাম নিয়ে এদেশে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে চায় - যাতে করে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর- এ জায়গাটা ব্যবহার করা। আর এটাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে আক্রমণ করা ও এ দেশগুলোকে ধ্বংস করা- এটাই হচ্ছে কারো কারো উদ্দেশ্য।'

তিনি আরো বলেন, 'সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এদের নানা ধরণের টালবাহানা। এটা দেশবাসীকে বুঝতে হবে। আমাদের কিছু আঁতেল আছে জানিনা কখনো তারা এগুলো চিন্তা করে কিনা। এগুলো কখনো উপলব্ধি করে কিনা। সেগুলো না করে তারা এদের সাথে সুর মেলায়। দুটো পয়সার লোভে তারা নানাভাবে এ কাজগুলো করে বেড়ায়।'

প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভারত মহাসাগরের এ অঞ্চলের দেশগুলো এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন আছে।

তার দাবি, পার্বত্য চট্টগ্রামেও আবার নানা রকমের অশান্তির চেষ্টা চলছে।

'যেহেতু আমি জানি, বুঝি। যে কারণে কিভাবে আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাবে আর তাদের কিছু কেনা গোলাম আছে, পদলেহনকারী আছে, তাদের বসিয়ে এ জায়গাকে নিয়ে খেলবে- এটাই হলো প্রচেষ্টা। সেটা আমি ভালো ভাবে বুঝতে পারি,' বলছিলেন তিনি।

কিন্তু বঙ্গোপসাগরের আসলে কোনো গুরুত্ব আছে?

কুয়ালালামপুরের মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব চায়নার অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী বিবিসি বাংলাকে বলেন, চীনের ওপর নজরদারির জন্যই যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত মালাক্কা প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায় এবং সেজন্যই তারা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যকার জোট কোয়াড গঠন করেছে।

'বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব যতখানি আছে সেজন্য। এই গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নয়। তার চীনকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত। আর চীনের ৬০ ভাগ বাণিজ্য হয় মালাক্কা প্রণালী দিয়ে এবং এর মধ্যে ৯০ ভাগ পরিবহন জাহাজ-নির্ভর। সেই কারণে ওই এলাকায় সেখানে কড়া নজরদারি চায় যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত,' বলছিলেন আলী।

তবে বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলছেন, এটি ঠিক যে একসময় যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তা ছিলো মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত।

'কিন্তু এখন তাদের কৌশল পাল্টেছে। ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি বিবেচনায় নিলে ভারত মহাসাগরের প্রেক্ষিতেই বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব বেড়েছে। বিশেষ করে চীনের স্বার্থ ও উপস্থিতি বেড়ে যাওয়ার কারণেই বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্ব অন্যদের কাছে বেড়েছে,' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

বঙ্গোপসাগরে আর কারো ঘাঁটি আছে

সমর কৌশল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ ও মিয়ানমার অংশে কোনো সামরিক ঘাঁটি নেই। তবে ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দেশটির বিমান ও নৌ বাহিনীর যৌথ ঘাঁটি আছে।

অন্যদিকে, ২০০৮ সাল থেকে সিঙ্গাপুরে মার্কিন ঘাঁটি আছে কারণ এটা মালাক্কা প্রণালির দক্ষিণে।

চীনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ সামরিক সক্ষমতা সম্পন্ন এ ঘাঁটি তৈরি করেছে বলে বলছিলেন সৈয়দ মাহমুদ আলী।

নাকি বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব ভারতের জন্য

বিশ্লেষকদের মতে, বঙ্গোপসাগরের ভৌগলিক অবস্থান সামরিক কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্ব পাওয়ার মতো নয়। মূলত বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমার বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেঁষে এর অবস্থান।

এর মধ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক এখন খুবই ঘনিষ্ঠ আর মিয়ানমার চীন-ঘেঁষা হলেও সেখানে ভারতের শক্ত অবস্থান আছে।

সেই বিবেচনায় বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব ভারতের জন্যই বেশি। সে কারণেই ব্রিটেনের কাছ থেকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কর্তৃত্ব পাওয়ার পর থেকেই ওই অঞ্চলকে আলাদা গুরুত্ব দিচ্ছে ভারত।

দেশটির একটি যৌথ কমান্ড কাজ করছে সেখানে কারণ এটা মালাক্কা প্রণালীর পশ্চিম দিকের অংশ যেখান দিয়ে চীনের জাহাজ চলাচল করে এবং দেশটির মোট বাণিজ্যের বড় অংশই এ পথ দিয়ে হয়। এ কারণেই এলাকাটি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত নজরদারি করে আসছে।

মূলত চীন সাগর থেকে বের হয়ে এসে ভারত মহাসাগরে আসতে হলে মালাক্কা ছাড়া উপায় নেই। এর দক্ষিণে সিঙ্গাপুর। আরেকটু দক্ষিণে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এসব বিষয় বিবেচনা করে সিঙ্গাপুরে যুক্তরাষ্ট্র একটি ঘাঁটি তৈরি করেছে ২০০৮ সালে। মূলত চীনের কারণে মালাক্কা প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এটি করেছে।

এ ভয়টি শুরু হয়েছে মূলত ২০০৬-০৭ সালের দিকে। ওই সময় কোয়াডের যাত্রা শুরু হয় এবং তাদের একটি নৌ-মহড়া অনুষ্ঠিত হয় যাতে কোয়াড সদস্যদের বাইরে সিঙ্গাপুরও অংশ নিয়েছিলো।

বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে মার্কিন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে থেকে মহড়াটি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন সৈয়দ মাহমুদ আলী।

তিনি বলছেন, 'এদিকে ভারত মহাসাগরের আন্দামান ও নিকোবরে ভারতের যৌথ কমান্ড ঘাঁটি আর ওদিকে কোয়াডের মূল ঘাঁটি সিঙ্গাপুর এবং সেখানেই করা হয়েছে মার্কিন ঘাঁটি। এসব কারণে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যদের জন্য বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না।'

এ অঞ্চলের দেশগুলোকে নিয়ে শঙ্কাই যৌক্তিক?

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বঙ্গোপসাগরকে ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে আক্রমণ করা ও এ দেশগুলোকে ধ্বংস করা- এটাই হচ্ছে কারো কারো উদ্দেশ্য।

বঙ্গোপসাগর ঘিরে বা কাছাকাছি দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা।

এর মধ্যে থাইল্যান্ডের সাথে চীনের মৈত্রী দীর্ঘদিনের আবার মিয়ানমারের সাথে চীনের সখ্যতা আছে। অন্যদিকে, মিয়ানমারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ চীনের তেল ও গ্যাসের দুটো পাইপলাইন আকিয়াব পর্যন্ত বিস্তৃত। অথচ চীনকে ঠেকানোর জন্য ২০০৪ সালে মালাক্কা প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পরিকল্পনা ঢেলে সাজিয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্র এবং এর অংশ হিসেবেই কোয়াড গঠন করা হয়েছিলো।

মাহমুদ আলী বলছেন, 'বঙ্গোপসাগরের যতটুকু গুরুত্ব সেটা এজন্যই। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে এর কোনো গুরুত্ব বা বিশেষত্বের কোনো বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়নি। কারণ বাংলাদেশ নয়, তারা সবদিক দিয়ে নজর রাখতে চায় চীন ও তার গতিবিধির ওপর।' সূত্র : বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের নিরাপত্তা সংলাপ ঢাকায়

৭ পৃষ্ঠার পর

কোনো বিদেশি পর্যবেক্ষক এখনো অনুরোধ জানায়নি বলে জানিয়েছেন সেহেলী সাবরীন। তিনি বলেন, আসন্ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণে কোনো বিদেশি পর্যবেক্ষক এখন পর্যন্ত অনুরোধ জানায়নি। তবে গত ৯-২৩ জুলাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি নির্বাচনি প্রাক-মূল্যায়ন প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেছে। আগামী অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এরূপ একটি প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ সফর করার কথা রয়েছে। তিনি বলেন, আসন্ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বিদেশি পর্যবেক্ষককে অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

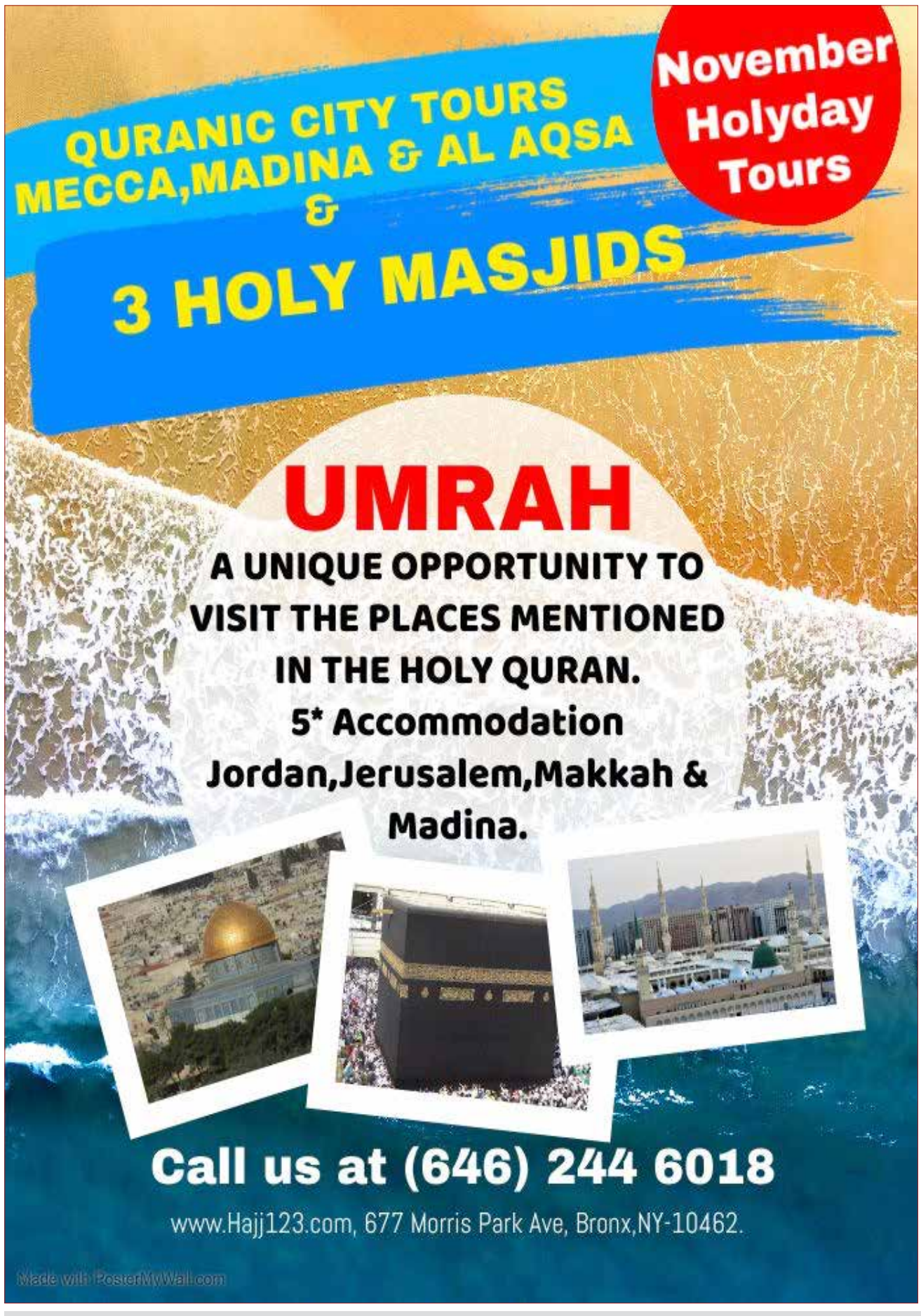

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

ইউক্রেনের সেনাবাহিনীতে প্রবল দুর্নীতি

১২ পৃষ্ঠার পর

সেনাবাহিনীর নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে আলোড়ন হয়েছিল ইউক্রেনে। সেনা পরিচালনায় দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছিল। গুরুত্বপূর্ণ সেনা অফিসারকে বরখাস্ত করেছিলেন জেলেনস্কি। কিন্তু এবার যে দুর্নীতির কথা সামনে এসেছে, তা আকার ও আয়তনে আগের সমস্ত অভিযোগের চেয়ে অনেক বড়।

অভিযোগ, বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগ-অফিসারেরা অর্থের বিনিময়ে ভুয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেট বিলি করেছেন। যে সার্টিফিকেট থাকলে যুদ্ধে অংশ নিতে হবে না। শুধু তা-ই নয়, অর্থের বিনিময়ে অপ্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের কমব্যাট ফোর্সে পাঠানো হয়েছে বলেও অভিযোগ।

এখানেই শেষ নয়, নিয়োগ-অফিসারেরা নিজেদের বাড়ি সেনার জওয়ানদের দিয়ে তৈরি করিয়েছেন বলে অভিযোগ। যুদ্ধের সময় জওয়ানদের ফ্রন্টে না পাঠিয়ে বাড়ির তৈরির কাজে লাগানো হয়েছে। এক অফিসার দুর্নীতির টাকায় পরিবারের একাধিক ব্যক্তির নামে দামি গাড়ি এবং স্পেনে বাড়ি কিনেছেন বলে অভিযোগ।

বরখাস্ত করা অফিসারদের অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেলেনস্কি জানিয়েছেন যারা নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করছেন, তাদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা নির্দোষ। তাদের ফ্রন্টলাইনে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে হবে।

সম্প্রতি সেনা নিয়োগের দপ্তরগুলিতে অডিট করানো হয়েছে। আর সেই অডিট থেকেই এই পরিমাণ দুর্নীতির ছবি সামনে এসেছে। রয়টার্স

পিরোজপুরে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর দাফন

৬ পৃষ্ঠার পর

যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পিরোজপুর শহরে সকাল থেকেই পুলিশ, এপিবিএন সদস্য ও র‍্যাব মোতায়েন ছিল।

সোমবার রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মারা যান সাঈদী।

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ২০১৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। ট্রাইব্যুনালে সাঈদীর বিরুদ্ধে গঠিত ২০টি অভিযোগের মধ্যে ৮টি প্রমাণিত হয়। রায়ের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে তাণ্ডব চালায় জামায়াত-শিবির।

আপিল শুনানির পর ২০১৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সাঈদীকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের আদেশ দেন আপিল বিভাগ।

দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মারা গেছেন

গত সোমবার (১৪ আগষ্ট) রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়েদণ্ডপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাসোমবার রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মারা যান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. রেজাউর রহমান দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন,তিনি রাত ৮টা ৪০ মিনিটে মারা যান।

দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলে মাসুদ সাঈদীও ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অপরাধ সংঘটনের দায়ে আমৃত্যু কারাগারে থাকা ৮৩ বছর বয়সী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে গতকাল বিএসএমএমইউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি বুকে ব্যাথা অনুভব করছিলেন।

সাঈদী জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ছিলেন।

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ২০১৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। ট্রাইব্যুনালে সাঈদীর বিরুদ্ধে গঠিত ২০টি অভিযোগের মধ্যে ৮টি প্রমাণিত হয়। রায়ের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে তাণ্ডব চালায় জামায়াত-শিবির।

এর মধ্যে একাত্তরে ইব্রাহিম কুট্টি ও বিসাবালীকে হত্যার দায়ে আলাদা দুটি অভিযোগে তাকে সর্বোচ্চ সাজা দেওয়া হয়। ওই সাজা থেকে খালাস চেয়ে আপিল করেছিলেন এই জামায়াত নেতা। আর রাষ্ট্রপক্ষ অন্য ছয়টি অভিযোগে সাজা চেয়ে আপিল করে, যেগুলোতে দোষী সাব্যস্ত হলেও ট্রাইব্যুনাল সাজা দেননি।

আপিল শুনানির পর ২০১৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সাঈদীকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের আদেশ দেন আপিল বিভাগ। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বাধীন ৫ বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় ঘোষণা করেন।

২০১০ সালের ২৯ জুন সাঈদী গ্রেপ্তার হন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে। পরে ২ আগস্ট মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে এত ভয় কেন - চরমোনাই পীর

৬ পৃষ্ঠার পর

জিয়া শুধু দেশ স্বাধীনই করেননি। দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। তারই সহধর্মিণী খালেদা জিয়া জাতির প্রয়োজনে ৮২ সালে রাজনীতিতে আসেন। সেই থেকে আপোষহীনভাবে রাজনীতি করে যাচ্ছেন। কিন্তু ১৯৮৬ সালে স্বৈরাচার এরশাদ শাসনামলে চট্টগ্রামের জনসভায় আজকের সরকারপ্রধান বলেছিলেন, যে এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যাবে সেই জাতীয় বেঈমান হিসেবে চিহ্নিত হবে। অথচ, ২৪ ঘণ্টা না যেতেই এরশাদের সাথে আঁতাত করে নির্বাচনের যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এসব ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল বলেন, এ সরকারের কাছে দেশ ও জনগণ কোনটাই নিরাপদ নয়। এরা আবার ক্ষমতায় আসলে দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে।

তিনি বলেন, আজকে গণতন্ত্রের মা খালেদা জিয়াকে আটক রাখা হয়েছে। যে মানুষটি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে ১৮ কোটি মানুষকে একত্রিত করেছেন সে তারেক রহমানকে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দিয়ে আজ নির্বাসিত রাখা হয়েছে। আজকে দেশবাসী শপথ নিয়েছে যতদিন না দেশে গণতন্ত্র ফিরে না আসবে, খালেদা জিয়া মুক্ত না হবে এবং তারেক রহমান বীরের বেশে এদেশে ফিরে না আসবে ততদিন আমরা রাজপথ ছাড়বো না।

ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খানের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েলের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল। এসময় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি তানজিল হাসান, রিয়াদ ইকবাল, রোকনুজ্জামান রোকন, নিজাম উদ্দিন রিপন, আকতারুজ্জামান আকতার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রাকিব, জহিরুল ইসলাম, রিয়াদ উর রহমান, হাসান আল আরিফসহ ছাত্রদলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হাসিনার পক্ষ নিয়ে অ্যামেরিকাকে বার্তা ভারতের

৭ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে অ্যামেরিকার সম্পর্ক ভারতের চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে বলেও মন্তব্য করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গেই বাংলাদেশের জন্য অ্যামেরিকার পৃথক ভিসা নীতির সমালোচনা করেছে ভারত। অ্যামেরিকা জানিয়েছে, বাংলাদেশের নির্বাচন যারা বানচাল করার চেষ্টা করবে, অ্যামেরিকা তাদের সে দেশে ঢুকতে দেবে না। ভারত মনে করে অ্যামেরিকার এই নীতি সরাসরি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো। ভারত এই নীতিকে ভালো চোখে দেখছে না।

জি২০ বৈঠকে এই সবকটি বিষয়ই বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় উঠে আসতে পারে বলে মনে করছে কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ। বস্তুত, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিসাররাও আড়ালে একথা স্বীকার করছেন।- স্যমন্তক ঘোষ, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, নতুন দিল্লি

‘ভারতের ভবিষ্যৎ ও নিরাপত্তা বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত’

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব স্মিতা পন্ত বলেছেন, ভারতের নিরাপত্তাসহ দেশটির ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত। এমনকি দুই দেশ একসঙ্গে অনেক কিছুই করতে পারে। এর মধ্যে পুনরায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং সুন্দরবনের সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলোও রয়েছে।

গত ১৫ আগষ্ট মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

স্মিতা পন্ত বলেন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছিল, কিন্তু খুনিরা তার আদর্শকে পরাজিত করতে পারেনি। ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো ব্যক্তি খুব কমই আছে। তিনি বলেন, জনগণ মৌলবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে অবস্থান গড়ে নেওয়ার পথে রয়েছে এবং এই দেশটি কার্যত অন্যান্য দেশের তুলনায় জাতিসংঘে বেশি শান্তিরক্ষী পাঠিয়ে অবদান রাখছে। খবর টাইমস নাউ এর

পান থেকে চুন খসলে ওয়াশিংটন ভিসা নীতির কথা বলে-ওবায়দুল কাদের

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রতিপক্ষভাবে আর তারা আওয়ামী লীগকে শত্রুভাবে সেটার যাত্রা শুরু করেছিল ২১শে আগস্ট। ১৫ই আগস্ট কিংবা একুশে আগস্টসহ সকল হত্যাকাণ্ড এবং ষড়যন্ত্রের মাস্টারমাইন্ড জিয়া পরিবারের সদস্যরা। নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিএনপি জানে নির্বাচনে তাদের কি দশা হবে। এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে এদেশের ৭০ ভাগ মানুষ ভোট শেখ হাসিনাকে দেবে। যেকোনো সংকট কিংবা সমস্যায় শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা রাখতে সারা দেশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের। খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী ৬ বার হয় কী করে এমন প্রশ্ন রেখে ওবায়দুল কাদের বলেন, ১৫ই আগস্ট কীভাবে তার জন্মদিন হয়। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, পার্লামেন্ট বিলুপ্তি, শেখ হাসিনার পদত্যাগসহ বিএনপি'র কোনো দাবি মেনে নেয়া হবে না, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে- মন চাইলে নির্বাচনে আসবেন, না হয় যা মন চায় তাই করেন।

‘হিন্দু থেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে ভারতে এসেছেন মুসলিমরা,’ নয়া ‘কাশ্মীর ফাইলস’ খুললেন গুলাম নবি আজাদ

৫ পৃষ্ঠার পর

এই মাটিতেই আমরা বার বার ফিরে আসব।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে কাশ্মীর ফাইলসের একটা বড় অধ্যায় যেন তিনি খুলে দিলেন। তাঁর মতে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের একাংশ ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সকলেই জন্মগতভাবে হিন্দু ধর্ম থেকে এসেছেন।

গুলাম নবি আজাদের এই বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল ফেলে দিয়েছে দেশের রাজনীতিতে। বিগত দিনে কংগ্রেস নেতা বলেই পরিচিত ছিলেন তিনি। তবে গত বছর অগস্ট মাসে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তবে দলে থাকাকালীনও তিনি কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বার বার আওয়াজ তুলতেন। তবে এবার তাঁর গলাতেই অন্যরকম সুর। তবে কি তিনি তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারের একেবারে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে তাঁর এই বক্তব্যকে ঘিরে নানা জল্পনা ছড়াতে শুরু করেছে।

কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছেন তিনি। নতুন করে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয়। তার মধ্যেই তিনি নতুন প্রসঙ্গ তুলে আনলেন। সেক্ষেত্রে অনেকেই নতুন করে তাঁর বক্তব্যকে ঘিরে চর্চা শুরু করেছেন।

শুদ্ধ করে বাংলা লিখুন

নিউইয়র্কে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাংলা বানান ও বাক্য বিকৃতভাবে ব্যবহার হচ্ছে। শুদ্ধভাবে বাংলা লেখার আহ্বান জানিয়ে ৩দিন ব্যাপী

গণস্বাক্ষর

■ **২৬ আগষ্ট :** সন্ধ্যে ৬টায় গণস্বাক্ষর কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। স্থান: জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে।

■ **২৭ আগষ্ট :** সন্ধ্যে ৬টায় গণস্বাক্ষর কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। স্থান: ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা।

■ **২৮ আগষ্ট :** সন্ধ্যে ৬টা থেকে গণস্বাক্ষর। রাত ৮টায় গণস্বাক্ষরের চিঠি আনুষ্ঠানিক ভাবে কনসাল জেনারেলের কাছে হস্তান্তর। স্থান: জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে।

আহ্বানে-

দীলিপ মোদক
আহ্বায়ক

ফাহমিদা চৌধুরী লুনা
সদস্য সচিব

গণস্বাক্ষর বাস্তবায়ন উপ-পরিষদ

আউয়াল দুলাল
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

রেজা রহমান
সাধারণ সম্পাদক

গাইবান্ধা সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক

আয়োজনে : গাইবান্ধা সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক

সহযোগিতায় : SHAH FOUNDATION Share your love with us

89-14 168th Street, Jamaica, NY 11432

বাংলাদেশে র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা অনেক জীবন বাঁচাতে সহায়ক হয়েছে

৫ পৃষ্ঠার পর

(এইচআরডব্লিউ) সিনিয়র এশিয়া গবেষক জুলিয়া ব্লেকনার এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের জেফ্রি ম্যাকডোনাল্ড। এইচআরডব্লিউর জুলিয়া ব্লেকনার ছাড়া সবাই লিখিত বক্তব্য দেন।

ব্রিফিংয়ে প্যানেল আলোচক ছিলেন এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন অ্যান্ড এশিয়ান লিগ্যাল রিসোর্স সেন্টারের লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান, রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটসের ফেলো ক্রিস্টি উয়েদা, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ গবেষক জুলিয়া ব্ল্যাকনার ও যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব পিসের সাউথ এশিয়া প্রোগ্রামসের ভিজিটিং এক্সপার্ট জেফ্রি ম্যাকডোনাল্ড।

ব্রিফিংয়ে লিখিত বক্তব্যে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন অ্যান্ড এশিয়ান লিগ্যাল রিসোর্স সেন্টারের লিয়াজোঁ কর্মকর্তা আশরাফুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি আগের মতোই অত্যন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। যদিও র‍্যাব ও এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় একটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব দেখা গেছে। র‍্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কমেছে। আশরাফুজ্জামান আরো বলেন, পরিসংখ্যান বলছেড় এ নিষেধাজ্ঞা অনেক জীবন বাঁচাতে সহায়ক হয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন আসন্ন। জনগণ ভোট দিতে উন্মুখ। কিন্তু একটি বিশ্বাসযোগ্য, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টিকে সরকার কঠিন করে তুলেছে। বাংলাদেশিদের যে মূল্য গুনতে হচ্ছে, তার মাত্রা কমিয়ে আনতে হিউম্যান রাইটস কমিশনকে পূর্ণ শক্তি ব্যবহারের আহ্বান জানান তিনি। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে ২ হাজার ৬৮৩টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এর মধ্যে ২০২১ সালে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ছিল ১০৭টি। কিন্তু ২০২২ সালে এ সংখ্যা ৩১ জনে নেমে আসে। এ বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত আটজন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ গবেষক জুলিয়া ব্ল্যাকনার বলেন, বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব তৈরি হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার ফলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম তাৎক্ষণিকভাবে কমে এসেছে। কিন্তু এখনো লোকজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বেআইনিভাবে আটকে রাখা হচ্ছে। পরে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে বা আদালতে হাজির করা হচ্ছে। কারা হেফাজতে নির্যাতনের কথাও শোনা যাচ্ছে।

জুলিয়া আরও বলেন, নিষেধাজ্ঞার পর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং গুম কমে যাওয়া এই বার্তা দিচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার চাইলে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে পারে। গণতন্ত্র সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানায়নি যুক্তরাষ্ট্র। গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ক্ষুণ্নকারী বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। তবে দেশটিতে জাতীয় নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় সহিংসতা বাড়তে দেখা যাচ্ছে। বাড়ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতন। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ বলে যে দাবি করছে, তা বিশ্বাস না করতে কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

জেফ্রি ম্যাকডোনাল্ড বলেন, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশে যে জাতীয় নির্বাচন হতে যাচ্ছে, তা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বাংলাদেশি এবং আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক দেশটির সর্বশেষ দুটি জাতীয় নির্বাচন (২০১৪ ও ২০১৮ সালের) খুবই ত্রুটিপূর্ণ, সহিংসতাপূর্ণ ও অনিয়মে ভরা ছিল বলে মনে করেন। যে দলই জয়লাভ করুক না কেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বাস পুনরুদ্ধারে সে দেশে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দরকার।

এর আগে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য র‍্যাব এবং এর কিছু শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। এই বছর মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রর বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে ভোট কারচুপির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে।

এর প্রেক্ষাপটে রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটসের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লিটিগেশনবিষয়ক ফেলো ক্রিস্টি ইউয়েদা বলেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে আমরা যেমনটা দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের নির্বাচনকে সামনে রেখে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন, মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক এবং সরকারের সমালোচকদের টার্গেট করে নাগরিক অধিকার সঙ্কুচিত করার ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা উল্লিখিত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতিশোধমূলকভাবে গ্রেফতার, হয়রানি এবং ভীতি প্রদর্শন করছে। কারণ এ কর্মকর্তাদের অন্যায়ের জন্য কোনো জবাবদিহি করতে হয় না।

বাংলাদেশে মতপ্রকাশ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ধীরে ধীরে খর্ব হচ্ছে উল্লেখ করে ক্রিস্টি ইউয়েদা বলেন, মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালের প্রথম ছয় মাসে সাংবাদিকদের ওপর ১৫১টি হামলা হয়েছে। সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ছাড়াও সরকার মিডিয়ার ওপর আক্রমণ করেছে।

তিনি বলেন, এ বছরের জানুয়ারি মাসে রাষ্ট্রবিরোধী খবর প্রকাশের অভিযোগে সরকার ১৯১টি ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে তুচ্ছ কারণে প্রকাশনার লাইসেন্স বাতিল করে প্রধান বিরোধী দলের একটি সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছে।

নিউ ইয়র্ক, চেন্নাই গুয়াংজুসহ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ রুটে ফ্লাইট চালু করছে বিমান

৫ পৃষ্ঠার পর

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। ড্রিমলাইনারের মতো অত্যাধুনিক উড়োজাহাজসহ মোট ২১টি উড়োজাহাজ রয়েছে তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধায়নে। ইউরোপের অন্যতম কোম্পানি এয়ারবাস থেকে নতুন করে আরও ১০টি উড়োজাহাজ ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আকাশপথে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বাড়াতে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর জাপানের নারিতা এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর চায়নায় গুয়াংজু রুটে পুনরায় ফ্লাইট চালু করতে যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় এই উড়োজাহাজ সংস্থাটি। বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শফিউল আজিম দীর্ঘ আলাপচারিতায় মানবজমিনকে এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে চেন্নাই আমাদের প্রথম পছন্দের তালিকায় রয়েছে। এ ছাড়া চায়নার গুয়াংজুর বন্ধ ফ্লাইটটি আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আমরা নতুন করে চালু করতে যাচ্ছি। পাশাপশি জাপানের নারিতা হয়ে অন্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং কোড শেয়ারিংয়ের চেষ্টা করছি।

শুধু এশিয়া নয় পশ্চিমা দেশ বিশেষ করে ইউরোপেও আমাদের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কাজ হাতে নিয়েছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে নিউ ইয়র্কে যে সরাসরি ফ্লাইট চালুর বিষয়টি রয়েছে সেজন্য বিমান বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যা যা করণীয় তার সকল কিছু ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে আমরা নিউ ইয়র্ক ফ্লাইটেও সরাসরি যেতে পারবো। এক্ষেত্রে সে সকল দেশগুলোর এয়ারলাইন্সের সঙ্গে আমাদের কোড শেয়ারিং সহ বিভিন্নভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। আমাদের সিভিল এভিয়েশনের সঙ্গে ফেডারেল এভিয়েশন অথরিটি এবং তাদের ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টের কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ চলমান রয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে এই বছরের শেষের দিকে নতুন রুটে ফ্লাইটের কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। জনপ্রিয় রুটগুলোতে ফ্লাইট সংখ্যা বাড়লে অন্য এয়ারলাইন্সগুলো বিমানের টিকিটের দাম কমাতে বাধ্য হবে এবং এতে করে সাধারণ মানুষের জন্য টিকিট ক্রয় সাধ্যের মধ্যে থাকবে। এখন প্রয়োজন সাহসী এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া। শফিউল আজিম বলেন, জাপানের সঙ্গে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক খুবই ভালো। বাংলাদেশে তাদের ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে। জাপানের সঙ্গে আগে আমাদের সেভাবে কোনো নেটওয়ার্ক ছিল না। সেক্ষেত্রে এটাকে বাংলাদেশ বিমানের বড় একটি অর্জন বলতে চাই। এক সময় এই রুটে ফ্লাইট চলাচল থাকলেও পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন নতুন করে চালুর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হয়েছে। আমাদের এখানকার ছাত্ররা জাপানে পড়তে যাচ্ছেন। জাপানের ব্যবসায়ীরা এখানে আসছেন। প্রতিবেশী দেশ থেকে অনেকেই জাপানে ভ্রমণ করে থাকেন। সুতরাং আমাদের সঙ্গে পশ্চিমে নেটওয়ার্ক আছে। ঢাকা থেকে পূর্ব দিকে ফ্লাইট নেটওয়ার্ক কম ছিল। এটার মধ্যদিয়ে আমাদের নতুন দিগন্ত চালু হলো। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কীভাবে সকলের থেকে নিজেদের আলাদা প্রমাণ করবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটাকে কোড শেয়ারিং বলে। এসপিএ বলে। একেকটি একেক ধরনের ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থায় একটি এয়ারলাইন্স আরেকটি এয়ারলাইন্সের সঙ্গে পার্টনারশিপে কাজ করতে পারে। আমরা সেগুলোকেই ব্যবহার করছি।

এক্ষেত্রে আমার নিজের বিমান যাবে না। কিন্তু আমার বোর্ডিং কার্ড যাবে। কিংবা আমার লভ্যাংশটা তার সঙ্গে শেয়ার করবো। সে আমার সঙ্গে শেয়ার করবে। অথবা তারা যে সকল স্থানে যায় না সেখানে আমরা যাবো। আমরা যেখানে যাচ্ছি না সেখানে তারা যাবে। তাহলে আমার যাত্রীর অপশন বা সুযোগ বেড়ে গেল। দুটি এয়ারলাইন্সের মধ্যে গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং পার্টনারশিপে এটা হয়ে থাকে। বিমান বাংলাদেশ সম্প্রতি গালফ এয়ারের সঙ্গে পার্টনারশিপে কাজ শুরু করেছে। গালফ এয়ার বাংলাদেশ থেকে বাহরাইন পর্যন্ত আমাদের ফ্লাইট নেয়। কিন্তু গালফ এয়ার আমাদের যাত্রীদের নিয়ে যাবে বিমানের টিকিটে। আবার বাংলাদেশ থেকে যদি কেউ ইউরোপে যেতে চায় সেক্ষেত্রে গালফ এয়ার বাহরাইন হয়ে ইউরোপে চলে যাবে। আমার বিমান যেহেতু ইউরোপে যাচ্ছে না তাই আমার থেকে টিকিট কেটে এই সুবিধাটি নিয়ে ইউরোপে চলে যেতে পারবে। একইভাবে ইউরোপ থেকে যদি কেউ বাংলাদেশে আসতে চায় গালফ এয়ার তাদেরকে নিয়ে আসতে পারবে। যেহেতু বাংলাদেশ বিমানের ইউরোপে যাওয়ার সুযোগ নেই তাই প্রোফিট বা মুনাফাটা ভাগাভাগী হবে। তিনি আরও বলেন, বিমানের যাত্রীসেবার মান কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। কেউ যদি অপরাধ করে থাকে সে বিষয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

NAWABGONJ ASSOCIATION OF USA INC
নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্‌ক

১৭তম বার্ষিক Annual Picnic
বনভোজন

তারিখঃ

২০ আগস্ট ২০২৩,রবিবার

স্থানঃ Wantagh park (Pavilion- Shelter-1)
1 King Rd, Wantagh, NY 11793

চাঁদার হার
পরিবারঃ ১২৫ ডলার
এককঃ ৫০ ডলার

প্রধান অতিথিঃ
ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও
কুইন্স সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার এন্ড মার্কর্স হোম কেয়ার

গেষ্ট অব অনারঃ
মহিউদ্দিন দেওয়ান
সিনিয়র সহ সভাপতি
বাংলাদেশ সোসাইটি

উদ্বোধন করবেনঃ
মো: গিয়াস উদ্দিন
রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি লিডার

বিশেষ কৃতজ্ঞতায়: **বদরুল ইসলাম খান বাদল** (প্রতিষ্ঠাতা নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন)

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

মোহাম্মদ আলী, সভাপতি, বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি ইনক
আরিফ আহমেদ চৌধুরী, সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা এসোসিয়শন
বাসেত রহমান, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি,সাবেক প্রধান উপদেষ্টা, ঢাকা জেলা এসোসিয়শন
ইঞ্জিনিয়ার ফারুক হোসেন, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা, ঢাকা জেলা এসোসিয়শন
ডা: তাজুল ইসলাম, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন
আলাউদ্দিন আহমেদ, সাবেক সভাপতি কেরানীগঞ্জ ফাউন্ডেশন, ইউএসএ ইনক
হাবিব জোয়ার্দার, সাবেক সভাপতি কেরানীগঞ্জ ফাউন্ডেশন, ইউএসএ ইনক
রফিকুল ইসলাম মুরাদ, ট্রাস্টি সদস্য,দোহার উপজেলা সমিতি
কামাল হোসেন রাকিব, সিনিয়র সহ সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন
আমিনুল ইসলাম কচি, সভাপতি কেরানীগঞ্জ ফাউন্ডেশন, ইউএসএ ইনক
আমান উলাহ আমান, সভাপতি, সাভার উপজেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক
পংকজ রায়, সভাপতি ধামরাই উপজেলা সোসাইটি ইউএসএ ইনক
রীনা মাসুদ, সিনিয়র সহ সভাপতি, দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনক

আস্‌সালামু আলাইকুম, আগামী ২০শে আগষ্ট রোজ রবিবার ২০২৩, সবুজ শ্যামল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, মনোরম পরিবেশে নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএস ইনক এর বার্ষিক বনভোজন লং আইল্যান্ডের Wantagh Park এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজন অনুষ্ঠানে আপনি/আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে

আমিন মেহেদী বাবু
আহ্বায়ক
৯১৭-৬০১-১৬৫০
যুগ্ম আহবায়ক
মজিবুর রহমান বাবু
গণেশ কীর্ত্তনিয়া

শেখ আব্দুল মালেক
প্রধান সমন্বয়কারী
৬৪৬-৬৩৯-৭০৭৭
সমন্বয়কারী
মো: ইউসুফ বিজু
আতাউর রহমান খাঁন

মো: মিলন মোল্লা
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
৩৪৭-৬২১-৬২৬৮
পৃষ্ঠপোষক
তানভীর এ মিলন
নাসিম খান

ইসহাক মিয়া
সদস্য সচিব
৬৪৬-৬৪১-৫০৭৩
যুগ্ম সদস্য সচিব
গোলাম খান লিপন
গোলাম জিয়া উদ্দিন মনিফ

বিশেষ আকর্ষণ
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
খেলাধুলা
সুস্বাদু খাবার

অর্থ সংগ্রহেঃ শফিক খান
র‍্যাফেল ড্রঃ বদরুল ইসলাম খান বাদল, এস মিয়া তৌহিদ, বাবুল দেওয়ান
আপ্যায়নেঃ ওয়াজেদ মিয়া, শেখ অয়ন আহমেদ
ক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিচালনায় মো: মিঠু মিয়া, শহিদ জামান বাবু, মেহেদী হাসান
সাংস্কৃতিক পর্ব পরিচালনায়ঃ শাওন ভূইয়া, সোহেলা পারভীন বেবী এবং সেলিম ইব্রাহিম

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উপদেষ্টামন্ডলী: **প্রধান উপদেষ্টা মোঃ মনছুর আলম**
উপদেষ্টা: আব্দুস সাত্তার খাঁন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল ইসলাম, বদরুল ইসলাম খাঁন বাদল, আমিন মেহেদী বাবু, মনিরুজ্জামান মনির, বাবুল দেওয়ান, আব্দুল কাইয়ূম, এম রহমান সাচ্চু, এস মিয়া তৌহিদ, হাবিবুর রহমান, বখতিয়ার খোকন, মো: মাসুদ শাহ

সার্বিক সহযোগিতায়:

গোলাম এন হায়দার মুকুট *(সিনিয়র সহ সভাপতি)*, আব্দুর রশিদ বাবু, রুবেল চৌধুরী,গণেশ কীর্ত্তনিয়া, শিল্পী রাণী মন্ডল, ইব্রাহিম ভূইয়া, নেছার আহমেদ, মো: লিটন, আবুল কালাম আজাদ, ইশরাত জাহান, মানিক ওয়াদুদ, মোহাম্মদ আলী, শামীম আহমেদ, নিরাঞ্জন শীল, আবুল কালাম কিরণ, হাবিবুর রহমান হাবিব, তানভীর করিম,

শুভেচ্ছাসহ

মোঃ উজ্জল বিপুল
সভাপতি
৯১৭-৫৪৭-৩৭৭৪

আসাদ জামান
সাধারণ সম্পাদক
৯২৯-৫৮৪-৭০১০

প্রচার সম্পাদক মুয়াজাদ্দিদ খান নয়ন কৃর্তক প্রচারিত

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বছরব্যাপী স্কলারশিপ পেলেন বাংলাদেশের ২০০ শিক্ষার্থী

৫ পৃষ্ঠার পর

অংশ নিয়ে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে যায়। ২০০৪ সালে প্রথম শুরু হয় এই কার্যক্রম। এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৫০০ এর বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী এতে অংশ নিয়েছেন। বিশ্বের ৮৫টি দেশে এই কার্যক্রমের অধীনে ১ লাখের বেশি প্রাক্তন শিক্ষার্থী আছেন।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পক্ষ থেকে আমেরিকা ও বাংলাদেশের জনগণের সম্পর্ক জোরদার করবে এই কার্যক্রম। পাশাপাশি দুইদেশের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সংযোগ বৃদ্ধিসহ স্থানীয় শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনী শিক্ষার সুযোগ তৈরির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশি তরুণদের ক্ষমতায়ন করবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে এত ভয় কেন - চরমোনাই পীর

৬ পৃষ্ঠার পর

অতীতে আপনাদেরও দাবি ছিল। আমাদেরও আছে, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাস্তবায়নে আপনাদের এত গড়িমসি কেন? এ দাবি বাস্তবায়নে গড়িমসি করে দেশটাকে আপনারা হুমকির মুখে ফেলবেন না।

সদর উপজেলা শাখার সভাপতি হাফেজ মাওলানা রেজাউল করিম রাজুর সভাপতিত্বে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ বেলায়েত হোসেন, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মাও লোকমান হোসেন জাফরী, টাঙ্গাইল জেলা শাখার সভাপতি আকরাম আলী, সাধারণ সম্পাদক আখিনুর মিয়া, সহ-সভাপতি আব্দুল কাদের, জাতীয় শিক্ষক ফোরাম ময়মনসিংহ বিভাগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেজাউল করিম, টাঙ্গাইল জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক আনিসুর রহমান সিল্টু, সদর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নাজমুস সাদাত আবির প্রমুখ।

১৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া শিক্ষার্থী বেড়েছে ৩ গুণ

৫ পৃষ্ঠার পর

অনুমোদন দিয়েছে। বর্তমানে দেশের ৫৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের অধিভুক্ত কলেজ এবং ও ১১১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৪ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। তবে শিক্ষাবিদরা বলছেন, অধিকাংশ নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, দক্ষ অনুষদ ও গবেষণা সুবিধার অভাব রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সাবেক সদস্য দিল আফরোজা বেগম বলেন, শিক্ষার মান নিশ্চিত না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে খুব বেশি লাভ নেই।

দিল আফরোজা বেগম সম্প্রতি দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন,আমরা ভবন নির্মাণের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি, কিন্তু মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ভালো শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণা সুবিধা, আধুনিক গবেষণাগারসহ অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছি না।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান পরিমাপের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু, আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পারফরম্যান্স খারাপ।

২০২৩ সালের টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ৬০১ থেকে ৮০০তম স্থানের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) রয়েছে ১ হাজার ২০২ থেকে ১ হাজার ৫০০ এর মধ্যে।

১৩টি সূচকের ওপর ভিত্তি করে ১০৪টি দেশের ১ হাজার ৭৯৯টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এই র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক টাইমস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৩ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি যথাক্রমে ১৮৬তম ও ১৯২তম স্থানে রয়েছে। এই র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছে ৩১টি অঞ্চলের ৬৬৯টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী বলেন,নতুন কিছুই শিখছিলাম না। বিশেষ কিছু শেখার বা এবং গবেষণার স্বাধীনতাও তেমন নেই। আমি যে খাতে কাজ করতে চাই তার জন্য সংশ্লিষ্ট দক্ষতা বাড়াতেও কোনো সহযোগিতা পাচ্ছি না।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের জন্য চেষ্টা করছেন তিনি।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানি, জাপান ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো উচ্চশিক্ষার জন্য জনপ্রিয় গন্তব্য হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক শিক্ষার্থী এর বাইরের দেশগুলোকেও বেছে নিচ্ছেন।

ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ১১ হাজার ১৫৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। এরপরই আছে যুক্তরাষ্ট্র ও মালয়েশিয়া। দেশ ২টিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা যথাক্রমে ৮ হাজার ৬৬৫ ও ৬ হাজার ১৮০ জন।

ফরেন অ্যাডমিশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি কাজী ফরিদুল হক বলেন, পড়াশোনার খরচ তুলনামূলক কম হওয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হাজারো শিক্ষার্থী সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালয়েশিয়ায় যাচ্ছেন।

তিনি দাবি করেন,অনেক শিক্ষার্থী, বিশেষ করে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এসব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে যায়।

ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে অ্যাফিলিয়েটেড। এ কারণে যারা যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরাসরি ভর্তি হতে পারেন না, তাদের পছন্দের তালিকায় থাকে এসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন,আগে তো শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত কিংবা খুব মেধাবী শিক্ষার্থীরাই বিদেশে পড়াশোনা করতে যেতো। কিন্তু এখন আর্থিক সচ্ছলতার কারণে উচ্চ-মধ্যবিত্তের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত পরিবারও তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাতে পারে।

শিক্ষা পরামর্শদাতা সংস্থাগুলোর মতে, ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা স্নাতক সম্পন্ন করার জন্য বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেতে পছন্দ করে। তবে, বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা সাধারণত স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য বিদেশে যায়।

দিল আফরোজা বেগম বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সাধারণত পাঠ্যক্রমের পার্থক্যের কারণে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় সমস্যায় পড়ে।

তিনি বলেন,এ ছাড়া, সীমিত চাকরির বাজার, সেখানেও স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির কারণে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে দিতে চান।

তবে অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বড় সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষার অভাব একটি বড় সমস্যা।

তিনি বলেন,এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের ঘাটতি রয়েছে। এর বেশিরভাগেরই শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত গবেষণা সুবিধা এবং মানসম্পন্ন ফ্যাকাল্টি নেই।

দুঃখজনকভাবে, এ দেশে শিক্ষার বিষয়টি কেবল পরীক্ষা ও সনদকেন্দ্রিকই রয়ে গেছে, জ্ঞানকেন্দ্রিক নয়। আমরা সংখ্যার দিকে জোর দেই, মানের দিকে নয়, যোগ করেন তিনি।

অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও দিল আফরোজা বেগম দুজনেই বলেন, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণেও অনেক শিক্ষার্থী উন্নত শিক্ষা ও জীবনের জন্য বিদেশে চলে যায়।

অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বাংলাদেশ এই শিক্ষার্থীদের মেধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। কারণ, এসব এই শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে আসেন না।- সুত্র ডেইলি ষ্টার

আমেরিকান ড্রিম' নিয়ে মিথ ভেঙে হার্ভার্ডের শীর্ষ সম্মাননা পেলেন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ

৮ পৃষ্ঠার পর

তিনি করোনার বিস্তৃতি মোকাবিলার জন্য দ্রুত ও উন্নত কোভিড টেস্ট সিস্টেম তৈরি করেছেন তিনি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা এলান এম গারবার বলেন, অর্থনীতির গতিশীলতা নিয়ে রাজের যুগান্তকারী কাজ এবং নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে তাঁর এসব ডেটা (উপাত্ত) বিনিময়ের প্রচেষ্টা 'আমেরিকান ড্রিমকে' সবার কাছে আরও সহজলভ্য করবে। গারবার আরও বলেন, মাইক ও রাজ- দুজনই অনন্য গবেষক। তারা শুধু যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি সাধন করেছেন তা নয়, তারা বর্তমান ও ভবিষ্যতে মানুষের জীবনের উন্নয়নেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিজ্ঞান বা মানুষের জীবনে উন্নয়নে সবচেয়ে বড় অবদান রাখা হার্ভার্ড কমিউনিটির সদস্যদের প্রতি দুই বছর পর পর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। চেটি বলেন, তাঁর বাবা মা দক্ষিণ ভারতের গ্রামে নিম্নবিত্ত পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য পরিবার থেকে তাঁদেরকে নির্বাচন করা হয়। এই জন্য তাঁরা বিদেশে আসার সুযোগ পান। নয় বছর বয়সে তিনি ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তিনি আরো বলেন, 'সেসময়ে উন্নয়নশীল দেশে পরিবার থেকে এক সন্তানকে এভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হতো। কারণ প্রতিটি সন্তানকে উন্নত শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা তাদের জন্য সম্ভব ছিল না। ভাগ্যক্রমে আমার মা ও বাবা- দুজনই দুই পরিবার থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।' এই যে সুযোগ তিনি পেলেন, এর কারণেই তার ও তার কাজিনদের মধ্যে জীবনে বড় পার্থক্য তৈরি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

চেটির পর্যবেক্ষণ হলো- শিশুদের বিকাশে ভৌগোলিক অবস্থান সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। যুক্তরাষ্ট্রের কিছু জায়গা আছে, যেখানে একই ধরনের সামাজিক অবস্থানের হলেও শিশুদের উন্নতির সম্ভাবনা বেশি। চেটির কাছে এই পুরস্কার অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পুরস্কারের মাধ্যমে অর্থনীতিকে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। এনডিটিভি

রাশিয়া নিয়ে ইরানকে যে প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের

৯ পৃষ্ঠার পর

পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন মঙ্গলবার জানিয়েছেন, ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ঝুঁকি কমাতে ইরানের যে কোনো পদক্ষেপকে স্বাগত জানাবেন তারা। ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের এমন আহ্বান নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দপ্তর হোয়াইট হাউজ এবং ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি কোনো পক্ষই।রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলমান যুদ্ধে ড্রোনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই ইউক্রেনের অবকাঠামো লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী। আর রাশিয়াকে এসব ড্রোনের বেশিরভাগই যোগান দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের পারমাণবিক শক্তিসমৃদ্ধ দেশ ইরান। তাদের ড্রোন ব্যবহার করে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর শক্তি অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছে মস্কো।

ইতিহাসের ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে কানাডা ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় জরুরি অবস্থা

বিগত কয়েক দিনে সেখান থেকে আরও কয়েক শ মানুষ পালিয়েছেন।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ইয়োলোনাইফ থেকে হাসপাতালে ভর্তি ও কারাবন্দীদেরও সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার (১৭ আগষ্ট) ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আদ্রিয়ান ডিক্স বলেছেন, প্রায় ৫৫ জন রোগী ও সেবাকেন্দ্রে নিবাসীদের ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এ ছাড়া ৯০ কারাবন্দীকে ইয়োলোনাইফ থেকে নিরাপদে নেওয়া হয়েছে। এখন যাঁরা দাবানল থেকে বাঁচতে ইয়োলোনাইফ ছাড়ছেন, কয়েক দিন আগে তাঁদের অনেকেই একই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। দাবানলের আগুনের জেরে তাঁরা চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ফোর্ট স্মিথ ও হে রিভার শহর ছেড়ে ইয়োলোনাইফে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইয়োলোনাইফ থেকে ভ্যানকুভারে সরে যাওয়া বাসিন্দাদের মধ্যে একজন হানা ভ্যান ডার উয়েলেন। একটি বিয়েতে অংশ নিতে ইয়োলোনাইফে গিয়েছিলেন তিনি। শহরটির অবস্থা এখন 'ভুতুড়ে' উল্লেখ করে এই নারী বলেন, 'আমি হোটেলের রেস্তোরাঁয় খাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন টাইটানিকে রয়েছি। টাইটানিক সিনেমার একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ছিলজখন সবাই খাবার খাচ্ছিলেন, আর হঠাৎ চিৎকার আসা শুরু করল।'

এদিকে ইয়োলোনাইফের থেকে প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার উত্তরে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার কেলোনা শহর থেকেও দাবানলের মুখে লোকজনকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সেখানে ১ লাখ ৫০ হাজারের বেশি বাসিন্দা রয়েছেন। শহরটির পশ্চিমাঞ্চলে কিছু অবকাঠামো ইতিমধ্যেই আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ প্রদেশের লিটন শহরের বাসিন্দাদেরও নিরাপদে সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ২০২১ সালেও দাবানলের ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শহরটি। সে সময় শহরের এক হাজারের বেশি বাসিন্দাকে নিরাপদে সরে যেতে হয়েছিল। তাঁদের বেশির ভাগই আগুন নেভার পর বহুদিন লিটনে ফিরে আসতে পারেননি।

দাবানলের আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ইয়োলোনাইফে যেন আগুন প্রবেশ না করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে কাজ করছেন তাঁরা। উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও। কানাডার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ফায়ার সার্ভিসের কর্মী মাইক ওয়েস্টউইক বলেন, সামনের দিনগুলোকে বাতাস আগুনকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেবে। এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। সামনের দিনগুলো কঠিন হবে।সূত্র : বিবিসি

ট্রাম্পের নির্বাচনি মামলার শুনানি ৩ বছর পেছানোর অনুরোধ

৮ পৃষ্ঠার পর

হন। এ নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ তুলে পরাজয় মানতে অস্বীকৃতি জানান তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বাইডেনের জয়ের সত্যায়নে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশন বসে। সত্যায়ন প্রক্রিয়া ঠেকাতে ট্রাম্পের উসকানিতে তার সমর্থকরা কংগ্রেস ভবনে (ক্যাপিটল হিল) হামলা চালান। অভিযোগে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আরও ছয়জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন মার্কিন রাজনীতিক রুডি গিলিয়ানি বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৩ আগস্ট ট্রাম্পকে ওয়াশিংটনের একটি আদালতে তলব করা হয়েছে।

ট্রাম্পকে বিষ মেশানো চিঠি পাঠানোয় নারীর ২২ বছরের কারাদণ্ড

৮ পৃষ্ঠার পর

হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজি কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন জানিয়েছে, রিকিন বিষের এখনো কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি। এটির কারণে ৩৬ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যে কারও মৃত্যু হতে পারে। ; এর আগে ২০১৪ সালের মিসিসিপতে যুক্তরাষ্ট্রে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও তার কর্মকর্তাদের বিষাক্ত চিঠি দেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ২৫ বছরের কারদণ্ড দেওয়া হয়।

সৌদির এআই ল্যাবের প্রধান গবেষক হলেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী এহসান হক

৬০ পৃষ্ঠার পর

সরকারের তথ্য ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণাকেন্দ্র সাডায়ায় কাজ করবেন তিনি। সাডায়ার পূর্ণরূপ সৌদি ডেটা অ্যান্ড এআই অথোরিটি।

সৌদি আরবের জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণাকেন্দ্রের প্রধান গবেষক হিসেবে যোগ দিলেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ও গবেষক এহসান হক। সৌদি সরকারের তথ্য ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণাকেন্দ্র সাডায়ায় কাজ করবেন তিনি। সাডায়ার পূর্ণরূপ সৌদি ডেটা অ্যান্ড এআই অথোরিটি। অর্থাৎ সৌদি তথ্য ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কর্তৃপক্ষ।

২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত সাডায়ার লক্ষ্য সৌদি আরবকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বের অন্যতম শক্তিতে পরিণত করা। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্বালানি বা চালিকাশক্তির নাম তথ্য। এই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে শক্তিশালী পরাশক্তি হয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পেছনে ইতিমধ্যেই ২০ বিলিয়ন বা ২ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে। ২০৩০ সালে এটি ১৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে এহসান হক বলেন, লক্ষ্য অর্জনে সময়োপযোগী নীতিমালা, কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে তিনি নেতৃত্ব দেবেন সৌদির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক সব রকম গবেষণা ও উন্নয়নে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুষম এবং নৈতিক প্রয়োগ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রড়যেমন স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, ধর্ম, জলবায়ুসহ অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে কীভাবে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা করবেন তাঁরা।

'আমার ইচ্ছা আছে জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের কাজগুলো সম্পর্কে বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্য লেখালেখি করব। তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করব।

এহসান হক, বিজ্ঞানী ও গবেষক

বাংলাদেশি এই গবেষক বিজ্ঞানচিন্তাকে বলেন, 'বিজ্ঞানের প্রয়োগ শুধু উদ্ভাবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের নৈতিক ব্যবহার, নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং বাস্তব ধর্মী প্রশিক্ষণের দায়িত্বও বিজ্ঞানীদের ওপরেই বর্তায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, একজন শিক্ষাবিদ বা বিজ্ঞানী তাঁর চিরাচরিত স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দূরে সরে অন্য কিছু কেন করবেন? আর করবেনই-বা কী করেড়নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ তো খুব সীমিত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যাঁরা নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কাজ করেন, তাঁদের বেশিরভাগও ঠিক একইভাবে বিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন। তাহলে বিজ্ঞান ও নীতিমালার সঠিক সংমিশ্রণ কী করে সম্ভব? সেই তাড়না থেকেই আমি এই নতুন ভুমিকায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার ইচ্ছা আছে জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের কাজগুলো সম্পর্কে বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্য লেখালেখি করব। তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করব। চেষ্টা করব যেন তাঁরা ভবিষ্যতের এই অতিপ্রয়োজনীয় কাজগুলোতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন।'

এহসান হক ২০১৪, ২০১৬ এবং ২০১৯ সালে গুগল ফ্যাকাল্টি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অব মেডিসিন তাঁকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একজন উদীয়মান পথপ্রদর্শক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

এহসান হকের জন্ম ঢাকায়, ১৯৮১ সালে। ছোটবেলায় পড়াশোনা করেছেন ঢাকার উদয়ন স্কুলে। সালে। ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিকের পাট চুকিয়ে স্নাতকের জন্য পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। পেন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটারবিজ্ঞানে স্নাতক সম্পন্ন করেন। ইউনিভার্সিটি অব মেমফিস থেকে মাস্টার্স করেছেন ২০০৭ সালে। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বা এমআইটির মিডিয়া ল্যাব থেকে পিএইচডি ও গবেষণা। উদ্ভাবন করেছেন ম্যাক ও লিসা নামের দুটি কম্পিউটার সিস্টেম। সেগুলো মুখভঙ্গি দেখে মানুষের কথা বুঝতে পারে। ২০১৬ সালে এমআইটি টেক রিভিউ ৩৫ বছরের কম বয়সী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন হিসেবে ভূষিত করে তাঁকে। ২০১৭ সালে সায়েন্স নিউজ তাঁকে 'টেন সায়েন্টিস্ট টু ওয়াচ' হিসাবে চিহ্নিত করে।

Astoria Street Fair
এস্টোরিয়া 2023
পথমেলা ২০২৩
Monday 4th September 2023
(Labor Day)
From 10:00 AM - 7:00 PM
at 29th St, Astoria, NY 11106
(Between 35th & 36th Ave)
Admission Free
প্রবেশ ফ্রি
নৃত্যশিল্পী
RAFFLE DRAW
উপস্থাপনায়
সুতিপা চৌধুরী সম্পা
সৌরভ ইমাম
স্পন্সর
মেলায় আপনাদের জন্য রয়েছে
গান, নিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাথে আরও থাকছে স্নাক্স আইটেম।
মেলার মুল উদ্দেশ্য কমিউনিটির সকলের সাথে আনন্দ উপভোগ
এবং মিলনমেলা। উক্ত মেলায় সবাই আমন্ত্রিত।
এস্টোরিয়া পথমেলা ২০২৩
কার্যকরী কমিটি
সোহেল আহমেদ সভাপতি
কয়েছ আহমেদ সহ-সভাপতি
এরশাদুল আমিন সহ-সভাপতি
মোঃ জাবেদ উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক
মোঃ এহসানুল ইসলাম (শিমুল) সহ সাধারণ সম্পাদক
এমদাদ রহমান তরফদার কোষাধ্যক্ষ
মইনুল হক চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক
সদস্যঃ ফয়ছল আহমেদ, আবু সোলেমান, সামছুল ইসলাম, মীর জাকির, রুবেল আহমেদ, সাব্বির আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, মোঃ মির্জা, মোঃ শাহীন হাসনাত, নুরুল হক, মোঃ এইচ রশীদ, কাহিমুজ্জামান, কাজী মরিয়ম (নাবিলা), তানজুম লগ্ন।
উপদেষ্টা মন্ডলীঃ এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, চৌধুরী সালেহ, সৈয়দ মামুন, আব্দুর রহমান, মোঃ তোজাম্মেল মিয়া (তানজিল), মোঃ সাহাবুদ্দিন, মোঃ কাদের খান
"AWS" Code for $10 Bonus
No Fee
Taptap Send
MHC
MARKS HOME CARE
Mohammad Amir Hossain (Kamal)
Cell: 917-693-8661
EXIT LUXURY INC.
APOLLO INSURANCE BROKERAGE
REPAIR & COLLISION
LONG ISLAND CITY
718-701-2000
183-14 Jamaica Ave
HELLO! BANGLADESH RESTAURANT
ITTADI
CASH & CARRY
HOME CARE SERVICES
RUKON HAKIM
$24
917 362 2442
BONOFUL
GROCERY & HALAL MEAT
29-11 36 Ave, Astoria, NY
Moin Choudhury, Esq.
AHAD&CO
Wasi Choudhury & Associates LLC
Waris Ali
iTrade Inc
Taxes
e-file
Hyatt PHARMACY
Mollika Electronics
7373 37th Rd, Queens, NY 11372
Phone : (718) 429-2578
AMIN PHARMACY INC.
DRUG & SURGICAL
greenapple delight
UNITED ASTORIA HALAL
Live Poultry Corp
718-729-1445
Koyes Ahmed
FLOWERS BY LUNELLY
29-22 36th Ave, Long Island City, NY 11106
Phone : 718 784 0112, 800 944 5032
SNS Accounting & General Services
TIME television
USA NEWS ONLINE.COM
AN AUTO REPAIR & COLLISION INC.
MINI AUTO PARTS
মোহাম্মদ এন. মজুমদার LLM
Chairman CB 9, Bronx
3 BROS
25-03 30th Ave.
Astoria, NY 11102
718-777-7133
CHPE
Hydro Québec
Champlain Hudson Power Express
আয়োজনেঃ
Astoria Welfare Society USA Inc
Community Organization (Non Profit Organization)
E-mail: mjabed1969@gmail.com

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে বঙ্গবন্ধুর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ১৫ আগস্ট ২০২৩ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও 'জাতীয় শোক দিবস' পালন করে। এ উপলক্ষে কনস্যুলেটে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে এক উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মিডিয়া ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।অনুষ্ঠানের শুরুতে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে উপস্থিত অতিথিবৃন্দসহ কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন । জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী'র বাণী পাঠ করা হয়। জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্য ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টে সকল শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এদিনটিকে ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় বলে অভিহিত করেন। বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে সকল গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব প্রদান করেছেন এবং তাঁরই বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে বলে কনসাল জেনারেল মন্তব্য করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন অন্যায়, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর বলে তিনি যোগ করেন। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্টনীতির মূল ভিত্তি "সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়" উল্লেখ করে কনসাল জেনারেল বলেন যে,বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র বাঙালীরই নয় বরং তিনি বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রেরণার অবিরাম উৎস । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশর উন্নয়ন, অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অর্জনের উপর কনসাল জেনারেল আলোকপাত করেন। কনসাল জেনারেল সকলকে যার যার অবস্থান থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' স্বপ্নের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার আহবান জানান। তিনি সবার মাঝে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, দর্শন ও চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আগত অতিথিবৃন্দ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবময় জীবন, নীতি, সংগ্রাম ও আদর্শের উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্য ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গমাতা দিবস ও 'জাতীয় শোক দিবস' পালন

নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গমাতা দিবস ও 'জাতীয় শোক দিবস' পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৪ আগস্ট সোমবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের সভাপতি ডা. মোঃ ইনামুল হক এম.ডি.'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান, আব্দুল হাসিব মামুন ও আব্দুর রহিম বাদশাহ, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুজ্জামান, সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক ফজলুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা আহমদ ভূইয়া প্রমুখ। আরও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা হুসনে আরা, লেখক ফাহিম রেজা নূর, মোঃ জহুরুল ইসলাম, এডভোকেট মোর্শেদা জামান, বীর

মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজ পাটোয়ারী, জয়নাল আবেদীন জয়, নুরে আলম জিকু, প্রকৌশলী মোঃ লুৎফুর রহমান, ইউনুস সরকার, সৈয়দ রুহুল আলী, কাজী তোফায়েল ইসলাম, ফারুক আহমেদ লস্কর, মোঃ আক্তার হোসেন, মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন সংগঠনের সহ সভাপতি কবি শাহীন ইবনে দিলোওয়ার। দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মোঃ মঈন উদ্দিন। জাতির পিতা ও বঙ্গমাতাসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা পর্বে বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কথা বললে স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের কথা। বক্তারা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবন ও কর্ম এবং দেশ ও জাতিগঠনে তাঁর অসমান্য অবদানের নানা দিক তুলে ধরে বলেন, জাতির পিতার দীর্ঘ গৌরবময় সংগ্রামে, সকল সঙ্কটে অকুতোভয়, নির্ভিক সহযাত্রী ছিলেন বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। সঙ্কটময় রাজনৈতিক জীবন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও তিনি সবসময় বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে শক্তি যুগিয়েছেন। বঙ্গমাতার জীবনাদর্শ ও মুল্যবোধ সকল নারীর অনুকরণীয় আদর্শ। জাতির পিতার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য থেকে নানা উদ্বৃতি তুলে ধরেন বক্তারা। কীভাবে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বঙ্গমাতা দলীয় কর্মকান্ড সচল রাখতে ভূমিকা রেখেছেন, কীভাবে অবলীলায় দলীয় কর্মী এবং দলের প্রয়োজনে তাঁর সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেছেন; ৬ দফা, ৭ মার্চের কালজয়ী ভাষণসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বঙ্গবন্ধুকে অটল থাকতে কীভাবে বঙ্গমাতা সাহস যুগিয়েছেন, অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেও হাসিমুখে কীভাবে সংসার আগলে রেখেছেন, ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে কিভাবে নির্লোভ ও সাধাসিধে জীবন যাপন করেছেন তার নানা দিক উঠে আসে আলোচকদের বক্তব্যে। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের সভাপতি ডা. মো: ইনামুল হক ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ।ইউএসএনিউজ

পিএইচডি করে দুধ বিক্রি, দৈনিক আয় ১৭ লাখ টাকা

৬০ পৃষ্ঠার পর

দেখেননি কিশোর ইন্দুকুরি। শেষমেশ শুরু করেন দুধ বিক্রি করা। এক দশকের বেশি আগে শুরু করা ওই ব্যবসা থেকেই এখন তার দৈনিক আয় প্রায় ১৭ লাখ টাকা।

আনন্দবাজারের খবরে বলা হয়, কিশোরের জন্ম হায়দরাবাদের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবা বেসরকারি সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার। হায়দরাবাদে বেড়ে ওঠা কিশোর খড়্গপুর আইআইটি থেকে রসায়নে ডিগ্রি লাভ করেন। এর পর উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা পাড়ি দেন।

আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) থেকে স্নাতকোত্তরের পড়াশোনার পর সেখান থেকেই পিএইচডি করেন কিশোর। রয়েছে আইআইটির শিক্ষাও।

এমআইটিতে গবেষণার পর অ্যারিজোনায় ইন্টেল করপোরেশনে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন কিশোর। অ্যারিজোনার শ্যান্ডলার শহরে একটি বাড়িও কিনে ফেলেন। বেশ সুখের দিন কাটছিল। একদিন আচমকাই তিনি চাকরি ছেড়ে দেন।

আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে নিজের ব্যবসা শুরু করেছিলেন কিশোর। বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার জন্য যেসব পরীক্ষা দিতে হয়, এ দেশের পড়ুয়াদের, তার প্রশিক্ষণ শুরু করেন তিনি। তবে তাতে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি।

কোচিং সেন্টারের ব্যবসায় মার খেয়ে সবজি চাষে মন দেন কিশোর। সবজি বিক্রির সংস্থাও খুলেছিলেন। এসব করতে গিয়ে তত দিনে চাকরি থেকে সঞ্চয়ের এক কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে।

ব্যবসায় মার খেলেও হতোদ্যম হননি কিশোর। ২০১২ সালে একসঙ্গে ২০টি গরু কিনে ডেইরির ব্যবসা শুরু করেন।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেই সময় লিটারপ্রতি ১৫ টাকায় দুধ বিক্রি করত তার সংস্থা। তবে ১ লিটার দুধের দাম ১৫ টাকা রাখলেও তা তৈরি করার খরচ ছিল ৩০ টাকা। তবে গোড়ায় লোকসানের মুখ দেখলেও ব্যবসা চালু করতে প্রায় সব কিছুই করেছেন কিশোর।

সংবাদমাধ্যমের দাবি, সংস্থার যাত্রা শুরুর সময় নিজের হাতে যাবতীয় খুঁটিনাটি দেখতেন কিশোরই। তা সে গরুর দুধ দোয়ানো হোক বা দুধের ডেলিভারি।

নিজের সংস্থার বাজার ধরতে গোড়ায় মার্কেটিং দল ছিল না কিশোরের। ফলে নিজেই শুরু করেছেন বিপণন। ক্রেতাদের বলতেন, তার সংস্থার দুধে জল মেশানো নেই। নেই ক্ষতিকারক হরমোনের উপস্থিতি।

এসব পরিশ্রমের কারণে একসময় হায়দরাবাদের ঘরে ঘরে তার সংস্থার দুধ পৌঁছে গিয়েছিল। খাঁটি দুধের স্বাদ পেয়ে ধীরে ধীরে শহরের সবচেয়ে বড় বেসরকারি দুধ সরবরাহকারী সংস্থায় পরিণত হয় কিশোরের সংস্থা।

ব্যবসা বৃদ্ধি হওয়ায় এবার স্থানীয় দুধওয়ালাদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করতে শুরু করেন কিশোর। দৈনিক ক্রেতার সংখ্যাও হাজারের গণ্ডি ছাড়ানোয় একসময় কিশোরের সংস্থায় গরুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ১০০টি।

লাভের মুখ দেখতে শুরু করায় কিশোরের সংস্থায় কর্মী সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ১.৩ কোটির বেশি টাকা ঋণ নিয়ে শাহবাদ এলাকায় একটি বিশাল ফার্ম কিনে ফেলেন কিশোর। তাতে তার সঞ্চয়ের পুরোটাই ঢেলেছিলেন।

সংবাদমাধ্যমের দাবি, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে কিশোরের আয় ছিল ৪৪ কোটি টাকা। পরের বছর অর্থাৎ ২০২১-২২ সালে তা বেড়ে হয় ৬৪.৫ কোটি টাকা। আজকাল কিশোরের দৈনিক আয় ১৭ লাখ টাকা।

যুক্তরাষ্ট্রসহ ৩ দেশে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত

৬০ পৃষ্ঠার পর

ডব্লিউএইচও এবং মার্কিন স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে। ডব্লিউএইচও নতুন এই ধরনটিকে আলাদাভাবে নজরদারিতে রেখেছে। ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) ভ্যারিয়েন্টটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে রাখার কথা নিশ্চিত করেছে। ডাব্লিউএইচও বলেছে, নতুন এই ধরনের মাত্র চারটি পরিচিত ধাপ রয়েছে। বাকি সবকিছু এখনো অজানা। তাই অতি সতর্কতার সঙ্গে এর ওপর গবেষণা করা হচ্ছে। সংস্থাটি সব মিলিয়ে ১০টির বেশি নতুন ধরন এবং তাদের বংশধরদের ওপর নজর রাখছে। তবে করোনার সংক্রমণ কমে আসায় বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এ সংক্রান্ত বাড়তি সতর্কতা থেকে সরে এসেছে। এখন আর অতটা প্রাণঘাতি না থাকায় করোনা সংক্রান্ত কোনো বিধিনিষেধই বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে পালন করা হচ্ছে না। কিন্তু ডব্লিউএইচও এ ধরনের পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণে রাখার আহ্বান জানিয়েছে। খবর এএফপির।

সৌদিতে এক বছরে সাড়ে তিন লাখের বেশি ডিভোর্স

৬০ পৃষ্ঠার পর

উঠে এসেছে দেশটির ২০২২ সালের নারীবিষয়ক প্রতিবেদনের পরিসংখ্যানে। এটি প্রকাশ করেছে সৌদি আরবের জেনারেল অথরিটি অব স্ট্যাটিসটিকস। খবর গালফ নিউজের। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যেসব নারীর বয়স ৩০ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে তাদের সবচেয়ে বেশি ডিভোর্স হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ৩৫ থেকে ৩৯ বছরের নারীরা। কয়েকটি জরিপের মাধ্যমে নারীদের বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। সৌদি আরবে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী নারীর সংখ্যা ৯ লাখ ১৬ হাজার ৪৩৯ এবং ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীর সংখ্যা সাড়ে ৮ লাখের বেশি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সৌদি আরবে নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যাও বেড়েছে ব্যাপকভাবে। ২০২২ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে দেখা গেছে, নারীদের বেকারত্ব হার ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ, যা অন্যান্য বছরের তুলনায় কম। অর্থনীতিতেও দেশটির নারীদের অবদান বেড়েছে। শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়ে ৩৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্পফুল্লী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

১-৩ সেপ্টেম্বর কানাডার টরেন্টো ফোবানা সম্মেলন গিয়াস আহমেদের নেতৃত্বাধীন ষ্টিয়ারিং কমিটি থেকে শাহ নেওয়াজকে অব্যাহতি, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারির সাময়িক দায়িত্বে জি আই রাসেল

পরিচয় ডেস্ক: আগামি ১-৩ সেপ্টেম্বর কানাডার টরেন্টোতে গিয়াস আহমেদের নেতৃত্বাধীন ফোবানা ষ্টিয়ারিং কমিটির ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ডন ভ্যালি হোটেলের কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করা হবে। কালচারাল ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে উন্মুক্ত। গত১২ জুলাই শনিবার নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ফোবানা নেতৃবৃন্দ এ সিদ্ধান্তের কথা জানানসংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় গিয়াস আহমেদের নেতৃত্বাধীন ফোবানা ষ্টিয়ারিং কমিটি থেকে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি শাহ নেওয়াজকে অব্যাহতি দিয়ে জি আই রাসেলকে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হিসেবে সাময়িক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ।সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ডা. মাসুদুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, ফোবানা কর্মকর্তা আবু দারা (কানাডা), সৈয়দ এনায়েত আলী, জি আই রাসেল, খোন্দকার ফরহাদ, কাজি এলিন ওয়াহিদ, কিউ জামান, জাহাঙ্গীর জয়, তৈমুর জাকারিয়া, তারেক হাসান খান ও শাহাদত হোসেন রাজু।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে আবু জুবায়ের দারা জানান, সিটির পারমিশন নিয়ে পথমেলার আদলে কালচারাল ইভেন্ট হচ্ছে। সেখানকার পথমেলার আয়োজক একটি সংগঠন আমাদের ফোবানার সাথে ঐক্যবদ্ধ কাজ করছে। সম্মেলন উদ্বোধন হবে কনভেনশন সেন্টারে। সাংবাদিক নাজমুল আহসান জানতে চান, ফোবানার ঐতিহ্য অনুসারে কনভেনশন হলে ফোবানা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন থাকে। আপনারা কি তা থেকে সরে আসলেন? জবাবে গিয়াস আহমেদ বলেন, আমরা গতানুগতিক ফোবানা থেকে বেরিয়ে আসছি। ফোবানাকে গনমুখি করাই লক্ষ্য। এতে ১০ থেকে ২০ হাজার বাংলাদেশি অংশ নেবেন। কালচারাল ইভেন্টে ২০ হাজার লোকের জায়গা হলের ভেতর হবে না। তাই বাইরে করা হচ্ছে। উদ্বোধন ও সেমিনার কনভেনশন সেন্টার ও হোটলে অনুষ্ঠিত হবে বলে তারা জানান।

আবু দারা বলেন, শাহ নেওয়াজের পা ধরেছিলাম ঐক্যবদ্ধভাবে ফোবানা করার জন্য। কিন্তু তাকে আনতে পারলাম না। তবে এখনও আলোচনা চলছে। সম্মেলনের আগের দিন পর্যন্ত আমরা শাহ নেওয়াজের জন্য অপেক্ষা করবো। গঠনতন্ত্রের ৬(ই) ধারা মতে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে বলে তিনি সংবাদ সম্মেলনে জানান।

জি আই রাসেল বলেন, আমার জীবনের বড় একটা সময় কেটেছে ফোবানা করে। আগে এ ফোবানার ৪ বার কনভেনর ছিলাম। এখন আবার আসলাম। আগামীতেও থাকবো। নেতা হিসেবে নয়। একজন সদস্য হিসেবে কাজ করতে চাই। আর শাহ নেওয়াজ ভাইয়ের সাথে সমঝোতা হলে এ পদটি তাকে ছেড়ে দিয়ে সদস্য হিসেবে কাজ করবো।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, টেরেন্টোতে স্মরণকালের বড় ফোবানা আগামী ১,২, ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। টরেন্টো সিটি হল থেকে অনুমোদন নিয়ে চারটি স্ট্রিট বন্ধ করে অপেন কনসার্ট , সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্টান হবে। দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং কলা কুশলীরা এতে অংশ নেবেন।

এবারের ফোবানা সম্মেলনে শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন বেবী নাজনীন, মমতাজ এম পি, পবন দাস বাউল, সেলিম চৌধুরী, প্রতীক হাসান, তাহমিনা মিম, বিন্দু কনা, অভিনেত্রী তানজিন তিশাসহ একঝাঁক শিল্পী। সংবাদ সম্মেলনে তারা উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে মেলবন্ধনের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতি, আচার আচরন এবং ব্যবসা বানিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যই হবে এবারের মহা সম্মেলনের লক্ষ্য।

শুদ্ধ বাংলা লেখার আহ্বান জানালো নিউ ইয়র্কের গাইবান্ধা সোসাইটির

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাংলা বানান ও বাক্য বিকৃতভাবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছে নিউ ইয়র্কের গাইবান্ধা সোসাইটি ইউএসএ। আজ এক সংবাদ সম্মেলনে শুদ্ধভাবে বাংলা লেখার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুদ্ধভাবে বাংলা লেখার আহ্বান জানিয়ে ২৬,২৭ ও ২৮ আগস্ট গণস্বাক্ষর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। গত ১৩ আগস্ট বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গণস্বাক্ষর কর্মসূচির ঘোষণা করে প্রদত্ত লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শাহ্ ফাউন্ডেশন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রেজা রহমান। সূচনা বক্তব্য দেন অর্থ সম্পাদক ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি বাস্তবায়ন উপকমিটির আহ্বায়ক দীলিপ মোদক।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আউয়াল দুলাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রতীমা সরকার, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক ও গণস্বাক্ষর বাস্তবায়ন উপ পরিষদের সদস্য সচিব ফাহমিদা চৌধুরী লুনা। তারা জানান, কর্মসূচি সফল করতে বিভিন্ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

পঠিত লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২৮ আগস্ট গণস্বাক্ষরের চিঠি আনুষ্ঠানিক ভাবে নিউইয়র্ক কনসাল জেনারেলের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে বলে জানানো হয়। কনসাল জেনারেল তার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বনলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও যে সব প্রতিষ্ঠানে বাংলা বানান ও বাক্য বিকৃত ভাবে ব্যবহার হচ্ছে, তাদের কাছেও চিঠি দিয়ে শুদ্ধ বাংলা লেখার আহ্বান জানানো হবে বলে জানানো হয়।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়,১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শহীদ হয়েছেন রফিক, জব্বার, শফিউর, সালাম, বরকতসহ অনেকেই। রক্তের বিনিময়ে অর্জন করা সেই ভাষা নিউ ইয়র্কে ভুল ভাবে উপস্থাপন হলে আমরা আহত হই,আমাদের রক্তক্ষরণ হয়। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয়। এইসব গ্লানি থেকে মুক্ত পেতেই তাদের এই পদক্ষেপ।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের অবহেলিত জনপদ গাইবান্ধার প্রবাসীদের নিয়ে আমাদের এই আঞ্চলিক সংগঠন। আর্থিক ও সাংগঠনিক ভাবে আমাদের ক্ষমতা খুবই সীমিত। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধ বাংলা লেখার আহ্বান জানান তারা।

লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, ২৬ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে গণস্বাক্ষর কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। গণস্বাক্ষর চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত। পরদিন ২৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউয়ে গণস্বাক্ষর কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। গণস্বাক্ষর চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত।

৮ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা থেকে গণস্বাক্ষর। রাত ৮টায় গণস্বাক্ষরের চিঠি আনুষ্ঠানিক ভাবে কনসাল জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিএনপি'র উপরে অত্যাচার এর প্রতিবাদ জানাচ্ছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ইউএসএ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ইউএসএ বিগত সাতাশে জুলাই বাংলাদেশে বিরোধীদল তথা বিএনপি'র উপরে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে যে বাধা বাধা দেয়া ও অত্যাচার করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে প্রত্যেকটি ব্যক্তি সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের সংবিধানসম্মত অধিকার আছে দেশে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করা এবং সরকারের গৃহীত নীতিমালার বিরুদ্ধে, কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং সরকারের দায়িত্ব হল তা নিশ্চিত করা । যে কোন গোষ্ঠী যারা হতে পারে কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, জাতিগোষ্ঠী অথবা রাজনৈতিক আদর্শের বিশ্বাসী তাদের প্রত্যেকের সংবিধানসম্মত উপায়ে প্রতিবাদ এবং তাদের মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে।

অতীতে কোন রাজনৈতিক দল কি আচরণ করেছে তার অজুহাতে বর্তমানে তাদের উপরে অত্যাচার ও নৃশংসতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। যে কারণে পূর্ববর্তী সরকার বা দল যে সব ভুল করেছে তাদের করা অত্যাচার অথবা ভুলের অজুহাত তুলে বর্তমানে তাদের উপরে সেই একই রকম অত্যাচার ও নৃশংসতা মূলত তাদের গৃহীত পদক্ষেপ গুলোকেই সমর্থন ও সিলমোহর প্রদান করা হয়।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ও তাদের উপর যে দায়িত্ব আছে তা যেন তারা গণতান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করে, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে যেন রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে যেন কেউ কোন ভাবে বৈষম্যের শিকার না হয় তা দেখা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

তাই সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা যেন সরকার কোন অজুহাতেই বা কোনো কারণেই কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যা কিনা হতে পারে ধর্মীয়, বর্ণীয়, ভাষাগত অথবা রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে- তাদের উপরে কোন অন্যায় আচরণ না করে।

সেই সাথে বিগত সাতাশে জুলাই বিএনপি'র সভা সভা সমাবেশ কে কেন্দ্র করে যে নৃ অত্যাচার করা হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রেস বিজ্ঞপ্তি স্বপন দাস, সাধারণ সম্পাদক সম্পাদক , বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ইউএসএ কর্তৃক প্রেরিত

নতুন সামাজিক যোগাযোগ প্লাটফরম সেলফিক্লাব

পরিচয় ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এর একটি প্লাটফরম গড়ে তুলেছেন নিউইয়র্কে বসবাসকারী বাংলাদেশের সিলেট বিয়ানীবাজারের তরুণ উদ্যোক্তা সুজন আহমেদ। নাম দিয়েছেন 'সেলফি ক্লাব'। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি নিউইয়র্কে 'মীম টিভি'নামে একটি কমিউনিটি টেলিভিশন পরিচালনা করছেন। এর আগে গড়ে তোলেন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী 'মিডিয়া এন্টারটেইনমেন্ট এণ্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট' সংক্ষেপে 'মীম'। আইপি বক্স এবং স্মার্ট টিভির এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীরা 'মীম টিভি' দেখতে পান। সুজন আহমেদের রয়েছে নিজস্ব ওটিটি প্লাটফরম 'কেবল নেটওয়ার্ক'।

সুজন আহমেদ শখের বশেই তথ্য যোগাযোগ মাধ্যমের অভ্যন্তরীণ এবং পর্দার পেছনের (ব্যাক এন্ড) তথ্য সম্পর্কে জানতে অনেক বেশি আগ্রহী। এই আগ্রহ থেকেই গত ছয় মাসের প্রচেষ্টায় তিনি দাঁড় করিয়েছেন 'সেলফি ক্লাব'। আলাপচারিতায় বলেছেন, বন্ধুত্ব তৈরি ও সেলফি তোলা এখনকার তরুণ প্রজন্মের সার্বক্ষণিক শখ। এই শখকে পেশায় রূপান্তরিত করার অনেক ফিচার রয়েছে 'সেলফি ক্লাবে'। অন্য যে কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে এক কিছু ভিন্নতাও আছে। একজন গ্রাহক ব্যবহার শুরু করলেই পর্যায়ক্রমে তা জানতে পারবেন।

সুজন আহমেদ বলছেন, শুধু ব্যক্তিগত তথ্য ও আনন্দ বিনোদনের আদান প্রদান নয়, পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের। এক্ষেত্রে পৃথিবীর দেশে দেশে অন্যান্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেমন বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে 'সেলফি ক্লাব' এর ক্ষেত্রেও বিষয়টি তাই হবে। এই প্রতিষ্ঠানটি সমাজ মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়। যদিও পৃথিবীর প্রচলিত বহু সংখ্যক ভাষায় এর প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও সুযোগ সুবিধার আইকনগুলো সয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদের ব্যবস্থা রয়েছে।

শিগগিরই গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপেল এর অ্যাপ স্টোর থেকে সেলফি ক্লাবের অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে। এখন ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে সেলফি ক্লাবে নিবন্ধন করা যাচ্ছে। ঠিকানা: www.selficlub.com

বাংলাভাষার সংবাদপত্রসমুহের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর এপস - বাংলা এআই তৈরীর উদ্যেগ নিয়েছেন টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটির আশরাফুল

পরিচয় ডেস্ক:যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত বাংলাভাষার সংবাদপত্রসমুহে সংবাদ নির্বাচন, অনুবাদ ও সম্পাদনায় সহযোগিতার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর এপস বাংলা এআই তৈরীর উদ্যেগ নিয়েছেন টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটির কলেজ অব মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনের ডক্টরাল শিক্ষার্থী মো. আশরাফুল গনি। সম্প্রতি তাঁর ডক্টোরাল প্রজেক্ট বাংলা এআই তৈরির জন্য নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স লোকাল নিউজ চ্যালেঞ্জে জয়ী হয়ে গ্র্যান্ট অর্জন করেছেন। স্থানীয় পর্যায়ে কম্যুনিটি সংবাদ ও সাংবাদিকতাকে কাজে লাগাতে কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে পারা যায় তার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে এটি।

গত বুধবার (১৬ আগষ্ট) নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের নিউ ইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির ক্রেইগ জার্নালিজম স্কুলে বাংলাদেশি মিডিয়ার সম্পাদক এবং প্রকাশনা সংশ্লিষ্টদের সামনে তার কার্যক্রম ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরেনমো. আশরাফুল গনি।

প্রসঙ্গত: মো. আশরাফুল গনির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর বাংলা এআই হচ্ছে একটি টুল, যেটি পরিকলপনা করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাংলা মিডিয়ার জন্য।

মো. আশরাফুল গনি বলেন, বাংলা এআইতে প্রথমত আমরা মূলত তিন ধরনের সেবা দেব। এক. ভাষা রূপান্তর; দুই. সংবাদের সারসংক্ষেপ করা এবং তিন. সংবাদ খুঁজে দেওয়া। ভাষান্তর অথবা ট্রান্সলেশন টু গুগল ট্রান্সলেটে যে কেউ চাইলেই পারেন। অবশ্যই গুগল ট্রান্সলেটে যে কেউ চাইলেই ট্রান্সলেট করতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, গুগল ট্রান্সলেটের অ্যালগরিদম সংবাদ

ভাষান্তর করার জন্য নয়; বরং ভাষান্তরের জন্য।

তিনি বলেন, আমরা ওপেন এআইয়ের ট্রান্সলেশন অ্যালগরিদমকে সংবাদ ট্রান্সলেশন করার জন্য ট্রেইন করব। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কপিরাইট ইস্যু। আপনি চাইলেই যেকোনো সংবাদ ভাষান্তর করে প্রকাশ (রিপাবলিশ) করতে পারবেন না। যুক্তরাষ্ট্রে অনেক পত্রিকার নিয়ম অনুযায়ী এটা আইনত দণ্ডনীয়। যেহেতু আমরা যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে রিপাবলিকেশন চুক্তিতে যাব, তাই বাংলা এআইয়ের গ্রাহকের এ ঝামেলায় পড়তে হবে না। এ প্রকল্পে এখনো আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে আছি।

আশরাফুল গনি আরো বলেন, বাংলা এআই টিমে আমার সঙ্গে আরও দুজন কাজ করছেন। একজন মো. আশরাফুল হক এবং আরেকজন নাবিল মোশারফ হোসেন। আশরাফুল হক অভি আমার টিমে মেশিন লার্নিং এক্সপার্ট এবং নাবিল আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্টে এবং এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরিতে সাহায্য করছেন। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অনেক শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক (ভলান্টিয়ার) হিসেবে এই প্রজেক্টে যুক্ত আছেন।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর আমি একটা কোর্স করি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন এবং জার্নালিজমের ওপর। আমি প্রথম এথনিক মিডিয়া এই টার্মটার সঙ্গে পরিচিত হই এ কোর্সে। পরিচিত হওয়ার পরে কোর্সের অধ্যাপক কেন্ট উইলকিনসনকে অ্যাপ্রোচ করি লন্ডনে বাংলা এথনিক মিডিয়ার ওপর গবেষণা করার জন্য। আমার গবেষণার প্রস্তাব তাঁর পছন্দ হয়। আমি এঃযড়সধং ঔধু ঐধৎৎরং ওহংঃরঃঃব ভড়ৎ ঐরংঢ়ধহরপ ধহফ ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ঈড়সসঁহরপধঃরড়হ (ঐওঐওঈ) থেকে গবেষণা করার জন্য অনুদান পাই। গত বছর জুলাইতে আমি লন্ডনভিত্তিক বাংলা এথনিক মিডিয়ার ওপর গবেষণা করতে ইংল্যান্ডে যাই। এ বিষয়ে কাজ শুরু করি। আমি সিলেটের তাই ইংল্যান্ডের বাংলাদেশি কমিউনিটির গণমাধ্যম নিয়ে কাজ করার আগ্রহ আমার অনেক দিনের।

তিনি বলেন, কাজ করার সময় আমার মাথায় এলো আসলে এখানকার বাঙালি মিডিয়ার সঙ্গে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সার্ভিসটা যোগ করলে কেমন হয়। যেহেতু আমার পিএইচডি গবেষণার মূল কাজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, তা থেকে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাভাবনা মাথায় আসে। সেটা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি এ বছরের জানুয়ারিতে।

যখন নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি এ সুযোগ দেয়, তখন আমার মূল গবেষণার ইন্টারেস্ট আর এথনিক মিডিয়ার ইন্টারেস্ট এক করে এই স্টার্ট আপের চিন্তা মাথায় আসে। আমি যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের না, তাই অভি আর নাবিলকে নিয়ে বাংলা এআই টিম গড়ে তুলি। যুক্তরাষ্ট্রে এলে এ কম্পিটিটিভ গ্র্যান্ড পাওয়া খুবই কঠিন এবং সেখানে প্রতিটি বিষয়ে খুবই সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে হয়। সে ক্ষেত্রে আমাকে কলেজ অব মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটি অনেক সাহায্য করেছে। ইউনিভার্সিটির সাপোর্ট না পেলে অথবা ট্রেনিং না পেলে হয়তো এ ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

গনি বলেন, আগামী ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান ও ক্রিয়েটিভ আর্টসের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও গণিতের প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে ৫ অক্টোবরের মধ্যে।

তিনি বলেন, প্রথম লক্ষ্য এই স্টার্ট আপকে টিকিয়ে রাখা। এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। ভবিষ্যতে এথনিক মিডিয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের মূলধারার সাংবাদিকদের জন্যও বাংলা এআই একটি বিশ্বস্ত এআই টুল হবে, সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করব।

আশরাফুল গনি বলেন, বাংলাদেশে পড়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে অনার্স মাস্টার্স করেছি। মাস্টার্সে প্রথম ছিলাম, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, সিজিপিএ ৩ দশমিক ৯১। সম্ভবত এখন পর্যন্ত এটাই গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সর্বোচ্চ সিজিপিএ। অনার্সে পেয়েছিলাম ৩ দশমিক ৬৪। এসএসসি ও এইচএসসি দুটিতেই জিপিএ-৫ পেয়েছি। বেড়ে উঠেছি হবিগঞ্জ শহরে। হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে পাস করি এবং এইচএসসি পাস করি ঢাকা সিটি কলেজ থেকে।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করার পর আমি কিছুদিন দৈনিক সমকালে প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করি। তারপর আমি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি) ২০১৭ সালে প্রভাষক হিসেবে যোগ দিই। শুরু থেকে ইচ্ছা ছিল পিএইচডি করার জন্য বাইরে যাব। ২০২০ সালে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু করোনার জন্য সেটি পিছিয়ে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসি পিএইচডি করার জন্য। বিইউপিতে বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে আছি। যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা ছুটিতে পিএইচডি করছি। গবেষণায় ইচ্ছা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা করছিলাম, পাশাপাশি ফল ভালো ছিল, তাই যুক্তরাষ্ট্রে আসার জন্য তেমন একটা কষ্ট করতে হয়নি। পছন্দমতো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপ্লিকেশন করেছি, তার মধ্যে টেক্সাস টেক থেকে আমি ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ পাই। তারপর ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র আসি পিএইচডি করার জন্য।

আশরাফুল গনি বলেন, এখানে সবচেয়ে ভালো যে বিষয়টি শিক্ষাব্যবস্থায়, সেটি হচ্ছে সবাই অনেক পজিটিভ। আপনি এ ধরনের গবেষণা এবং ইনোভেশনকেন্দ্রিক যাই ট্রাই করুন না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকে অনেক বেশি সাপোর্ট দেবে। আমার সুপারভাইজার ডক্টর কার্ক এফ অসম্ভব ভালো একজন মানুষ আর সেই সঙ্গে অসম্ভব ভালো একজন স্কলার। তাঁর ল্যাবে কাজ করে অনেক কিছু শিখতে পারছি এবং প্রতিনিয়ত শেখার চেষ্টা করছি। প্রতিবছর একজন পিএইচডি শিক্ষার্থীর ওপর তার সুপারভাইজার মূল্যায়নপত্র লেখেন এবং এ বছরের মূল্যায়নপত্র কার্ক এফ কি আমার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আমার পিএইচডির মূল গবেষণার কাজ এখনো বাকি আর সেখানে কাজ শুরু করব খুব শিগগির। সুপারভাইজারের অধীনে সেই কাজ খুব ভালোভাবে করতে চাই। সুত্র নবযুগ

সম্পর্ক কিসে আটকায়

৬০ পৃষ্ঠার পর

জাস্টিন ট্রুডো ও তাঁর স্ত্রীর আলাদা হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে। ট্রুডো ক্ষমতাবান, সুদর্শন, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর জীবনযাপন সুখের ছিল বলে ধারণা প্রচলিত ছিল। এমন এক দম্পতির আচমকা সম্পর্কের টানাপোড়েন যেন অবিশ্বাস্য ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেল। অনেক জল্পনা-কল্পনার কারণ হলো। সেই সঙ্গে জনমনে রাজ্যের বিস্ময় আছড়ে পড়ল। বিল গেটস বিশ্বের বিত্তবান ব্যক্তি, অভিনেতা হুমায়ুন ফরীদি প্রচণ্ড ভালোবাসতেন অভিনেত্রী সুবর্ণা মুস্তাফাকে, অথচ তাঁদেরও দাম্পত্য সম্পর্ক টেকেনি। অর্থ, বিত্ত, প্রভাব, ক্ষমতা এবং ভালোবাসার থাকার পরও সম্পর্ক টেকে না। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, নারী বা পুরুষের এই সামাজিক সম্পর্ক আসলে কীসে আটকায়? তবে পুরুষের চাইতে প্রশ্নের তীরটা নারী জাতির প্রতিই বেশি। সামাজিক সম্পর্ক টেকানোর দায়টা নারীরই যেন। যা হোক, সোশ্যাল মিডিয়া যেন ভ্রাম্যমাণ গবেষণাগার। ফেসবুকাররা যে যা পারলেন, নিজের মতো করে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে গেলেন। এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় ছিল তা হলো, প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা অনুসারেই এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে, হচ্ছে।

নারী তার মেধা, সক্ষমতা ও যোগ্যতাবলে পুরুষের পাশাপাশি অবস্থান নিলেও এই সমাজ এখনো পুরুষশাসিত। কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিতেই নয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নীতিনির্ধারণীতেও নারীকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল অবস্থানে রাখা হয়েছে। খুব কৌশলে নারীকে পুরুষের অধীনস্থ করে রাখা হয়েছে। ফলে অধিকার, ন্যায্যতাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী এখনো বঞ্চনার শিকার, নির্যাতনের শিকার। অহরহ নারী নির্যাতনের ঘটনা অনেক ধরনের বৈষম্য, নারীর প্রতি মর্যাদাহীন গল্পের জন্ম দেয় এবং তা প্রতিনিয়ত। তেমন একটা অবস্থায় নারী ও পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক না টেকার বেলায় দোষারোপের ওজনটা নারীর দিকেই বেশি যাবে, সেটাই স্বাভাবিক। সামাজিক বিধিটা এমনভাবেই দণ্ডায়মান। আর তারই ফলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উত্থাপিত হয় নারীর দিকে বন্দুকের নল তাক করে। যা হোক, সম্পর্কের বেলায় নারী বা পুরুষ কীসে আটকায় বলতে যে যুক্তি ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে, তা নারী বা পুরুষ কারওর জন্যই মর্যাদাকর নয়, মর্যাদা রক্ষা করে না।

রীতিমতো অসম্মানজনক। পুরুষের টাকা থাকলে কিংবা পুরুষ সুদর্শন হলে কিংবা ক্ষমতাবান হলেই যে নারী তার প্রতি দুর্বল থাকবে, থেকে যাবেড়এমন ধারণা পোষণ যথার্থ বা সঠিক নয় এবং সেটা বর্তমান যুগে তো নয়ই। এখানে নারীর মূল্যবোধ, বিবেককে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়েছে। এক কথায়, নারী টাকা-পয়সায়, বিত্তে, রূপে এবং ক্ষমতার প্রতি যে দুর্বল, সেটাকেই বোঝানো হয়েছে, যেটা মোটেও কাম্য নয়, যুক্তিসংগত নয়। এটা একধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ অভিমত নিঃসন্দেহে। একই কথা প্রযোজ্য পুরুষের বেলায়ও। দেখা যায়, শিক্ষিত, সুন্দরী ও সম্পদশালী স্ত্রী ঘরে থাকলেও অনেক পুরুষের বহুগামিতা বা নারীপ্রীতি রয়েছে। অন্য নারীর প্রতি তার বেপরোয়া আসক্তি দেখা যায়। সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার অভাবের পাশাপাশি ব্যক্তির শারীরিক কোনো ত্রুটি এর কারণ হতে পারে। আবার রূপ, গুণ ও অর্থের প্রতি কোনো কোনো নারী বা পুরুষ যে দুর্বল হয় না, তাও কিন্তু নয়। অস্বাভাবিক চাহিদা, লোভ ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করে, বিপথে ঠেলে দেয়।

সম্পর্ক কীড়এমন প্রশ্নের নানান জবাব হতে পারে এবং সেটা ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস ও দর্শনের ওপর ভিত্তি করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র। অর্থাৎ, ভিন্নতা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে থেকে যায়। বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে। ব্যক্তির পরিবেশ বিষয়টিকে প্রভাবিত করে। ফলে সম্পর্ক বিষয়ে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির তফাত থেকে যায়। তবে সাধারণভাবে সম্পর্ককে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির তেমন গভীর যোগাযোগ বোঝায়, যা সম্পূর্ণভাবে একটা সুস্থ, সুষ্ঠু বিশ্বাস প্রক্রিয়ার চর্চার মধ্য দিয়ে রচিত হয়, গভীর হয় এবং বিদ্যমান থাকে। সন্তান প্রসবের পর যদি মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে দূরে রাখা হয়, তাহলে মা ও সন্তানের ভেতরে নাড়ির টানের সম্পর্ক দৃশ্যমান হয় না, অনুভূত হয় না। মায়ের ভেতরে একধরনের অনুভূতি জাগলেও সন্তানের ভেতরে তা জাগে না। অনেকেই এটাকে রক্ত সম্পর্কের জন্য দায়ী করে।

নারী ও পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্ক হলো একটা সামাজিক চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক, যা কিছু রীতিনীতি ও কাগজকলমে স্বাক্ষরের দ্বারা গ্রথিত হয়। পছন্দ করে বিয়ে কিংবা আলাপ-আলোচনা করে বিয়েড়সব ধরনের বিয়েকে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে সম্পন্ন করতে হয়। আবার সামাজিক রীতিনীতির বাইরে গিয়েও কেউ কেউ এমন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। সেখানে আকাশ-বাতাসকে সাক্ষী মানা হয়।

বিয়ে সম্পর্কের শুরুতে থাকে বিভিন্ন আয়োজন, অনুষ্ঠান। সবটাই থাকে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর। কিন্তু সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার সময় শুধু স্বাক্ষরের প্রয়োজন পড়ে। কেন সম্পর্ক ভেঙে যায়? প্রতিটি সম্পর্ক ভাঙার ক্ষেত্রে থাকে ভিন্ন ভিন্ন কারণ। তবে সাধারণভাবে কারণ হিসেবে যেটা আসে সেটা হলো আস্থা ও বিশ্বাসে ফাটল কিংবা সম্পর্কের মোহ কেটে যাওয়া। সমাজে পরকীয়ার আধিক্য বলে দেয়, নারী ও পুরুষের বিদ্যমান সম্পর্ক থেকে বের হওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে। সামাজিক নৈতিকতা ও শৃঙ্খলাবোধের অভাবই এই প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। মানিয়ে চলা, মেনে চলা সম্ভব হচ্ছে নাড়এমন অজুহাতও সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার কারণ হিসেবে আসে।

সন্তানসন্ততি হওয়ার পরও নারী ও পুরুষ নিজেদের প্রাপ্তির হিসাব কষতে বসে। কারণ, সমাজটা এখন ব্যক্তিপ্রধান এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে চুলচেরা হিসাব কষা হয়। তবে কামনা-বাসনার বিষয়টি মুখ্য বলে কেউ কেউ মনে করেন। সেই সঙ্গে আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির প্রচলন ও তার ব্যবহার জীবনকে এতটাই সহজ করে দিয়েছে যে, জীবনের প্রতি ব্যক্তির যত্ন, দায়বোধও কমে গেছে। সহজভাবে সবকিছু পাওয়া, ভোগ করার আচরণ আধুনিক বিশ্বের মস্ত বড় খেসারত।

একটা সময় ছিল, সম্পর্ক বিষয়টা রক্ষণশীল বেড়াজালে আবদ্ধ রাখা হতো। পরিচর্যার বিষয়টি অনুসৃত হতো। আধুনিক বিশ্ব সেই বেড়াজাল থেকে সম্পর্ককে উন্মুক্ত করেছে। দুটো ডানা দিয়েছে। একটুতেই নারী ও পুরুষের ভেতর থেকে সম্পর্ক উড়াল দেয়। অন্যত্র ঠাঁই নেয়। ব্যক্তি যতই তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, যতই অধিকার বিষয়ে সমাজে আইন প্রণয়ন হচ্ছে, ততই যেন সম্পর্ক ভাঙতে সহজ হচ্ছে। আস্থা, ভরসা ও বিশ্বাসের অভাবড়এমন সম্পর্ক রেখে লাভ কী? কিংবা সম্পর্কের ভেতরে একঘেয়েমি চলে আসছে, জীবন ত্যানা-ত্যানাড়এমন অজস্র কারণ ও মনোভাব থাকে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পেছনে। রেললাইনের পাশের বস্তিতে একজন নারী ও পুরুষের ভেতরে মানসিকতা যেমন থাকে, তেমনই থাকে অভিজাত এলাকার নারী ও পুরুষের মধ্যে। এই সম্পর্ক এক বছরে যেমন ভেঙে যায়, তেমনি ভাঙতে বিশ, তিরিশ, চল্লিশ বছরও লেগে যায়।

দুটি ভিন্ন সত্তার মানুষ এক বিন্দুতে থেকে চলাটা কিন্তু ওই দুই ব্যক্তির চাওয়া ও পাওয়ার ওপর নির্ভর করে। তারা কী চাইবে, কী পাবেড়এটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। অন্য কারওর অধিকার নেই সে বিষয়ে কথা বলার। এখানে যেকোনো সুস্থ সম্পর্কই হলো সভ্যতার অন্যতম সামাজিক আচরণ, যা সভ্যতাকে টিকে থাকতে সহায়তা করে, সুশৃঙ্খল করে। পরিশেষে বলব, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করে আমাদের সামাজিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করা সমীচীন নয় কোনোভাবেই। বীজ বপনের পর যেমন বৃক্ষের যত্ন লাগে, বেড়ে উঠতে জায়গার প্রয়োজন হয়, ঠিক সম্পর্কের বেলায়ও যত্ন লাগে, জায়গার প্রয়োজন হয়। কীসে আটকায় না, কীসে মজবুত ও বিস্মৃত হয়, সেই অনুসন্ধান করলে ব্যক্তির ভেতরকার ঝামেলা দূর হয়।- স্বপ্না রেজা
কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক

১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবসে নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বিশেষ আয়োজন

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৫ আগস্ট বিকালে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে বাংলাদেশের জাতীয় শোক দিবসকে উপলক্ষ্য করে নিউ ইয়র্কের অরাজনৈতিক সংগঠন 'জ্যাকসন হাইটস জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী' এক বিশেষ আয়োজন করে। প্রতি বছরের মতো এবারও সংগঠনটি দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে এক ছাতার নিচে জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে। আয়োজকরা জানান এবারের আয়োজন ছিল অন্য বছরের তুলনায় অনেক বড় ।

অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মীর নিজামুল হক। পরিচালনায় করেন সদস্য সচিব সোহেল গাজী। বক্তব্য রাখেন সভাপতি শাকিল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমি, চেয়ারপারসন মামুন মিয়াজি, ডা. এনামুল হক, লেখক হুমায়ুন কবীর ঢালি, আশরাফুল আলম খোকন, সিরাজুল হক কামাল, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম প্রমুখ।

এবারের আয়োজনে সহযোগিতায় ছিলেন যুগ্ম-আহ্বায়ক মোহাম্মদ এ আজাদ, মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, আব্দুল মালেক, আব্দুল হামিদ, শাহ নেওয়াজ, যুগ্ম-সদস্য সচিব হাজি এনাম, মাহবুবুর রহমান ডিউক খান, চেয়ারপারসন বিপ্লব সাহা, তত্ত্বাবধানে শাহ জে চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী মইনুল ইসলাম, প্রধান পৃষ্ঠপোষক আসেফ বারী টুটুল, পৃষ্ঠপোষক নূরুল আজিম, ফাহাদ সোলায়মান, তারেক হাসান খান, জেড আর চৌধুরী লিটু, আহসান হাবিব।

এছাড়াও আরও ছিলেন মোহাম্মদ মানিক বাবু, এম রহমান, কবির চৌধুরী জসী, সংগঠনিক সম্পাদক আফতাব জনি, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আকরাম হোসেন বিপ্লব, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আলমগীর খান আলম, ক্রীড়া সম্পাদক ইফতি খান টিপু। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এম আজিজ, হারুণ ভুইয়া, দেবাশীষ দাস বাবলু, মনসুর চৌধুরী, নূরুজ্জামান সর্দার, হাসান জিলানী, মহিউদ্দিন দেওয়ান, জয়নাল আবেদীন, মহসিন ননী, কামরুজ্জামান কামরুল, মনসুর চৌধুরী, মোহাম্মদ পিয়ার, একএম ফজলুল হক, শাহ জে চৌধুরী, বিপ্লব সাহা, রহিমুজ্জামান রহিম, কবির রতন, ফজলু মিয়া, কাজী তোফায়েল ইসলাম প্রমুখ।

নিউ ইয়র্কে শাহ্ ফাউন্ডেশনের সফল রক্তদান কর্মসূচি

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের আর্ত মানুষদের দারিদ্র্য, অসুখ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান শাহ্ ফাউন্ডেশন গেল রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেছে। গত ১৫ আগস্ট নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকার নবান্ন পার্টি হলে নিউ ইয়র্ক ব্লাড সেন্টার এবং নবান্ন রেস্টুরেন্টের সহযোগিতায় আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির সফল এ আয়োজনে রক্তদাতারা ভিড় করেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাশাপাশি ভিনদেশী নাগরিকরাও শাহ্ ফাউন্ডেশনের এই রক্তদান কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি অব্যাহত ছিল। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রক্তদান কর্মসূচিতে প্রায় ৪১ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

কর্মসূচির উদ্বোধন করেন নিউ ইয়র্কের অ্যাসেম্বলি ওম্যান ক্যাটলিনা ক্রুজ। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপেদেষ্টা ও শাহ্ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ফাহাদ সোলায়মান, শাহ্ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট শাহ্ জে. চৌধুরী, শাহ গ্রুপের কো ফাউন্ডার ফৌজিয়া জে চৌধুরী, শাহ্ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ও ব্যবসায়ী একেএম ফজলুল হক, মইনুল ইসলাম, মইনুজ্জামান চৌধুরীসহ শাহ্ ফাউন্ডেশনের সকল টিম মেম্বার, সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তাহিক পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক নাজমুল আহসান, ফটো সাংবাদিক নেহার সিদ্দিকী।

রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধনের পর অ্যাসেম্বলি ওম্যান ক্যাটলিনা ক্রুজ রূপসী বাংলাকে বলেন, শাহ ফাউন্ডেশন সবসময় মানুষের কল্যাণে কাজ করে আসছে। সে কারণে আমি সবসময়ই শাহ্ ফউন্ডেশনের পাশে থাকি, ভবিষ্যতেও থাকব।

ফাহাদ সোলায়মান বলেন, শাহ ফাউন্ডেশনের একজন ডিরেক্টর হিসাবে আমি গর্বিত। কারণ এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আত্মমানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে ।

শাহ্ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শাহ্ জে. চৌধুরী চৌধুরী বলেন, আজকে যারা আমাদের এই কর্মসূচি সফল করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আর আমার পরিবারের সবাই মিলে আজকে যেভাবে কাজ করেছে তাতে আমি অভিভূত। তবে আমি জানি আমার এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন মোটেও যথেষ্ট নয়। কিন্তু এটি ছাড়া তাঁদেরকে দেওয়ার মতো আর কিছুই আমার নেই।

তিনি আরও বলেন, রক্তদান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, আমাদের সবার রক্ত দেওয়া প্রয়োজন । এ ধরণের সেবামূলক কাজের জন্য কোনো সংগঠনের প্রয়োজন নেই, ইচ্ছা থাকলে ব্যক্তি উদ্যোগেও ভালো কাজ করা যায় ।

ফৌজিয়া জে চৌধুরী বলেন, রক্তদান মানেই জীবন দান । আমাদের সবারই রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত। মানুষের জীবন বাঁচানোর মতো মহত্ত্ব তো আর কিছুতে নেই।

সম্মানিত অতিথি হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন জেবিবিএর প্রেসিডেন্ট হারুণ ভুইয়া, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর প্রেসিডেন্ট শাকিল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমি, ব্যবসায়ী জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালী, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, শাহ গ্রুপের কো- ফাউন্ডার হোসনে আরা চৌধুরী, সাদিয়া জে চৌধুরী, সালমান জে চৌধুরী, এস এম সোলায়মান পাটোয়ারি, মোহাম্মদ হোসেন দিপু, নিহার সিদ্দিকী, এমডি আজিজুল হক, জেবিবিএ'র সহ সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, লেখক হুমায়ুন কবীর ঢালি প্রমুখ। -রূপসী বাংলা

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

সুনামগঞ্জের ছাতক আলীগঞ্জ বাজারে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা

পূণ্যভুমি সিলেটের বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে : স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ ভিয়েতনাম থেকে নাইট অফ সেন্ট জন অফ জেরুজালেম উপাধি গ্রহণের পর সরাসরি জন্মভূমি বাংলাদেশে গেলে সেখানে বিভিন্ন পর্যায় থেকে তিনি সংবর্ধিত হয়েছেন। গত ১০ আগস্ট সিলেটে প্রত্যন্ত হাওরাঞ্চল সুনামগঞ্জের ছাতকে বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে উপস্থিত সিলেট বিভাগের তৃণমূল মানুষের উদ্দেশ্যে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, আমরা সবাই এক দেশের এক পরিবারের মানুষ। আমাদের এখানে শুয়ে আছেন, হযরত শাহজালাল (র.)সহ তার সঙ্গীয় ৩৬০জন ধর্ম প্রচারক। তারা আমাদেরকে যে নৈতিকতা শিখিয়েছেন, এই নৈতিকতার প্রথমটাই হচ্ছে ভালোবাসা। তাদের সেই শিক্ষাই আজ এই ভূমির সাধারণ মানুষ অনুসরণ করেছে। এই জন্য আপনারা সেরা মানুষ। কেবল ডিগ্রি থাকলেই শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে যায় না। অনেক বড় বড় ডিগ্রি অর্জন ও অনেক ক্ষমতা পাবার পরও গ্রামের মানুষের মতো এই চেতনা অর্জন করতে পারেনা। আপনাদেরকে ভালোবাসা ও আত্ম মর্যাদাবোধে কেউ উদ্বুদ্ধ করেনি, আপনারা জন্ম থেকেই এই শক্তি লাভ করেছেন, সেটিই অনুশীলন করে চলেছেন।

সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম আলীগঞ্জ বাজারে ওই সংবর্ধনা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলা তথা দুর্গম হাওরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে তৃণমূল জনগোষ্ঠি উপস্থিত হন। ছাতকের সাধারণ জনগণের প্রাণের মানুষ জননেতা কবীর মিয়ার সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, এলাকার তরুণ সমাজের প্রতিনিধি আবু বকর, রফিক মিয়া, এলাকার প্রবীনতম ব্যক্তিত্ব হাজী মোখলেসুর রহমান প্রমুখ।

আবু জাফর মাহমুদ সিলেটের দক্ষিণ ছাতকের সমাবেশ স্থলকে প্রানপ্রিয় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য একটি জনপদ উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ এখানে আমাকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছেন, এটা আমার কোনো পরিকল্পনার অংশ নয়। গত বন্যায় আপনাদের সাথে মহান আল্লাহ তায়ালা যে আত্মীয়তা গড়ে দিয়েছেন, আমি খুব চেয়েছি আমার এই আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে। আমি বরাবরই বিশ্বাস করি, ভালোবাসার দায়িত্বের ওপরে কোনো দায়িত্ব নেই। আপনাদের সঙ্গে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে এই সম্পর্কটা হচ্ছে ভালোবাসার।

আপনাদের জন্য যে ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার সঙ্গে কোনো পক্ষ বিপক্ষ নেই। আমি দেশকে ভালোবাসি। একাত্তরে যেভাবে ভালোবেসেছিলাম। এখন আমি আমেরিকান। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর পরাক্রমশালী ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। তারা যদি সারা পৃথিবীর নেতা হয়, তাহলে আমিও নেতা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। নিজের কণ্ঠে বলছি, পূণ্যভূমি সিলেটের বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে। দোয়া করবেন, যাতে ত্রাণ দিতে না হয়। এক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যকার ভালোবাসার একতাটি আরো বাড়াতে হবে। বন্যা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য আমাদের একটি স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ১ নং সেক্টরের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমা-ার আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী সাহেবের কমা-, পরিকল্পনায় ও নির্দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। এই যুদ্ধের আমি একজন সৈনিক। আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধ যেমন কোনোদিন শেষ হয় না, একজন মুক্তিযোদ্ধারও কোনো অবসর নেই। যতক্ষণ জীবিত ততক্ষণই যুদ্ধ চলবে। এই যুদ্ধ হচ্ছে প্রেমের যুদ্ধ, সম্পর্কের যুদ্ধ। যদি আমার মধ্যে ভালোবাসা থাকে আপনাদের সঙ্গে, আমার প্রিয় মানুষের সঙ্গে দেখা হবেই।

ড. মাহমুদ ২০২২ সালের বন্যায় ছাতকের জনগোষ্ঠির দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, বন্যা শুরু হওয়ার দু'দিন আগে আমি কবীর ভাইয়ের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক যা কিছু সম্বল ছিল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বন্যা শুরুর অনেক আগেই বুঝেছিলাম, হাওরের মানুষের অনেক কষ্ট হবে। আমার কাছে সংবাদ ছিল, এই সিলেটে উপরের অঞ্চল থেকে পানি পাঠানো হবে, দরজাটা খুলে দেয়া হবে। যারা জেনেছিলেন তাদের অনেকেই হয়তো জেনেও চুপ করে ছিলেন। আমি জেনেই আমার সাধ্যমত ব্যবস্থা নিয়েছি, এখানেই পার্থক্য। আমার সঙ্গে আপনাদের এই যে প্রেম ও সম্পর্ক আর অন্যদের সম্পর্কের পার্থক্যটাও এখানে। এই পার্থক্য দেখানোর স্পর্ধা আমার আছে তাই আমি এসেছি। আমাদের মধ্যে যে প্রেম সেটি হচ্ছে রিজিক। রিজিক শুধু টাকা পয়সা নয়। শ্রেষ্ঠ রিজিক হচ্ছে, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের মধ্যে ভালোবাসা। এটিই আমি আমার জীবন থেকে শিখেছি। এটির চর্চা করেই আমি আনন্দ পাই, সুখ পাই, সমৃদ্ধ হই। তিনি বলেন, আল্লাহতায়ালা যখন বাড়তি কিছু দেন তখন মনে করি, বাড়তি দায়িত্বটা, আমাকে যতটুকু উপহার দেয়া হলো তার চেয়ে অনেক বেশি। আবু জাফর মাহমুদ বলেন, শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো আমাদেরকে অনেক কিছু শেখান। অনেকেই মনে করেন, যারা মারা গেছেন, তাদের কাছ থেকে কী পাওয়া যাবে। কিন্তু আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, ওদেরকে মৃত বলো না। আমি নিজেই তাদের রিজিক দিই। সিলেটে হযরত শাহজালাল (র.) তার সকল সঙ্গীয় ধর্মপ্রচারকসহ এখানে শায়িত রয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি তারা আছেন, তারাই আমাদের ভালোবাসা শিখিয়েছেন। তারা এখানে ইসলাম জারি করেছেন। যুদ্ধ করে তা করেননি। কাউকে ধমকিয়ে শাসন করেও করেননি। ভালোবেসে করেছেন। আপনারাই হচ্ছেন, সেই ভালোবাসার উত্তরসুরী। যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আল আমীনের ভালোবাসা আছে, সেখানে আমি কেন সেই ভালোবাসা গ্রহণের জন্য উদগ্রিব হব না।

স্যার আবু জাফর মাহমুদ ছাতকের জনগণের প্রিয় মানুষ জননেতা কবীর মিয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, একজন সৎ মানুষ পেয়েছি। যোগ্য মানুষ। উপযুক্ত নেতা। কর্মঠ মানুষ। আমি তার মাধ্যমেই শীতের সময় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছি। আমি একা ছিলাম কিন্তু পরে তা হয়ে উঠলো একটি পরিবার। আস্তে আস্তে যুক্ত হয়ে গেল কবীর ভাইয়ের আরেক ভাই লিলু মিয়া, জিতু মিয়া, বোন শিউলী বেগমসহ সবাই। একসঙ্গে মিলেই কাজটি করছি। ভালোবাসর এ এক অভ'তপূর্ব দৃষ্টান্ত। এক অসাধারণ ও স্পন্দিত ভালোবাসা।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমার এখানে শেকড় হয়ে গেছে। প্রত্যন্ত হাওড়ের মানুষ বুক-সমান পানির ভেতর যখন অসহনীয় জীবন পার করছে, তখন একত্রিত হয়ে এই এলাকাবাসী একযোগে তাদের পাশে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমি তখন আপনাদের মাঝে আমাকে নতুন করে খুঁজে পেয়েছি। কারণ, আমার কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবনের সময়গুলো কেটেছে ঠিক এই রকম। আমি সন্দ্বীপের মানুষ। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, তুফান ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি।

আবু জাফর মাহমুদ জাতির রাজনৈতিক বিভক্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, তিনি বলেন, আমি কোনো রাজনীতিবীদ নই। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বা রাজনীতিবিদ আমাদের বিভক্ত করেছে তাতে আমাদের কোনো লাভ হয়নি। তাদের কী লাভ হয়েছে, এটি তারাও বোঝে আমরাও বুঝি। '৭০-এ আমরা বিভক্ত না হয়ে একতাবদ্ধ হয়েছিলাম, তখন শ্লোগান দিতাম 'জয় বাংলা'। ছাত্রজীবনে তখন উপলব্ধি করতাম বাংলা ভাষাভাষীরা আমরা সবাই এক। কিন্তু যখন একতাবদ্ধ আন্দোলন করতে করতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্ম দিয়েছি। তখন আমার শ্লোগান হওয়া প্রয়োজন ছিল 'জয় বাংলাদেশ'। আমি শ্লোগান দেই 'জয় বাংলাদেশ'। আমার জয় বাংলার পথ ধরেই এসেছে 'জয় বাংলাদেশ'। যদি দেশকে ভালোবাসি তবে এই একটিই শ্লোগান হতে হবে। যদি ভালোবাসার অভিনয় করি, তাহলে অনেক রকমের শ্লোগান দিতে পারি।

ড. আবু জাফর মাহমুদ আমারে রাজনৈতিক বিভক্তি ও অন্যান্য প্রসঙ্গে বলেন, একাত্তরের যুদ্ধের সময়, যারা বিরোধীতা করেছিল যুদ্ধ জয়ের পর তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। আমরা বিজয়ী। বিজয়ীরা কখনো শত্রুকে চিরকাল ঘৃণা করে না। এটি পরাজিতদের কাজ। যে বিজয়ী সে বীর। তার বিজয় অর্জিত। তার মর্যাদা সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ যার আছে সে আর কি চায়? যেসব মানুষের কোনো সঠিক নিশানা থাকে না, চেতনা থাকে না, তারা বিজয়ী হবার পরেও সুস্থির হতে পারে না। নিজের

ভেতরেই পরাজয়টা কাজ করে। আমার তা করে না। আমরা সবাই একতাবদ্ধভাবে বাংলাদেশের মানুষ। আমরা একে অপরকে ভালোবাসি।

ড. মাহমুদ ছাতক বাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, আমি কোনো রাজনৈতিক দলের নই। আপনাদের কারো সঙ্গে আমার কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, পরিবেশ ও প্রকৃতি যারা ধংস করছে, তারা আমাদের নিঃশ্বাস নেবার শক্তিকে কেড়ে নিচ্ছে। অক্সিজেন পাওয়ার উৎস্যগুলো ধংস করে দিচ্ছে। একজন মানুষকে গুলি করে হত্যা করলে সে ঘাতক হয়, তাহলে যারা শত শত মানুষকে হত্যা করে পরিবেশ ধংস করে তারা কী? তার এই প্রশ্নের জবাবে উপস্থিত দর্শকরাই সমস্বরে বলেন 'গণ হত্যাকারী'। 'তারা গণহত্যাকারী'। ড. মাহমুদ বলেন, সেই গণহত্যাকারী মানুষ সংখ্যায় বেশি নয়। মাত্র কয়েকজন। আপনারা এমন পরিবেশ পরিস্থিতি গড়ে তুলুন, যাতে কেউ কোনো গাছ না কটে। হাওরের ভেতর দিয়ে রাস্তা না করে। শহরের ভেতরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ধংস না করে। আপনারা এ ব্যপ্যারে আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশনকে সব সময় পাশে পাবেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ফিলাডেলফিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের বৃহত্তম সমাবেশ মুনা কনভেনশনে পবিত্র কোরানের আদর্শে জীবন গড়ার তাগিদ

৬০ পৃষ্ঠার পর

প্রমুখ। বক্তারা সকলে এবারের সম্মলেনর থিম পবিত্র কোরানের শিক্ষা ও প্রাত্যহিক জীবনে সেই শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন ও অনুসরনের উপর আলোকপাত করেন । বক্তারা আরো বলেন, পবিত্র কোরান কেবল একটি ধর্মগ্রর্থই নয়, এটি একটি আদর্শ জীবনের আলোকবর্তিকাও বটে ।মানবজতাতির কল্যাণে পবিত্র কোরান সবচেয়ে বেশী ভরসার স্থল।

মুনা সম্মেলনে যোগ দিতে অন্যান্যদের মধ্যে মালয়েশিয়া থেকে ফিলাডেলফিয়ায় এসেছেন এ সময়ের আলোচিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও মাওলানা ড. মিজানুর রহমান আজহারী।

সুশৃঙ্খল আয়োজনে এবারের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রায় বিশ হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পদকারণায় মুখর হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের ৫ম বৃহত্তম ফিলাডেলফিয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ফিলাডলফিয়া কনভেনশন সেন্টার ।

স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকতে সশরীরে অফিসে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে - জরিপ

৬০ পৃষ্ঠার পর

তবে এখনো এমন অনেকেই আছেন যারা বাড়িতে থেকেই অফিস চালিয়ে যাচ্ছেন। নারী ও পুরুষভেদে হোম অফিস ও সশরীরে অফিসকে বেছে নেওয়ার কিছু তারতম্য আছে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, কিছু সময়ের জন্য স্ত্রী কিংবা পরিবারের কাছ থেকে দূরে থাকতে অফিসে যাওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন অসংখ্য পুরুষ। বলা হচ্ছে, পরিবারকে এড়ানোর জন্য যারা অফিসে যাওয়ার অপশনটিকে বেছে নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা দ্বিগুণ। দ্য টেলিগ্রাফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারী ও পুরুষের অফিসের যাওয়ার প্রবণতা ও কারণ নিয়ে জরিপটি পরিচালনা করেছিল যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংস্থা 'রানওয়ে ইস্ট'।

সমসংখ্যক নারী-পুরুষের মধ্যে পরিচালিত জরিপটিতে অফিসে যাওয়ার কারণ হিসেবে 'পরিবারের কাছ থেকে দূরে থাকা'র অপশনটি বেছে নিয়েছিলেন প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ। আর যারা এই অপশনটি বেছে নেন তাঁদের মধ্যে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা ছিল দ্বিগুণ। অন্যান্য অপশনের মধ্যে অফিস থেকে ব্যক্তিগত কাজের উদ্দেশে স্টেশনারি সংগ্রহ করার মতো বিষয়টিকেও বেছে নিয়েছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুরুষ। এ ছাড়া অফিসে আড্ডাবাজির মতো বিষয়গুলোও নারীর তুলনায় পুরুষকে বেশি আকৃষ্ট করে। অফিসে গেলে নতুন মানুষদের সঙ্গে পরিচয় এবং পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হওয়ার অপশনটিকে নারীর তুলনায় পুরুষেরা দ্বিগুণ হারে বেছে নিয়েছেন। রানওয়ে ইস্টের ওই জরিপটিকে শক্ত ভিত্তি দিচ্ছে অন্যান্য কয়েকটি গবেষণা প্রতিবেদনও। এর মধ্যে গত জুনে প্রকাশিত মার্কিন ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিসটিকসের প্রতিবেদনটি অন্যতম। ওই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, করোনা মহামারির পর পুরুষেরা নারীদের তুলনায় অনেক বেশি হারে অফিসে ফিরেছেন। নারীরা গৃহস্থালির কাজগুলোতে সময় দেওয়ার বিষয়টিকে বেশি হারে বেছে নিয়েছেন।

এ ছাড়া যুক্তরাজ্য ভিত্তিক 'অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিকস'-এর (ওএনএস) এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বাড়িতে থেকে বা হোম অফিস করার বিষয়টি পছন্দ করা কর্মীদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁরা মনে করেন, হোম অফিস করলে কাজ শেষ করার জন্য বাড়তি সময় পাওয়া যায় এবং ভুল-ভ্রান্তিও কম হয়।

রানওয়ে ইস্টের জরিপে বেরিয়ে এসেছে, মহামারি শুরু হওয়ার পরও অফিসগুলো কার্যত বন্ধ হয়ে যায়নি। অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ওই সময়টিতে কর্মীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতে হাইব্রিড পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছিল। তবে জরিপটি এটাও বলছে যে, অফিসগুলোকে কর্মীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়াতে হবে। জরিপে অংশ নেওয়া প্রতি ১০ জনের মধ্যে অন্তত একজন অফিসে যাওয়ার কারণ হিসেবে ভালো কফি পান করতে পারার অপশনটিকে বেছে নিয়েছেন।

রানওয়ে ইস্ট-এর প্রধান নির্বাহী নাতাশা গুয়েরা বলেন, 'যে সব মানুষ অফিসে যেতে চায় নাড়আসলে তাঁরা যাতায়াতের বিষয়টি পছন্দ করেন না এবং কাজের জন্য একটি ডেস্কের চেয়েও বেশি কিছু চান তাঁরা।'

মহামারি কাজের প্রতি মনোভাবেও বড় পরিবর্তন এনেছে। মার্কিন ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিসটিকসের গবেষণায় দেখা গেছে, মহামারি শেষ হলেও ২০২২ সালে এক-তৃতীয়াংশ কর্মী কিছু হারে কিংবা সমস্ত কাজ বাড়ি থেকেই করেছেন। মহামারির আগের বছরটির (২০১৯) তুলনায় যা প্রায় ১০ শতাংশ বেশি। আর বাড়ি থেকে যেখানে ২৮ শতাংশ পুরুষ কাজ করছেন নারীর সংখ্যা সেখানে ৪১ শতাংশ।

গায়েবানা জানাজা, কী বলে ইসলাম?

৬০ পৃষ্ঠার পর

পারে তা জানার আগ্রহ সৃষ্টি হতেই পারে। আসলে গায়েবানা জানাজা বিষয়টি হালফিল ঘটনা একটি।

কোনো জনপ্রিয় আলেম বা শায়েখ মারা গেলেই তার জানাজায় ভিড় হয় এবং ভিড়ের বাইরেও অনেকে গায়েবানা জানাজা পড়েন। শরিয়ত অনুযায়ী এর গ্রহণযোগ্যতা আছে কি নেই এমন আলোচনাও পছন্দ করেন না অনেকে। তারা বলছেন, এটার শরই দৃষ্টিকোণ ঘাঁটার প্রয়োজন নেই। প্রতিবাদ হিসেবে এই জানাজা পড়া হচ্ছে। কথা হচ্ছে, একটি ফরজ ইবাদতকে কি এভাবে যথেচ্ছ ব্যবহারের অবকাশ ইসলামে আছে?

জানাজার নামাজ ফরজে কেফায়া। ফরজে কেফায়া কয়েকজন আদায় করলেই সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। একবার আদায় করলে দ্বিতীয়বার আদায়ের অবকাশ নেই। জানাজার নামাজের এ বিধান খুব স্পষ্ট। কারণ রাসুল (সা.) তার জীবদ্দশায় বহু সাহাবির জানাজার নামাজ পড়েছেন। জানাজা সংক্রান্ত অসংখ্য বর্ণনা হাদিসের কিতাবে রয়েছে।

গায়েবানা জানাজার সপক্ষে কেউ কেউ এই দলিল উপস্থাপন করছেন, জানাজার দোয়ার ভেতর গাইবিনা শব্দটি রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে- হে আল্লাহ, তুমি আমাদের গায়েব ব্যক্তিকে মাফ করে দাও; বোঝা গেল, গায়েব ব্যক্তির জানাজা আদায় করা যাবে। এটা একটা হাস্যকর যুক্তি। কারণ এই দোয়া হাইয়্যিনা শব্দটিও আছে। যার অর্থ হে আল্লাহ তুমি আমাদের জীবিতদের মাফ করে দাও। এখন তাই বলে কি জীবিত কারও জানাজাও আদায় করা যাবে? জানাজার নামাজ জীবিতদের জন্য নয়, তেমনিভাবে যার লাশ সামনে নেই এমন কারও জানাজারও অবকাশ নেই।

তবে প্রিয় নবীর সিরাতে একটি ঘটনা আছে। হাবশার বাদশা নাজ্জাসির গায়েবানা জানাজা পড়েছিলেন রাসুল (সা.)। এই ঘটনা থেকেও কেউ কেউ দলিল দেয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনো একটি বর্ণনা পেয়েই তা থেকে মাসআলা বলে দেয়া যায় না। ফতোয়া দেয়ার কিছু মূলনীতি আছে। সেই মূলনীতির আলোকে ফতোয়া দিতে হবে। আপনি যদি ঘটনাটিকে তলিয়ে দেখেন, তাহলে এই ঘটনা দিয়ে প্রমাণ দেয়াটা আপনার কাছে অযৌক্তিক মনে হবে। কারণ রাসুল (সা.) কেন কেবল একজন নাজ্জাসির গায়েবানা জানাজা আদায় করলেন, আর কারও জানাজা কেন আদায় করলেন না?

মুতার যুদ্ধে হজরত জাফর তাইয়্যার শহীদ হলেন। রাসুল সা. অত্যন্ত শোকাহত ছিলেন। কিন্তু তিনি তার গায়েবানা জানাজা আদায় করেননি। একইভাবে বিরে মাউনা যুদ্ধে সত্তরজন কারি শহীদ হন। রাসুল (সা.) দীর্ঘদিন শোকাহত ছিলেন কিন্তু তাদেরও গায়েবানা জানাজা আদায় করেননি। দোয়া করেছেন। পরবর্তী সময়ে খুলাফায়ে রাশেদার কারও ইন্তেকালেও গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়নি।

হজরত আবু বকর (রা.), হযরত উসমান (রা.) হজরত আলী (রা.) কারও গায়েবানা জানাজা হয়নি। সাহাবি, তাবেয়ি, তাবে তাবেয়ি কারও জন্যই গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়নি। কোরআনের আয়াত ও নবীজির হাদিস বুঝতে হবে সালাফ তথা পূর্ববর্তী মনীষীদের ব্যাখ্যার আলোকে। দেড় হাজার বছর পর এসে নতুন কোনো ব্যাখ্যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে না। আধুনিক সময়ে ইসলামের অনেক বিষয় নিয়েই রাজনীতি করার অপচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। কেউ মারা গেলে তার জন্য দোয়া করা যায় যে কোনো সময়। উত্তম আমল করে সদকা ও দান খাইরাতের মাধ্যমে ইসালে সাওয়াব করা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধান জেনে সেভাবেই আমাদের আমল করা উচিত। অতিরঞ্জন না করে ভারসাম্য ধরে রাখাই ইসলামের শিক্ষা। কারও প্রতি ভক্তি বা ঘৃণা, ভালোবাসা বা দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যেকে যার যার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশেষ মনন লালন করে। কিন্তু আমরা ইসলামের নামে যখন কিছু করি তখন আমাদের মন মানসিকতার আলোকে ইসলামকে ব্যাখ্যা না করে কুরআন সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা দেয়াই কাম্য। নিজের নির্দিষ্ট ও গণ্ডিবদ্ধ চিন্তা চেতনা দিয়ে ইসলামকে ব্যাখ্যা করলে ইসলামের প্রশস্ততা বিনষ্ট হয়ে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়। এজন্য কেবল গায়েবানা জানাজা নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের ভাবতে হবে। মৌলিকত্ব টিকিয়ে রেখে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ইসলামের বিকৃতি থেকে বাঁচতে হবে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে কোনো নতুন বিষয় সংযোজন করলো সে প্রত্যাখ্যাত। তাকে ও তার চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। [বুখারি]। ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিতে কোনো ধরনের সংযোজন বিয়োজনের অবকাশ নেই। কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন ইসলামের মাঝে কোনো বিকৃতি বা সংযোজন করতে গেলে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

হাবশার বাদশার গায়েবানা জানাজার ইতিহাস জানতে হবে। রাসুল (সা.) কেন তার গায়েবানা জানাজা আদায় করেছিলেন। এর কারণ খুব স্পষ্ট। হাবশায় তার জানাজা দেয়ার মতো কেউ অবশিষ্ট ছিল না। কারণ কিছু দিন আগেই হাবশার রাজ দরবারের সব নব মুসলিমদের মদিনার উদ্দেশে একটি জাহাজে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঘটনাক্রমে সেই জাহাজটি পানিতে ডুবে যায়। হাবশায় অন্য কোনো মুসলিম ছিল না। ফলে নাজ্জাসির জানাজা স্বয়ং নবীজি আদায় করেন। এ ঘটনা থেকে এ মাসআলা দেয়া যায়, যদি কারও জানাজা আদায়ের কেউ না থাকে এবং লাশ সামনে রেখে জানাজার সুযোগ না থাকে সে ক্ষেত্রে এই হাদিসের আলোকে গায়েবানা জানাজা হয়তো আদায় করা যাবে। কিন্তু এর বাইরে যা হবে তা অতিরঞ্জন বলেই গণ্য হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

নিউইয়র্ক শহরের সরকারি ডিভাইসে নিষিদ্ধ টিকটক

৬০ পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তা ঝুঁকির উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারি মালিকানাধীন ডিভাইসগুলোয় টিকটক নিষিদ্ধ করেছে নিউইয়র্ক শহর কর্তৃপক্ষ। এর আগেও বেশ কয়েকটি মার্কিন শহর ও অঙ্গরাজ্য একই রকমের নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়টি। চীনা টেক জায়ান্ট বাইটড্যান্সে মালিকানাধীন অ্যাপটির ওপর চীনা সরকারের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে সতর্কতা প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে টিকটক নিষিদ্ধ করতে ক্রমাগত দাবি জানিয়ে এসেছেন দেশটির আইনপ্রণেতারা। নিউইয়র্ক শহরের মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রশাসন এক বিবৃতিতে বলেছে, 'শহরের কারিগরি নেটওয়ার্কগুলো জন্য টিকটক নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করেছে।' আগামী ৩০ দিনের মধ্যে শহরের সংস্থাগুলোকে নিউইয়র্ক শহর কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ডিভাইস এবং নেটওয়ার্ক থেকে এই অ্যাপটি অপসারণ করতে হবে। কর্মীরা শহরের মালিকানাধীন ডিভাইস ও নেটওয়ার্কগুলোয় টিকটক অ্যাপটিতে ও এর ওয়েবসাইটে আর প্রবেশ করতে পারবেন না।

এমনকি এরই মধ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইস্যু করা মোবাইল ডিভাইসগুলোতে টিকটক নিষিদ্ধ করেছে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য।

এদিকে টিকটক কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা কখনোই মার্কিন ব্যবহারকারীদের ডেটা চীন সরকারের সঙ্গে শেয়ার করেনি এবং কখনও করবেও না। একই সঙ্গে ব্যবহারকারীদের প্রাইভেসি এবং নিরাপত্তা রক্ষায় যথেষ্ট পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে।

এফবিআই ডিরেক্টর ক্রিস্টোফার রে এবং সিআইএ ডিরেক্টর উইলিয়াম বার্নসসহ শীর্ষ মার্কিন নিরাপত্তা কর্মকর্তারা টিকটককে ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। গত মার্চে ক্রিস্টোফার রে বলেছিলেন, চীনা সরকার লাখ লাখ ডিভাইসে সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রণ করতে টিকটক ব্যবহার করতে পারে, যা আমেরিকানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার মতো বক্তব্য ছড়াতে পারে।

এ সময় তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই অ্যাপটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ।

এর আগে ২০২০ সালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টিকটকের নতুন ডাউনলোডে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেন। তবে আদালতের একাধিক রায়ে তা সফল হয়নি। উল্লেখ্য, ১৫০ মিলিয়নেও বেশি আমেরিকান টিকটক ব্যবহার করেন।

পাঁচ আমেরিকানের মুক্তির জন্য ইরানকে কোটি কোটি ডলার ফেরত দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

৯ পৃষ্ঠার পর

জব্দ করা হয়েছিল। এবার কাতারে বিশেষ এক অ্যাকাউন্টে সেই অর্থ পাঠানো হবে। একমাত্র খাদ্য ও ওষুধপত্র কেনার মতো মানবিক প্রয়োজন মেটাতে ইরানের সরকার সেই ইউরো অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ ব্যয় করতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিনকেন মনে করিয়ে দিয়েছেন, সেই অর্থ ইরানেরই ছিল। তিনি নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে কোনোরকম ছাড়ের সম্ভাবনা আপাতত উড়িয়ে দিয়েছেন। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী, প্রাপ্য অর্থের ছাড়পত্র পাওয়ার পরই বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে। ইরান অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই বোঝাপড়াকে বন্দি বিনিময় হিসেবে তুলে ধরছে।

ডুসিএনএন

২৬ আগষ্ট রবিবার জ্যামাইকার মেরী লুইস একাডেমীতে গান গাইবেন মিতালী মুখার্জী

পরিচয় রিপোর্ট: আগামি ২৬ আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় জ্যামাইকার মেরী লুইস একাডেমীতে আয়োজিত মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত সন্ধ্যায় গান গাইবেন আধুনিক বাংলাগানের কিংবদন্তী শিল্পী মিতালী মুখার্জী। অনুষ্ঠানে আরো সঙ্গীত পরিবেশন করবেন বাদশা বুলবুল। টিকেটের মুল্য ২০, ৩০, ৫০ ও ১০০ ডলার। অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জানতে চাইলে যোগাযোগ করুন ৯২৯-৫৩৮-৭৯০৩ নম্বরে।

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY
শেষের পাতা

যুক্তরাষ্ট্রে মর্টগেজ হার ২১ বছরের সর্বোচ্চ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মর্টগেজের হার ২০০২ সালের পর সর্বোচ্চ স্তরে উঠেছে। উচ্চ খরচ ও কম ইনভেনটরির কারণে খাবি খাওয়া ক্রেতারা এর মাধ্যমে বাড়তি চাপের মধ্যে পড়েছেন। দেশটির হোম লোন ফাইন্যান্স কোম্পানি ফ্রেডি ম্যাক সম্প্রতি এমন তথ্য জানিয়েছে।

ফ্রেডি ম্যাকের দেয়া বিবৃতি অনুসারে, চলতি সপ্তাহে জনপ্রিয় ৩০ বছর মেয়াদি ফিক্সড-রেট মর্টগেজ ৭ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০২২ সালের নভেম্বর স্তর থেকে ৭ শতাংশ বেশি। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় সুদহার দ্রুত বাড়ায় হাউজিং মার্কেটে টানাপড়েন শুরু হয়। সুদহার বৃদ্ধির প্রবণতায় বাড়তি লাভ তুলতে বাড়ির মালিকরা তাদের প্রপার্টি বিক্রি করতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে, পূর্বে মর্টগেজের হার কম থাকায় নতুনদের জন্য বাড়ি কেনা সহজ ছিল। অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের অর্থনীতিবিদ ওরেন ক্ল্যাচকিন বলেছেন, 'বর্তমান উচ্চহারের ফলে সম্ভাব্য বাড়ি ক্রেতাদের জন্য আবাসন ক্রয় কঠিন হয়ে পড়বে। এটি ক্রমেই বাড়ছে এবং সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। রেট বেশি। এমন লক্ষণও রয়েছে, ঋণ প্রবাহও কমিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং ফলে সরবরাহও কমে গেছে।' ২০২০ সালের শেষের দিকেও হার ৩ শতাংশের নিচে ছিল। কিন্তু গত বছর থেকে ৩০ বছর মেয়াদি রেট ৫ দশমিক ১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ফ্রেডি ম্যাকের তথ্যানুসারে, সর্বশেষ ৭ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ হার ২০০২ সালের এপ্রিলের পর থেকে এ-যাবৎ কালের সর্বোচ্চ। ক্ল্যাচকিন বলেন, 'হার যত বেশি বাড়বে, আপনার বাড়ি করার সম্ভাবনা তত কম হবে। কারণ আপনাকে আপনার সাব-ফোর পার্সেন্ট মর্টগেজ থেকে একটি নতুন বন্ধকিতে যেতে হবে। সুদহার ৮ শতাংশে উঠলে বাড়ির মালিকদের মাসিক কিস্তি প্রদানের খরচ দ্বিগুণ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।' - সিএনএন।

সম্পর্ক কিসে আটকায়

পরিচয় ডেস্ক: এটা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই, সোশ্যাল মিডিয়া তথা ফেসবুকে দৃষ্টি ফেললে বোঝা যায় যে সমাজের লোকজন এখন কী নিয়ে বেশি ভাবছে কিংবা বেশি চিন্তিত। একটা আলোচনার ইস্যু জন্ম নিয়েছে সম্প্রতি *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

সৌদির এআই ল্যাবের প্রধান গবেষক হলেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী এহসান হক

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরবের জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণাকেন্দ্রের প্রধান গবেষক হিসেবে যোগ দিলেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ও গবেষক এহসান হক। সৌদি *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক শহরের সরকারি ডিভাইসে নিষিদ্ধ টিকটক

পরিচয় ডেস্ক: নিরাপত্তার কারণে নিউইয়র্ক শহরে সরকারি মালিকানাধীন ডিভাইসে নিষিদ্ধ হলো শর্ট ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ টিকটক। বুধবার (১৬ আগস্ট) *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

ফিলাডেলফিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের বৃহত্তম সমাবেশ মুনা কনভেনশনে পবিত্র কোরানের আদর্শে জীবন গড়ার তাগিদ

পরিচয় ডেস্ক: কোভিড মহামারির কারণে তিন বছর বিরতির পর গত শুক্রবার, ১৮ আগষ্ট থেকে পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্টারে তিন দিনের মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা - মুনা সম্মেলন শুরু হয়েছে । উদ্বোধনী দিনে ১৩ হাজারের বেশী মানুষ সম্মেলনে অংশ নিতে রেজিষ্ট্রেশন করেছেন। মুনার কনভেনশনই যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের বৃহত্তম বাত্সরিক সমাবেশ হিসেবে পরিচিত ।তিন দিনের এবারের মুনা সম্মেলন চলবে আগামী ২০ আগষ্ট পর্যন্ত।

শুক্রবার ১৮ আগষ্ট সম্মলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পুর্বে পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্টারে হাজার হাজার ধর্মপ্রান মুসলমানের একত্রে জুমার নামাজ আদায় করেন যাদের বেশিরভাগই ছিল বাংলাদেশি।

শুক্রবার ১৮ আগষ্ট বাদ আসর পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যেম শুরু হওয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেএবারের কনভেনশনের চেয়ারম্যান আরমান চৌধুরীর সঞ্চালনায় বক্তব্য প্রদান করেন মুনার ন্যাশনাল কমিটির সভাপতি হারুন অর রশীদ, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা লুৎফর রহমান, আব্দুস সালাম আজাদী ও আহমেদ আবু ওবায়দুল্লাহ *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকতে সশরীরে অফিসে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে - জরিপ

পরিচয় ডেস্ক: করোনা মহামারির পর 'হোম অফিস' ছেড়ে আবারও সশরীরে অফিস করছেন চাকরিজীবী নারী-পুরুষেরা। *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

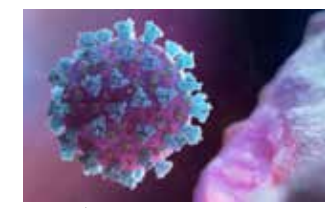

যুক্তরাষ্ট্রসহ ৩ দেশে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ডেনমার্কে করোনার নতুন ধরন শনাক্ত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। তবে নতুন এই ধরনের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানতে পারেনি তারা। শনাক্তের বিষয়টি শুক্রবার *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

পিএইচডি করে দুধ বিক্রি, দৈনিক আয় ১৭ লাখ টাকা

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থা ইন্টেলের মোটা বেতনের চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে শুরু করেন ব্যবসা। বেশ কয়েকটি ব্যবসা শুরু করলেও লাভের মুখ *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

সৌদিতে এক বছরে সাড়ে তিন লাখের বেশি ডিভোর্স

পরিচয় ডেস্ক:সৌদি আরবে ডিভোর্সের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০২২ সালে দেশটিতে সাড়ে তিন লাখের বেশি নারীর ডিভোর্স হয়েছে। এ তথ্য *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

গায়েবানা জানাজা, কী বলে ইসলাম?

মুফতী খলীল মাদানী : গায়েবানা জানাজা নিয়ে কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ সোচ্চার। কেউ এর পক্ষে, কেউ বিপক্ষে বলছেন। সঙ্গত কারণেই ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে গায়েবানা জানাজা সম্পর্কে কী বিধান হতে *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯